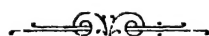




ব্রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত ।



প্রকাশক—শ্রীমোহনীকান্ত গুপ্ত,
“ব্রজনী-কুটীৰ”

২৮/১৬ নং কুথিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা ।

সচিত্র একাদশ সংস্করণ ।

প্রাপ্তি স্থান,—সংস্কৃত গ্রেন্ ডিপজিটারী,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩২১ ।

মূল্য—সাধারণ সংস্করণ : কা. চারি আনা ।

রাজসংস্করণ : ১/১০ এক টাকা আট আনা ।

সূচী।

প্রথম খণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃত	১
রায়মল্ল	৫
বীরবালক ও বীররমণী	২
বীরধাত্তী	১০
প্রতাপ সিংহের বীরত্ব (১)	১৭
আত্মতাগ	২৮
বীরবাল্য	৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড।

শিখ। (২)

শিখদিগের পূর্ব ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক ধর্মসম্প্রদায়	৪
শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি	৪৭
শিখদিগের জাতীয় উন্নতি	৫৩
শিখদিগের স্বাধীনতা	৬২
শিখরাজ্যের অধঃপতন	৭৬

তৃতীয় খণ্ড।

লক্ষ্মীবাই	২১
বালকের বিবাহ	২৭
বীরঙ্গনা	১০২
সন্তোষকোষ	১০২

(১।২) এই দুইটি বিষয় কালক স্টিফেন্সের পুস্তক হইয়াছিল। পবে উঃ। পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া আত্মকীর্তি, মানবশক্তি হইয়াছে।

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ফুলাসিংহ	১০৭
অসাধারণ পরোপকার ...	১১৫
অবলার আত্মত্যাগ	১১২
দুর্গাবতী	১২৪

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতে ভারতীর অপূর্ণ পূজা	১৩৫
সীতারাম রায়	১৩৮
কুমারসিংহ	১৪৫
সংযুক্তা	১৬৭
রাজসিংহের রাজধর্ম	১৭৪
বাংলাদেশের দেশভক্তি ...	১৮৩
সোমনাথ	১৮৭
বদৌলদী বীরাজনা	১৯০
রাজভক্তির একশেষ	১৯৩

পঞ্চম খণ্ড ।

স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান	১৯৮
মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা	২০২
বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব	২০৬
বীরাজনার বীরত্বমহিমা	২১০
বীরবালার আত্মবিসর্জন ...	২১৩
বীরনাবী .. .	২১৬
রমণীর শৌর্য্য ...	২১৯
দেবীরের গুণ	২২২
বীরবল	২২৬
অসাধারণ সাহস	২২৯
মহারাষ্ট্রে বীরমহাজি ...	২৩২
শিবাজীর মহানুভাবতা	২৪৫



রজনীকান্ত গুপ্ত ।

জন্ম

২৯শে ভাদ্র, ১২৫৬ ।

মৃত্যু

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ ।

এহুকারের জীবনী ।

—:~:—

১২১৬ সালে ভাদ্রমাসেব ১১শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন নতুনগ্রামে মালুনালায়ে বজনীকান্তের জন্ম হয় । তাঁহার পিতা ৬ কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন । তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বজনীকান্ত সর্বকনিষ্ঠ ।

তেওতা মাইনর স্কুলে হুঁচাব নিগ্গা আবদ্ধ হয় । বাঁদ্যাকান্দো তিনি দৃষ্ট অববোধে আক্রান্ত হইলেন ; তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন বক্ষা হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্বলতা ঘটিয়াছিল । তাহ'ল রূপ তিনি চিত্রজীবন ভোগ করিয়াছিলেন । উচ্চ কথা না করিলে অন্তরে পাইতেন না । তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা স্কুলে শিক্ষক থাকায় শিক্ষানিবন্ধে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল । পরে মাণিকগঞ্জ এন্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন । মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন । সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্কারিকাবানী মহাশয়ের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে ; এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির গুরুত্ব দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন । তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পথক আসন পাইতেন । সংস্কৃত কলেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহাব সংস্কৃত ভাবাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে ; তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্ভাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জিত হইয়াছিল । ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হন নাই ; এবং এই কাবণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই ।

বালাকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভৰ্তি হয়েন । কিছু সংস্কৃত শিক্ষাব পৰ আয়ুৰ্বেদ অধ্যয়ন কৰিয়া ব্যবসায় চলাইবেন, এইৰূপ উদ্দেশ্য ছিল । সংস্কৃত কালেজে তিনি এণ্ট্ৰান্স ক্লাস পৰ্য্যন্ত অধ্যয়ন কৰিয়াছিলেন মাত্ৰ ।

বিদ্যালয় ত্যাগেৰ পৰবৰ্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পুৰলোকগত কবিবাজ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ কৰ্ণাভবণেৰ নিকট আয়ুৰ্বেদশিক্ষার্থ বাতায়ত কৰিয়াছিলেন । তাঁহাৰ ভ্ৰাতা গবৰ্ণমেণ্টেৰ অধীন একটী সাৰভেপটী গিৰি যোগাড় কৰিয়া দিয়াছিলেন । কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকৰী কিছুই তাঁহাৰ অভিপ্ৰায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই ।

এই সময় ইহতেই তাঁহাৰ বাঙ্গলা বচনাৰ প্ৰতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গলা সাহিত্যেৰ আলোচনা দ্বাৰা গণোলাভেৰ বাঞ্ছা ছিল । তাঁহাৰ বচিত প্ৰথম পুস্তক জয়দেবচৰিত বাঙ্গলা ১২৮০ সালে প্ৰকাশিত হয় । কিছু দিন পূৰ্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি বাজা সাব শৌখীন্দ্রমোহন ঠাকুৰেৰ প্ৰদত্ত পুৰস্কাৰ পাইয়াছিলেন । তৎপৰে ১২৮২ সালে গোল্ড ষ্টুকাৰেৰ পাণিনি প্ৰধানতঃ অবলম্বন কৰিয়া পাণিনি পুস্তক প্ৰকাশ কৰেন ।

সাহিত্যচৰ্চ্চায় জীবন অতিবাহিত কৰিবেন, বজনীকান্তেৰ এইৰূপ সঙ্কল্প ছিল । কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য চৰ্চ্চায় জীৱিকা চলিতে পারে কি না, তাত তখনও প্ৰমাণসাপেক্ষ ছিল । সে সময়ে বজনীকান্তেৰ অৰ্থিক অবস্থা ভাল ছিল না ; কলিকাতাৰ খবচ অতিকষ্টে চালাহতেন । তাঁহাৰ সমকালে যাতাবা তাঁহাৰ সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস কৰিতেন, তাঁহাদেৰ অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়েৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিয়া পৰবৰ্ত্তী কালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন । বজনীকান্তেৰ কোন উপাধিলাভ ঘটয়া উঠে নাই । শ্ৰবণশক্তিৰ দোষনা তাঁহাৰ জীৱিকাজ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তৰায় হইয়াছিল । একপ অৱস্থায় ও একপ সময়ে সাহিত্যচৰ্চ্চা দ্বাৰা জীবন অতিবাহনেৰ সংকল্প অসাধাৰ্ণ শাস্ত্ৰসৰ বা ভ্ৰমসাহসেৰ পৰিচায়ক ।

বজনীকান্ত সেই সাহস বা চঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যেব প্রতি আন্তরিক অনুবাগ না থাকিলে একরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুবাগ এইরূপ চঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্তমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিবল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বগীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেব বাবুর অনুবোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আবিস্ত করেন।

বজনীকান্তেব এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুবাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠেব জ্ঞান ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুব পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধেব ইতিহাস লিখিবাব সঙ্কল্প করেন। অর্থাভাবে ইতিহাস লিখিয়াও মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। ১২৮৮ সাঙ্গে বঙ্গবাসী সংবাদ-পত্রেব প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রেব নিযমিত লেখক শ্রেণীেব মধ্যে বজনীকান্তেব নাম বাহির হয়। ঐ বংসব পবলোকগত বেবরেণ্ড কুম্ভমেহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এন্ট্রান্স পরীক্ষাব অন্ততম পরীক্ষক নিযুক্ত হযেন ও তৎপব বংসব তাঁহাব সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এন্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনাব পব হইতে আব তাঁহাকে জীবিকােব অল্প ক্লেণ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। 'উহাই তাঁহাব বালকপাঠ্য প্রথম বচনা। তৎপবে তিনি বিদ্যালয়েব ব্যবহােব জ্ঞান ও বালকগণেব পাঠেব জ্ঞান অনেকগুলি পুস্তক বচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ ডেক্টেবুক কমিটীেব অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্ধিষ্ট হইত। এইরূপে স্কলপাঠ্য পুস্তক প্রচাবে তাঁহাব যে

আগ দাড়াইয়াছিল, তাহাব সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আব সংসান চালাইবাব জন্ত চিন্তা কবিতে হয় নাই।

গত ২৮ বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত প্ৰভৃতি চাৰিজন বন্ধুব সহিত তিনি সম্পূৰ্ণ স্তূহ শবীৰে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুৰেব নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পনিসদেব পুত্ৰ নিৰ্ম্মাণেব নিমিত্ত ভূমি প্ৰাৰ্থনা উদ্দেশ্যে ছিল। সে সময়ে তাঁহাব হাতে গোটা দুই সামান্য ব্ৰণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিবিয়া আসিয়া আবও গোটা দুই সামান্য ব্ৰণ হয়। পবে পিঠেব উপব একটা ব্ৰণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু বষ্ট পান। চিকিৎসকেবা পিঠেব ব্ৰণকে কাৰ্বঙ্কল স্থিৰ কবায় তাঁহাব মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্ৰণ ভাল হইলে সিপাহীযুদ্ধেব শেষ কৰ্ম্ম ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যৈষ্ঠ ভাতাকে দেখিবাব জন্ত বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতেব তলে একটা ব্ৰণ হয়। •সেই ব্ৰণ অভ্যন্ত যক্ষণাদায়ক ও ক্ৰমে প্ৰাণসংহাৰক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দাকণ পীডায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিবিয়া আসেন। তখন বহুমূত্ৰ বোগেব পূৰ্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবাব ব্যত্ৰি দেড়টাব সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্ৰ বাগিয়া বঙ্গনীকান্ত পরলোকে গমন কবিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধেব ইতিহাস বচনা তাঁহাব জীবনেব সৰ্ব্বপ্ৰধান কাৰ্য্য। ঐ কাৰ্য্য সম্পাদিত কবিবাই কেন তিনি আব ইহলোকে অবস্থিতি আবণ্ণক বোধ কবিলেন না।

বঙ্গনীকান্তেব চবিত্ৰ নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহাব অমায়িক ভদ্ৰ স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহাৰে তাঁহাব বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এগন শান্ত স্বভাবেব ও সবল ব্যবহাবেব দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিৰল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাঁহাব স্পৰ্শে আসিতেন, তিনি তাঁহাব অকৃত্ৰিম সাবল্যে মুগ্ধ হইয়া বাইতেন। তাঁহাব অকাল মৃত্যুতে তাঁহাব বন্ধুগণ আত্মীয় বিযোগেব ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহাব চিত্ত সৰ্বদা প্ৰফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত

থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় কবিতা তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনা ও সদালাপে অতিবাহিত কবিতেন। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্গনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জনকর্তৃক পূর্ণ হইবে ; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অমুবক্ত, সদানন্দ বন্ধুব অকাল-মরণে তাঁহান্ন বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ কবিলেন, তাহা আব পূর্ণ হইবাব নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি বঙ্গনীকান্ত গুপ্ত উহাব হস্তগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবেন আশ্রমে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, বঙ্গনীবাবু তদবধি উহাব সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাব তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতাব সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকাব জন্ত প্রবন্ধ বচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কার্য্যেব তত্ত্বাবধান ও প্রফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন কবিতে হইত। এইজন্ত তাঁহাকে প্রভূত পবিশ্রম কবিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠাব ও উন্নতিব জন্তও তিনি প্রচুর পবিশ্রম কবিয়াছিলেন। বোধ কবি আর কোন সদস্তেব নিকট সাহিত্য পরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত বমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্ত কোন কাজই কবিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীব আলোচনায তিনি প্রচুর সময়-ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎপত্রিকাব আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্বদাই আন্দোলন কবিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহাব জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল ; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগেব সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের প্রবোচনায

তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুবাগের আশ্রয় হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষৎ যে যে প্রধান কার্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পবিত্রাশ্রমসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পবিপূর্ণ কবিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থবচনা সমিতি স্থাপনাব প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ কবিবার জ্ঞাত চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস্ ও বি, এ, পবীক্ষায় বাঙ্গালা বচনার পবীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই অবস্থা প্রণয়নের পব হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙ্গালারচনা বিষয়ে অগ্রতম পবীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জ্ঞাত পরিষৎ-কর্তৃক ও পরিষদের বাহিবে যে চেষ্টা হয়, রজনীকান্ত তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিবতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পববর্তী রবিবারের সাধাবণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তাবিধে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উক্ত কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সংকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য কবিতে পাঠিলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা কবিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ে এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভাবতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস

আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণগোপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বামদাস সেন প্রভৃতি ভাবতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ কবিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ কর সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ কবিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভাবতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাক্সালা সাহিত্যের জন্ত বঙ্গনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত কবিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পবে ভাবতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত কবে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চবিত্রে অমথ্য কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্ত তিনি লেখনী ধারণ কবেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন কবিয়া লিখিবার জন্ত এই কাবণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র-ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্বাচন কবিয়া ষাওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাক্সালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সবাধ পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্ত বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ কবিতো হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কবিয়া বাথা বা স্বরণে বাথা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ কবিয়া বাথা কর্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক বাহাবা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর

কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংবাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। বঙ্গনীকান্ত তাঁহান উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। বঙ্গনীকান্ত যাহাদেব রচিত ইতিহাসেব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেব কথাব উপবেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে বিষয়েব আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে দুঃসাহসেব কাজ। নাসীব রানী, কুমার সিংহ ও নানা সাহেবেব সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস কবিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক ও তাঁহাব পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাঁহাব মনেব আবেগ সংঘত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত কবিতে পারে নাই। দ্বিবিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থেব পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয় ভাবেব রক্ষণ ও পনিপুষ্টি বঙ্গনীকান্তেব মূলমন্ত্র ছিল। দুর্বলের স্বাভাব্য বক্ষা কবিবাব ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান বক্ষাব অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতিব মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই আত্মসম্মান বুদ্ধিব নিতান্ত অসম্ভাব। বঙ্গনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত কবিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চবিত্রের চিত্র উজ্জল বর্ণে চিত্রিত কবিয়া স্বজাতির গোবব থ্যাপনেব সহিত জাতীয় ভাবেব উদ্বীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা কবিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, ভাবতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জন-

সাধাবণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্বেক করিবার ক্ষেত্র। রজনীকান্তের পূর্বে আব কেহই করেন নাই। “আমাদের জাতীয়তাব” “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়” “হিন্দুব আশ্রমচতুষ্টয়” “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ কবিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবের ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহাব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক।

বজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আবন্ত কবিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ কবা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের বচনাব স্বাধীন সমালোচনা আবন্ত কবিয়াছেন। বজনীকান্তের পন্থানুবর্তী আব আজ কাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অধিতীয় বহিয়াছেন। ইহা বজনীকান্তের ভাষা। তাহাব ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষাব অবতারণা কবিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপবে সমর্থ হন নাই। তাহাব ভাষা তাহাব বচিত গ্রন্থগুলি সাধাবণের নিকটে প্রতিপত্তিব অত্যন্ত কারণ। উপবে যে আন্তরিকতা ও সঙ্গদয়তাকে তাহাব বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সঙ্গদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাহাব মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ব প্রতি তাহাব শ্রদ্ধা ও অনুবাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাহাব মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষাব বিশুদ্ধিব দিকে তাহাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা বচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তাহাব মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন

না, অথচ তিনি স্বয়ং যেকোনো মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙালী লেখকগণের মধ্যে তুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কিনা, জানি না। কিন্তু বস্তু-বক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার বচনকে কখনও কুত্রিমতা ছুঁই কবে নাহ। তাঁহার আন্তরিকতা ও সঙ্গদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কাবণে তাঁহার বচিত ইতিহাসিক গ্রন্থ ও ইতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে উহার আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান দাবিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ইতিহাসিক গ্রন্থের বা ইতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা গাঠিতে পাবে কি না, সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা বঙ্গনীকাম্বের জীবনের মুখ্যতম এত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতামুসারে সেই এত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই এতের পালনেই আপনাব সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভা-শালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্যের সাংস্কৃতিক কার্যের তুলনায় কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গভাষার সেবাতে সমগ্র জীবন উদ্দাপনের উদ্যোগ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুবক্ত সন্তানের অকাল মরণে দাবিদ্র বঙ্গমাতা সন্তোষিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাঁচী-পরিদর্শ-পত্রিকা }
 দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯০৭। } শ্রী বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।



আৰ্য্যকীৰ্ত্তি ।



কন্তু ।

ৰাজস্থানেৰ মিৰাব-ভূমি যথার্থ বীৰকুল-প্ৰসবিনী । মিৰাবেৰ নাগা কুম্ভ
যথার্থ বীৰপুৰুষ । শত্ৰুৰ বাজ্যে যে কোন প্ৰকাৰে নিজযপতকা
উড়াইয়া দেওয়াই প্ৰকৃত বীৰত্বৰ লক্ষণ নহে ; দেশকালপাত্ৰ বিবেচনা
না কৰিয়া যেখানে সেখানে তববানিব আফালন কৰাও প্ৰকৃত বীৰত্বৰ
পৰিচয় নহে ; আগ ও ধৰ্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পৰাকাস্ত প্ৰতিপক্ষৰ স্বাধীনতা
হৰণ কৰাও প্ৰকৃত বীৰত্বৰ চিহ্ন নহে । যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ
ব্যক্তি, একাট বলিষ্ঠ সম্প্ৰদায়েৰ নেতা হইয়া, গোপনে নিবস্ত্ৰ বিপক্ষকে
সংহাৰ কৰিতেছে ; অসময়ে অতৰ্কিতভাবে অত্যাচাৰেৰ পৰাকাস্তা
দেখাইয়া সৰ্ব্বত্র ভয় ও আতঙ্কেৰ বিস্তাৰে উদ্ভত হইতেছে ; গায়েৰ
উপদেশে কর্ণপাত না কৰিয়া, নবশোণিতশ্ৰোতে চাবি দিফ বঞ্জিত ; বৰিয়া
তুলিতেছে ; তখন আমবা তাকাকে প্ৰকৃত বীৰপুৰুষ না বলিম, গোয়াৰ
বা ক্ৰুৰ, সাধুজনেৰ এই বিগৰ্হিত বিশেষণে বিশেষিত কৰিব । প্ৰকৃত

বীবপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্রসর হয়েন না। তাঁহার হৃদয় সর্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অল্প সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া সকলের প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার মহত্ব, হীনতা-পক্ষে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনাব অভীষ্টসাধন জ্ঞাত তিনি কখনও লায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না। প্রকৃত বীবপুরুষ সর্বদা সংযতভাবে আপনাব পবিত্র ধর্ম্ম বক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মির্জাবের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ইংলান্ডের বীরত্ব ও মনস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, হুদুস্ত পাঠান, জিগীষ মোগল, বা রাজ্যলোলুপ ইংবেজ-সেনাপতি তাহা দেখাইতে পাবেন নাই। শাহাবদ্দীন গোরী চাতুরী অবলম্বন না করিলে, বোধ হয়, সহসা দুর্গবর্তী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভাবভৈরব সৌভাগ্য বরি ডুবিত না; অকবর শাহ গভীর নিশীথে গোপনে পবাক্রান্ত জয়মল্লকে হত্যা না করিলে, বোধ হয়, চিতোবদ্রাজ্য সহসা মোগলের হস্তগত হইত না এবং চিতোবের সহস্র সহস্র লাবণ্যবতী ললনা অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিত না; লর্ড ক্লাইব গোপনে মির্জাকব ও জগৎশেঠকে আপনাদিগের পক্ষে না আনিলে, বোধ হয়, সহসা পলাশীর যুদ্ধে সমস্ত বাঙ্গালা বিহাব ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানীর পদানত হইত না; কাপ্তেন নিকলসন ও কাপ্তেন লবেন্স ষড়্‌যন্ত্র না করিলে, বোধ হয়, সহসা মহাবাজ বর্জ্জিং সিংহের বাজ্যে ব্রিটিশপতাকা উড়িত না। ভারতবর্ষে অনেক বীবপুরুষ আপনাদের বীরত্ব এইরূপ কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বীরত্ব কখনও এইরূপ কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুত বীব সর্বদা অকলঙ্কিত ভাবে অতুল বীরত্বকীর্ত্তি বক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততা, রাজপুতবীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। একজন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের

অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি। সে তখনি উত্তর করিল যে, “গুণচোর ও “সংচোর” দু'ওয়াই সৰ্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম ‘গুণচোর’ আর অবিশ্বস্তের নাম “সংচোর।” যে গুণচোর ও সংচোর হয়, রাজপুত্রের মতে, সে যমরাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। মিথ্যাবাদের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চরিত্রের কথা বিবৃত হইতেছে। বীরত্বের রুদ্রমূর্তি ও মাধুর্য্যের কমনীয় কান্তি, কিরূপে একাধাবে অবস্থিতি কবে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

রাণা কুস্তেব চরিত্র এইরূপ উন্নতভাবে পরিপূর্ণ। কুস্ত ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আবোহণ করেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসনদক্ষতা এই ক্ষত্রিয় বীর মিবারের ইতিহাসে সর্বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুস্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিবকাল শাস্তিমুখ ভোগ কবিতেন পাবেন নাই। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহাকে পনাক্রান্ত বিপক্ষেব সহিত যুদ্ধ কবিতেন হয়। খিলজীবংশীয় রাজাদিগের পনাক্রম থর্ব্ব হইয়া আসিলে, কয়েকটি মুসলমান রাজ্য দিল্লীর অধীনতাব উচ্ছেদ কনিয়া স্বাধীন হয়। ঐ সকলের মধ্যে মালব ও গুজবাট প্রধান ছিল। কুস্ত যখন মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন ঐ দুই প্রদেশের অবিপত্তিরয় সর্বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই ভূপতি একত্র হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যেব সহিত মিবার আক্রমণ করেন। কুস্ত একলক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া স্বদেশ রক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। মিবারের প্রান্তভাগে—মালববাজ্যেব বিস্তীর্ণ প্রান্তবে—উভয় পক্ষে ঘোষিতব যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগের পনাজয় হয়; বীরভূমি মিবারের স্বাধীনতা অটল থাকে। মালবের অবিপত্তি শেষে কুস্তেব বন্দী হইলেন। এই সময়ে মহাবীর কুস্তেব পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কুস্ত পবাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখাইলেন না। তিনি বীরদর্শ ও

বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের আশ্রয় পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; শেষে বিজয়ী হইয়া সেই ধীরধর্ম্মের অবমাননা কবিলেন না । কুস্ত প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় পরাজিত ও পদানত শত্রুর সম্মান রক্ষা করিলেন । মালবরাজকে কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত কবিলেন না, প্রত্যুত অনেক অর্থ দিয়া স্ববাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন । বীরপুরুষের চবিত্র এইরূপ মহত্ব ও উদারতায় পূর্ণ । যখন শিখসেনাপতি শেব সিংহের পবাজয় হয়, শিখসর্দারগণ যখন ইংবেজ সেনাপতির হাতে আপনাদেব তববানি দিয়া কহেন,—“ইংরেজদিগের অত্যাচার প্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । আমরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ কবিয়াছি । কখনও আমরা বীরধর্ম্মের অবমাননা কবি নাট । কিন্তু এখন আমাদের অবস্থান্তর ঘটয়াছে । আমাদের সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে চিবনিদ্রিত হইয়াছে ; আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র সমস্তই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে । আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্মদমর্পণ কবিতেছি ; আমরা যাহা কবিয়াছি তাহাও জন্য কিছুমাত্র ক্ষুদ্র হই নাই । আমরা আজ যাহা কবিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে, কালও তাহা কবির ।” ইংরেজ সেনাপতি এই পরাজিত তেজস্বী বীরগণের সম্মান রক্ষা কবিলেন না । সে সময়ে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি পঞ্জাবের স্বাধীনতা নষ্ট কবিলেন । শিখবাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা ঝড়িল । যাহারা আগত হইয়া গুজবাটের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া বহিয়াছিল, তাহারা দগাও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল । ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্রোতে বীরত্বের সম্মান ভাসিয়া গেল । মির্জাব পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকৃত বীরত্ব রক্ষা কবিয়াছিল । রাজপুত্রবীরের এই অসামান্য চবিত্রগুণ পৃথিবীর সমগ্র বীরেন্দ্রসাজের শিক্ষার বিষয় ।

রায়মল্ল ।

মিবাবের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ। এই দেবভাব আজ পর্য্যন্ত মিবাবের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি স্বর্গ ত্যাগের কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে ; বংশের পবিত্রতার রক্ষাব জন্ত যদি কোনরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা থাকে ; প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ যদি হৃদয়ের কোনরূপ তেজস্বিতা থাকে ; তাহা হইলে মিবাবের রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মহৎ উদ্দেশ্য বক্ষা করিয়াছেন,—ঐরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন এবং ঐরূপ তেজস্বিতায় বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

দিমহিনিস * অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন ; বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন ; হাউয়ার্ড † অদ্বিতীয় হিতৈষী

* দিমহিনিস গ্রীষ্ম ঋতুর সর্বপ্রধান বস্ত্র। ইংরাজ পিতা এথেন্স নগর তববারির বাবসায় করিতেন। গ্রীষ্মের জন্মগ্রহণের ৩৮০ বৎসর পূর্বে দিমহিনিসের জন্ম হয়। শৈশবকালে পিতৃহীন হওয়াতে দিমহিনিস প্রথমে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়েন নাই। সতর বৎসর বয়সে তিনি বক্তৃতার প্রণালী শিখিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ক্রমে তিনি প্রাচীন সময়ে অদ্বিতীয় বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

† জন হাউয়ার্ড ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপ্রাচী হাক্সেন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিস্বন নগরের ক্রুর অবস্থাস্থর ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্ত হাউয়ার্ড ১৭৫৯ অব্দে তথায় বাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহারই জাহাজ ফ্রান্সে নীত হয়। হাউয়ার্ড ফরাসীদেশের কারাগারে অবতরু হন। বাবগারের—দূষিত প্রণালী প্রস্তুত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাতনার একশেষ ভূমিতে হইত। হাউয়ার্ডকেও এইরূপ বন্দনাভোগ করিতে হয়। এই অবধি হাউয়ার্ড কারাগারের দূষিত প্রণালীর সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের কারাগার দেখিয়া, কয়েদীদিগের অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি লোকহিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্তদিগকেও নিজে দেখিতে ক্রটি করিতেন না। এক সময়ে হাউয়ার্ড একটি সংক্রামক স্ররোগীকে দেখিতে গমন করেন। ইহাতে তাঁহারও ঐ রোগ জন্মে। তাহাতেই ১৭৯০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না হইতে পারেন ; রায়মল্ল তেজস্বী-
দিগের মধ্যে অদ্বিতীয় । রায়মল্লের আয় কেহই লোকাভীত মহাপ্রাণতা
দেখাইতে পারেন নাই, এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে
পুণ্যের আলোক বিস্তার করিয়া মহেশ্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই ।
জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ জ্ঞাব একটি
দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই । বোমের ক্রতস্ * অপরাধী পুত্রকে ঘাত-
কের হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও আয়বুদ্ধির মহানু-
ভাব দেখাইয়াছেন ; মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে
পুরস্কৃত করিয়া উচ্চ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন ।

চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বীরভূমি বাঙ্গাপুতনাৰ একটি-
লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন ।
অশ্বাবোহিণীৰ যুদ্ধবেশ । ঐ বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীব্রবেগে
অশ্বচালনা করিতেছিলেন । বালিকাব সে সময়ের ভীষণ ও মধুব মূর্তি
চারি দিকে অপূৰ্ণ প্রভাব বিকাশ করিতেছিল । দ্বব হইতে একটি-
অগ্নিযু যুবক এই মনোমোহিনী কাস্তি দেখিতে পাইলেন । এই যুবক ও
অশ্বরূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী । মধুরে মধুরে মিলন হইল । অপূৰ্ণ ভীষণ
ভাবের সজ্জিত ভীষণতা মিলিয়া গেল । অশ্বরূঢ় যুবক অশ্বাবোহিণীৰ
অল্পপম লাবণ্যবাশি, অপূৰ্ণ অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ।
এই স্থিৰ সোদাগিনী, যুবকের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্রের সূত্রপাত

* ক্রতস্ বোমের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন । বোমে সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে,
ক্রতস্ ও কালতিনস্ উভয়েই প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদ নিযুক্ত হন । ইহাদের উপাধি
“কসল” হয় । এই সময়ে বোমের সাধারণতঃ উচ্ছেদের জন্য অনেকে বড় যত্ন লিপ্ত-
হন । ইহাদের মধ্যে ক্রতসের দুই পুত্র এবং কালতিনসের তিন ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন ।
প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহাদের বিচার হয় । কালতিনস্ ভ্রাতৃপুত্রাদিগের প্রতি
স্নেহ-প্রযুক্ত অশ্রেকাকৃত লঘু বণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্তু ক্রতস্ আপনায়
পুত্রদিগের প্রতি যত্নবোধে দিয়া অপরাধের পরিচয় দেন ।

করিল। যুবক উহার ঘাতপ্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক ! ইহা উপাঙ্গাসের ভূমিকা নহে ; কল্পনার অপূৰ্ণ কাহিনী নহে ; ইহা ইতিহাসের কথা। এই যুবক কে ? মিবাবের ক্ষত্রকুলস্থর্য্য মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল ! আর বিদ্রাঘঞ্চল অশ্বের আরোহিণী কে ? টোডার অধিপতি রও সুরতনেব কন্যা তারাবাই। বাঙ্গালাওর বংশধব আজ এই যুদ্ধবেশধারিণী, লাভণ্যময়ী মূর্তিব লাভণ্যসাগবে মগ্ন হইলেন।

মহারাজ রায়মল্লের পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও বাও সুরতন সহসা তাঁহার আশা পূর্ণ কবিলেন না। বীর-ভূমি বাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুতবীর বাঙ্গালীর ত্রায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকাব বঙ্গালীব ত্রায় ধনশালীব জড়পিণ্ডবৎ অকর্ণণ্য পুত্র বা বি, এ, এম, এ, উপাধিধাবী বিলাসী যুবক পাইলেই বাজপুতবীর আত্মাদে অধীর হয় না। লিল্লানামক এক জন ভ্ৰমন্ত পাঠান, রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্যাবত্নেব সহিত মিবাব বাজের অন্তর্গত বেদনোবে গিয়া, বাস করিতেছিলেন। সুরতনেব প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, নিধাতার অপূৰ্ণ সৃষ্টি - তারাবাই তাঁহারই কবে সমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উপযুক্ত। যাহাবা বসুন্ধবাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞাবাক্য সেই বীরপুরুষদিগের মুখেই শোভা পায়। জয়মল্ল, বাও সুরতনের কন্যাবত্নেব অভিলাষী হইয়া টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন ; পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু জয়মল্ল সুরতনেব কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পবাক্রমে পবাভূত হইলেও, বাজপুত-কলঙ্ক লজ্জিত হইলেন না। শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করা তিনি কর্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার

মনোমোহিনী মূর্ত্তি জাগিতেছিল ; তিনি পরাজিত হইলেও, অগ্নানভাবে বেদনোবে গিয়া অবৈধরূপে সেই লাভণ্যময়ী ললনাকে অধিকার করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন । এ অপমান রাও সুবতন সহিতে পারিলেন না । রাজপুতের হৃদয় উত্তেজিত হইল । এ উত্তেজনা অমনি তিব্বোহিত হইল না । রাও সুবতন জয়মল্লকে নিহত করিয়া আপনার সম্মান রক্ষা করিলেন । রাজপুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল ।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পহুছিল । ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল । এ ভয়ানক সংবাদ মহারাজ বায়মল্লকে শুনাইবে কে ? বাপ্পারাওর সম্মানেব শোণিতে বাও সুবতনেব হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাকে আজ রক্ষা কবিলে কে ? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিজ্ঞান নাই । বায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরেব পবাক্রমে অজ্ঞাতবাস কবিতেছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র ওদ্ধত্য প্রযুক্ত পিতাব আদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক জয়মল্লই, পিতার হৃদয়রঞ্জন ছিলেন । আজ সেই হৃদয়রঞ্জন কুহুম বস্তুচ্যুত হইল । হায় ! আজ নিদারুণ শোকে বায়মল্ল অধীব হইবেন । তাঁহাকে সুস্থির কবিলে কে ? মিবাবেব বাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া শ্রিয়মাণ হইল । কথা আব দীর্ঘকাল গোপনে বহিল না । অবিলম্বে উহা মহারাজ বায়মল্লের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল । বায়মল্ল ধীবভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ তাঁহাব ধীবতাব ব্যতিক্রম হইল, অকস্মাৎ তাঁহার ক্রয়ুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল । প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় পবিণামে তিনি কাতর হইলেন না । বায়মল্ল অকাতর-ভাবে বজ্রগন্তীর-স্বরে বলিলেন,—“যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয় । সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন ।”, মহারাজ বায়মল্ল

ইহা কহিয়া, পুত্রহস্তা রাও স্বরতনকে ক্ষত্রিয়কুলোচিত পুরস্কার-স্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ কবিলেন ।

প্রকৃত বীবেব চবিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ । প্রকৃত বীব এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কৃত । এই মহাপ্রাণতা এবং এই তেজস্বিতাব সমুচিত সম্মান কবিতে পারেন. আজ এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন ? আর কি চর্যগণগণ অতীত গৌরবেব গীতি গাইয়া চিবনিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না ?



বীরবালক ও বীর-রমণী ।

১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরাক্রান্ত মোগলসম্রাট অকবর শাহ যখন চিতোর নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয় বীরগণ যখন অগ্নানভাবে গরীয়সী জন্মশূণ্ডির জন্ত বণভূমির ক্রোড়শায়ী হয়েন, রাজপুত-কুলগৌরব জয়মল্ল যখন শত্রু হস্তে নিহত হয়েন, ষোড়শবর্ষীয় পুত্র যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোবেব তিনটি বীরাসনা, স্বদেশেব জন্ত আত্মপ্রাণেব উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন । ১ কোমল দেহে কঠিন বর্ষ পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মোগলসেনার গতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ! এই ললনাজয় শত্রুনিপীড়িত বাজস্থানের প্রকৃত বীরাসনা ; মূর্তিমতী স্বাধীনতা ; আত্ম-ত্যাগেব অধিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ।

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন । অত্যায সমবে পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন । বীবভূমি বীরশূন্য হইয়াছে । চিতোর বন্ধা করিবে কে ? দুর্দান্ত মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাধা

দিবে কে ? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতা-গৃহ্মলে আবদ্ধ হইতেছে, এ দুৰ্দ্দৈব নিগড় ভাঙিবে কে ? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্ধম । এই সময়ে একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল । জয়মল জন্মেব মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তাঁহায় অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে ; পুত্র এই শূন্য স্থান পূরণ কবিলেন । পুত্রের বয়স ১৬ বৎসর । বয়সে তিনি বালক ; সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বর্ষীয়ান পুরুষ । পুত্র মাতার নিকটে বিদায় লইলেন । কৰ্ম্মদেবী আশ্বত্থদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলেন । পুত্র প্রিয়তমাব নিকটে গেলেন, কন্দলাবতী প্রফুল্লহৃদয়ে প্রাণাবিক স্বামীকে বিদায় দিলেন ; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমির বক্ষাব নিমিত্ত সহোদবকে উত্তেজিত কবিলেন । ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরেব অধিতীয় বীর, জন্মেব মত বিদায় লইয়া, অসীম উৎসাহসহকারে পবিত্র কার্য্যসাধনেব জন্ত পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন । মোগলসেনা ছই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল । অকবব এক ভাগেব সেনাপতি হইয়াছিলেন । অগ্ন ভাগ আব একজন বিচক্ষণ যোদ্ধাব অধীনে ছিল ; দ্বিতীয় দলেব সহিত পুত্রের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । সম্রাট্ অপব দিক্ হইতে পুত্রকে বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন ।

বেলা ছই প্রহব । এই সময়ে সহসা অকববের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ; তাহারা পুত্রের দিকে অগ্রসব হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতিবোধ হইল । সম্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিবন্ধ ; গিরিবন্ধেব পূবোভাগে ছই একটি গ্রামলপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ । ঐ বৃক্ষের পশ্চাৎভাগ হইতে গুলিব পর গুলি আসিয়া মোগল সৈন্তের ন্যূহ ভেদ কবিতে লাগিল । মোগলেরা স্তম্ভিত হইল । এদিকে অনবরত গুলি আসিতে ছিল ; অনবরত গুলির আঘাতে নৈনিকগণ রণভূমিতে বিনুষ্ঠিত হইতেছিল । অকবব সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরঙ্গনা গিরিবন্ধ আশ্রয়

করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন । একটি বর্ষীয়সী ; আর দুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী ! তিনটিই অশ্বে আরুঢ়, তিনটিই হর্ষেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটিই অজ্ঞচালনায় সুদক্ষ । মধুরতাব সহিত ভীষণতাব এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া অকবরের হৃদয় বিচলিত হইল । এই তিনটি বীরঙ্গনার পবাক্রমে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্তের গতিবোধ হইয়াছে, ইহাদেব অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্ত রণস্থলে দেহত্যাগ কবিতেছে, ইহা দেখিয়া ভাবতের অদ্বিতীয় সম্রাট ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন ।

এদিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ; তুমুল যুদ্ধে কৰ্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাভিত পবাক্রম দেখাইতে লাগিলেন । ষোড়শবর্ষীয় পুত্র—স্নেহেব একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ কবিলে, ইহা কৰ্ম্মদেবী স্থিৰচিত্তে দেখিতে পাবেন না ; প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমেব অদ্বিতীয় আশ্রয়, একাকী শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গর্ভীয়সী জন্মভূমির জন্ত প্রাণত্যাগ কবিলে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পাবেন না ; ভালবাসাব ও প্রীতির আশ্রয়-ভূমি সহোদর পবিত্র কার্য্যেব জন্ত দেহ ত্যাগ কবিলে, ছবন্ত শত্রু স্বদেশেব স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না । পুত্র মোগলসৈন্তেব এক দল আক্রমণ করিয়াছেন ; অকবর আব এক দল লইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে যাইতেছেন, কৰ্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী হঠাৎ ঐ সৈনিকদলেব গতি রোধ কবিলেন, তুচ্ছ প্রাণেব মমতা ছাড়িয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বক্ষাব জন্ত শত্রুর ব্যাভেদে দণ্ডায়মান হইলেন ।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্র, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্ক প্রাণয়িনী ও সহোদরা । চিত্তোবের বীৰ্য্যবাহিনী এই তিনটি উজ্জল ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের সৈন্ত ছাবথার করিতে উদ্বৃত । এ অপূর্ণ যুগ্মের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে ? ভারত আজ নিৰ্জীব, ভাবত

আজ বীরত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয়জীবনশূন্য ! ভারত আজ এ বীর-বালক ও বীরাঙ্গনার বীরত্বের পূজা করিবে কি ?

ঝটিকা বহিতে লাগিল । মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল । দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই । দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা দুবস্ত শত্রুর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । ইহাদের অন্ত্রচালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল । অকবর প্রকৃত বীরপুরুষ । তিনি এই তিনটি বীরাঙ্গনার বীরত্ব মোহিত হইলেন । এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল । তিনি ঘোষণা করিলেন, যে এই বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে । কিন্তু সকলে তখন যুদ্ধে উন্নত ছিল, সম্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না । মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । তিনটি বীররমণী অসীমসাহসে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন । সহসা কর্ণবতীর শব্দ অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুম্বমের আঘাত ভূতলে পতিত হইলেন । কর্ণদেবীর দৃকপাত নাই ; প্রাণাধিক ভ্রুহিতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়াও কর্ণদেবী কাতব হইলেন না । তিনি অকাতরভাবে, অবিচলিতহৃদয়ে শত্রুপক্ষেব উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । উহাব মধ্যে একটি গুলি আসিয়া কমলাবতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল । ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথমে টলিলেন না ; স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিপক্ষ সৈন্য নষ্ট করিতে লাগিলেন । মোগলেরা উন্নত ; গুলির উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল । যখন কমলাবতী ও কর্ণদেবী, উভয়ে ভূতলশায়িনী হইলেন, তখন পুত্র সম্রাটের সৈন্য পরাজিত করিয়া গিরিবন্ধের নিকটে আসিলেন । তাঁহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদবার দেহ যুদ্ধস্থলে বিলুপ্ত হইতে ছিল । পুত্র ইহা দেখিলেন, দেখিয়া দুঃস্থ মোগলসৈন্যের অনেককে নষ্ট

করিলেন । এ দিকে কমলাবতী ও কৰ্ম্মদেবীর বাক্রোধ হইয়া আসিতে ছিল । পুত্র বাহু প্রসারণ করিয়া, ইহাদিগকে তুলিয়া লইলেন কমলাবতী ধীরভাবে প্রাণকাস্তেব দিকে চাহিলেন ; ধীরভাবে পতিপ্রাণা সাধবী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । কৰ্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং স্বদেশেব স্বাধীনতার জ্ঞাতা তাঁহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন । পুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন । মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষণ “হর হর” রবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, ষোড়শবর্ষীয় বীর জন্মভূমিব ক্রোড়ে চিবনিত্রিত হইলেন । পুত্রের দেহ তর্দীয় প্রণয়িনীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল । কৰ্ম্মদেবী ও কৰ্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শাষিত হইল । ইহারা অগরলোকে গমন করিলেন । ভুলোকে ইহাদের অনন্ত কীৰ্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল ।

বীরধাত্রী ।

রাজপুতকুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তবিত হইয়াছেন । যিনি সাঁহসে অবিচলিত ও বীবস্ত্রে অতুল্য ছিলেন, অজ্ঞাঘাতের আশীর্টি গৌরবমুচক চিহ্ন ঐহার দেহ অলঙ্কৃত কবিয়া ছিল, যিনি মুসলমানদিগেব সহিত যুদ্ধে ভগ্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্বগৌরব রক্ষা কবিয়া-ছিলেন, তাঁহার কেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে । শত্রুর চক্রান্তজালে পড়িয়া, পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন । মিবারের অত্যাঙ্কল স্বর্ঘ্য চিরদিনের জ্ঞাত অন্তমিত হইয়া গিয়াছে । তাঁহার শিশু সন্তান আজ শত্রুর হস্তগত । ভবিষ্য বিপদে অনভিজ্ঞ ষড়্‌বর্ষীয় বালক নিশ্চিন্তমনে

আহার-পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা ঘাইতেছে ; এ দিকে যে, ছরস্ত শত্রু তাহার প্রাণ নাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না । দাসীপুত্র বনবীর * মিবাবের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই কোমল কোরকটিকে বৃত্তচ্যুত করিবার জন্ত হস্ত প্রসাবণ করিয়াছে । এই ঘোর বিপদ হইতে আজ পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহেব শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে ? বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ নির্মূল কবিবাব ষড়্‌ষষ্ঠ হইয়াছে, এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে ? আজ একটি অসহায় বমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে ; অনাথ বালক আজ একটি তেজস্বিনী ধাত্রীব আশ্রয়ে থাকিয়া, আপনাব জীবন রক্ষা করিতেছে । ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুতপূৰ্ণ স্বার্থত্যাগবলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত বাখিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে ।

কি উপায়ে পান্না এই দুৰ্দ্ধব কার্য্য সাধন কবিল, কি উপায়ে পিতৃহীন শিশু অক্ষতশরীবে রহিল, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে । বাত্রী-কালে উদয়সিংহ আহাব কবিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন নাপিত † আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা কবিতে আসিতেছে । ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গাবীর মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে বাখিয়া এবং উহাব উপবিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, উক্ত চাঙ্গারী নাপিতেব হস্তে সমর্পণ করিল । বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গারী লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল । এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই নৃহে

* বনবীর সংগ্রামসিংহের জাতা পুণ্ড্রাজের পুত্র । একটি দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয় । উদয়সিংহের বংশপ্রাপ্তি পধ্যস্ত বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল ; কিন্তু বনবীর আপনাব রাজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্ত উদয় সিংহের হত্যায় কৃত সক্ষম হয় ।

† রাজহানে এই জাতি “বারি” নামে প্রসিদ্ধ । রাজপুত্রবিশেষ উজ্জিষ্ট ঘোচন-করা ইহাদের কার্য্য ।



ধাত্রীপান্না ।

বনবীর অসহজে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উন্নয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল ।
 ধাত্রী বড় নিম্পত্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিহিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি
 প্রদর্শন করিল ।

আসিয়া ধাত্ৰীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল । ধাত্ৰী বাঙ্‌নিপত্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্ৰের দিকে অঙ্গুলি-প্ৰসারণ করিল । বনবীর উদয়সিংহবোধে সেই ধাত্ৰীপুত্ৰেরই প্ৰাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল । এ দিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্ৰীপুত্ৰের অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হইল । ধাত্ৰী নীরবে ও অঙ্গপূৰ্ণনয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের প্ৰেতরূত্য দেখিয়া নাপিতের নিকটে গমন কবিল ।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কোচে আপনাত হৃদয়রঞ্জন শিশু সন্তানকে ঘাতকেব হস্তে সমৰ্পণ করিয়া, মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্ৰেব প্ৰাণ রক্ষা করিল । যে রমণী চিতোরের জন্ত, বাপ্পাৰাওর বংশরক্ষাব নিমিত্ত, জীবনের অধিতীয় অবলম্বন, স্নেহেব একমাত্র পুত্ৰলী, নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমৰ্পণ কবে, তাহাব স্বার্থত্যাগ কত দূৰ মহান্ ? যে রমণীহৃদয়রঞ্জন কুসুমকোরককে বৃষ্টচ্যুত দেখিয়াও আপনাব কৰ্ত্তব্য সাধনে বিমুখ না হয়, তাহাব হৃদয় কত দূৰ তেজস্বিতাব পৰিপোষক ? আজ এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্বিতাব গৌরব বুঝিবে কে ? বাঙ্গালী ! তুমি ভীৰু । প্ৰকৃত তেজস্বিতা আজ ও তোমাব হৃদয়ে প্ৰবেশ কবে নাই । তুমি আজও প্ৰকৃত স্বদেশহিতৈষিতাব মহান্ ভাব বুঝিতে পাব নাই । তুমি পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পাব । কিন্তু যথার্থ তেজস্বী ও বথার্থ হিতৈষী পুৰুষ এই অসামান্য ধাত্ৰীকে আর এক ভাবে চাহিয়া দেখিবে । এই অসাধাবণ ভাব সাধাবণেব আযত্ত নয । অসাধাবণ লোকেই উহাব গৌরব বুঝিতে সমর্থ । হায় ! স্নাজ ভাবেত এইরূপ অসাধাবণ ব্যক্তি কয়টি আছেন ? প্ৰতিজন জিজ্ঞাসা কবিতেছে, কয়টি আছেন ? ভাবত আজ নিজীব ও নিশ্চেষ্ট । ভারত আজ শীতসঙ্কচিত বুদ্ধ অথবা কুর্শ্বেব তায় আপনাতে আপনি লুকায়িত । কে ইহাব উত্তব দিবে ? প্ৰতিধ্বনি আবাব কহিতেছে, কে উত্তব দিবে ?

প্রতাপসিংহের বীরত্ব ।

আজ ১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ । আজ মিবারের রাজপুতগণ ‘স্বর্গাদপি গবীয়সী’ জন্মভূমির জন্ত আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্ধত । সম্রাট অকবরের বহুসংখ্য সৈন্য রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছে । মোগল, সূর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্ধত হইয়াছে, মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্ধত । প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প । চিরস্ববর্ণীয হল্দিঘাটে মিবারের আশাভরসা-স্থল বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে, প্রতাপ সিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া পবাক্রান্ত মোগলসৈন্যের গতিবোধ কবতে দাঁড়াইয়াছেন ।

হল্দিঘাট একটি গিবিবন্ধ । উঁহা উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় সকলদিকেই সমুদ্রত পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ঐ স্থান পর্ব্বত, অবণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত । প্রতাপসিংহ ঐ গিনিসঙ্কট আশ্রয় কবিয়া মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছেন । হল্দিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুতবীরের অনন্ত উৎসবের দিন । রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ কবিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল । এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন । তিনি প্রথমে আশ্বেষবাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর বহুসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না, মেঘগম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুতকুলান্ধার বলিয়া তিবন্ধাব কবিলেন । রাজা মানসিংহ প্রতাপের এ তিরঙ্কারে কর্ণপাত কবিলেন না । যাহা হউক, প্রতাপ

নিভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনি তিন বার মোগলসেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিন বার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল । রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে । রাণার প্রাণরক্ষার জন্ত তাহা বা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল । কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না । তাঁহার শরীরেব একস্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল । তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্নতভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধারেব চেষ্টা করিল । কিন্তু তাহাদের অনেকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল । মির্জাবাব গৌরবস্থল বীরগণের প্রায় সকলেই গবীযসী জন্মভূমির রক্ষার জন্ত অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল । প্রতাপের মস্তোকপবি মির্জাবাবের রাজছত্র শোভা পাইতেছিল । সেই ছত্র লক্ষ্য করিয়া, মোগলসৈন্য চারিদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে লাগিল । ঐ ছত্র হইতে প্রতাপেব জীবন তিন বার সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তথাপি প্রতাপ উক্ত বাজলক্ষণ পরিত্যাগ করেন নাই । কিন্তু এবাব প্রতাপেব উদ্ধাবসাধন অসাধ্য বোধ হইল । ঝালাকুল শ্রেষ্ঠ মান্না ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সদলে প্রতাপেব নিকটে উপস্থিত হইয়া, সেই রাজছত্র আপনাব মস্তকোপবি ধাবণ করিলেন । ঐ ছত্র দেখিয়া মোগলসৈন্য মান্নাকেই প্রতাপসিংহ মনে করিয়া তৎপ্রতি সবেগে ধাবিত হইল । এবাব মোগলেব ব্যূহভেদ হইল । প্রতাপসিংহ রক্ষা পাইলেন । কিন্তু বীরব মান্না আব ফিবিলেন না । তিনি প্রভুর জন্ত অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সদলে রণভূমিব ক্রোড়শায়ী হইলেন । মোগল সৈন্য রাজপুতের নিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল । কিন্তু রাজপুতের জয়লাভ হইল না । মোগলসৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছিল । তাহা

হটিল না। চৌকহাজার রাজপুতের শোণিতে হল্দিঘাটের ক্ষেত্র বঞ্জিত হইল*। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হল্দিঘাটের সময়েব অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দশ সহস্র রাজপুত হল্দিঘাটরক্ষার্থে অগ্নানবদনে, অসঙ্খচিতচিত্তে আপনাদের জীবন উৎসর্গ কবে। হল্দিঘাট পবন পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় উহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে; ঐতিহাসিকের অপক্ষপাতবর্ণনায় উহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্রসমাজের পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতব হইয়া অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবেশিত থাকিবেন। প্রতাপসিংহ অমুচববিহীন হইয়া, চৈতক নামক নীলবর্ণ, তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্বক রণস্থল ত্যাগ কবেন। এই অশ্ব ও তেজস্বিতায় প্রতাপেব জায বাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুইজন মোগল সর্দাব প্রতাপেব পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তখন চৈতক লক্ষ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য সবিং পাব হইয়া, স্বীয় প্রভুকে বক্ষা করে; কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাদ্ধাগে অশ্বেব পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিবিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপেব শত্রু, তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে বিসর্জন দিয়া, মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ ক্ষত্রকুলকলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও বোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হল্দিঘাটে জ্যোত্বেব অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়গণেব স্বদেশহিতৈষিতার পবিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ে আত্মমানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনযনে জ্যোত্বেব পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। বহুদিনেব



“চৈতক”-পৃষ্ঠে প্রতাপ সিংহ

শক্রতা অস্তিত্ব ইহল । প্রতাপ প্রগাঢ়স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন । এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিনুগু গৌরবের উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । এদিকে পথে চৈতকেব প্রাণবিয়েগ হয় । প্রিয়তম বাহনের স্বরণার্থ প্রতাপ ঐ স্থলে একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন । ঐ স্থান ‘চৈতককা চবুতর’ নামে প্রসিদ্ধ হয় ।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিবস্ববণীয় হলুদিঘাট মিবারের গোবব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিতশ্রোতে প্রক্ষালিত হয় । এদিকে মোগলসৈন্য বিজয়ী হইয়া, বণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল । কমলমীৰ * ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল । প্রতাপ সন্তান-বর্গের সহিত এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে, এক অবণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহবর হইতে অন্য গহবরে যাইয়া, অগ্নুসরণকাবী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । বৎসবের পব বৎসব আসিতে লাগিল ; প্রতাপের কষ্টের অবধি বহিল না । প্রতি নূতন বৎসব নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল । কিন্তু প্রতাপ অটল বহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না । ক্রমে মিবারের আকাশ অধিকতর অন্ধকারময় হইতে লাগিল । ক্রমে পবাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আবিপত্য স্থাপন করিল, তথাপি প্রতাপ অটল বহিলেন, বাধ্যবাওব শোণিত কলঙ্কিত করিলেন না । এই সময়ে প্রতাপসিংহ এমন চুববস্তাব পড়িয়া-ছিলেন, যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ অতিকষ্টে তাঁহাব পরিবাববর্গকে কোন নিবাপদ্ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিয়া, তাঁহাদেব প্রাণ বক্ষা করে ।

প্রতাপের এইরূপ অসাধাবণ স্বার্থত্যাগ ও অকৃতপূর্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল । দিল্লীর প্রধান রাজকর্মচারী ঈদুশী দেশ-হিতৈষিতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধনপূর্বক এইভাবে একটি

* কমলমীর মিবারের একটি প্রসিদ্ধ গির্গাহ, উহার প্রকৃত নাম কুতবেহা । মিবারের রাণা কুতের আদেশে এই গুহ নির্মিত হয় ।

কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন,—“পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে । ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে ; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না । প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মন্তক অবনত কবেন নাই । হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন ।” প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী বিপক্ষেরও প্রশংসাজনক হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন । প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানদিগের কষ্ট এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল । একদিন তিনি পাঁচ বাব খাচ্চ সামগ্রীর আয়োজন কবেন, কিন্তু সুবিধাব অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্শ্বত্যাগে প্রদেশে পলায়নপন হইলেন । একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজদ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন । ঐ খাণ্ডেব একাংশ সকলে সেই সময়ে ভোজনকরিয়া অপবাংশ ভবিষ্যতের জন্ত রাখিয়া দেন । কিন্তু হঠাৎ একটি বজ্র বিড়াল সেই অবশিষ্ট রুটী লইয়া পলায়ন করে । অবশিষ্ট খাচ্চ অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি হুহিতা কাতবভাবে কাঁদিয়া উঠে । প্রতাপ অদূরে অন্ধশয়ন থাকিয়া আপনাব শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন ; হুহিতাব বোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইয়াছে । বালিকা কাতর হইয়া কাঁদিতেছে । প্রতাপ অম্লানবদনে হৃদয়ঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিতশ্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লানবদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে রাজপুতবংশের গৌরব-রক্ষার জন্ত রণস্থলবর্তিনী করাল কৃতান্তমুর্তির বিভীষিকার দৃকপাত না করিয়া কহিয়াছিলেন,—“এইভাবে দেহ-বিসর্জনের জগত্ হই রাজপুতগণ জয়গ্রহণ করিয়াছে ।” কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থির-চিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না । স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতরস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল ; যেন শত শত কাল-ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল ; প্রতাপ আর যাতনা সহিতে

পারিলেন না ; আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য অকবরের নিকটে আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন ।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে অকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে উৎসবেব অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিলেন । প্রতাপ অকবরের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র পৃথ্বীবাজ দেখিতে পাইলেন । পৃথ্বীবাজ বিকানীবাব অধিপতিব কনিষ্ঠ ভ্রাতা । স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষিতা ঠাঁহাব হৃদয় পূর্ণ ছিল । তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন । প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীস্থবেব নিকটে অবনত হইবেন, ইহা ভাবিয়া ঠাঁহাব হৃদয় নিতান্ত শূন্য হইল । পৃথ্বীবাজ আব কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে বয়েকটি কবিতা বচনাপূর্বক প্রতাপেব নিকটে পাঠাইলেন ;—

“হিন্দুদিগেব আশাভবসা হিন্দুজাতিব উপবেই নির্ভব কবিতেছে । বাণা এখন তাহা পবিত্যাগ কবিতেছেন । আমাদেব সর্দাবগণের সে বীবত্ব নাই, নাবীগণেব সে সতীত্ব-গোবব নাই । প্রতাপ না থাকিলে, অকবব সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন কবিতেন । আমাদেব জাতির বাজাবে অকবব একজন ব্যবসায়ী ; তিনি সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়-তনযকে কিনিতে পাবেন নাট । সকলকেই হত্যাশাস হইয়া নওবোজেব বাজাবে * আপনাদেব অপমান দেগিয়াছেন, কেবল হামীরেব বংশধবকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই । জগৎ জিজ্ঞাসা কবিতেছে, প্রতাপেব অবলম্বন কোথায় ? পুরুষত্ব ও তববাবিই ঠাঁহাব অবলম্বন । তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়েব গোবব বক্ষা কবিতেছেন । বাজাবেব ব্যবসায়ী কিন্তু চিবদিন জীবিত থাকিবে না, একদিন অবগ্রহ ইহলোক হইতে অপমৃত হইবে । তখন আমাদেব জাতির সকলেই

* ইহার আর এক নাম “খোবরোজ” বা আনন্দদিন । আধ্যাত্মিক পঞ্চম খণ্ডে “বীরসিংহের বীরত্ববিহা” প্রবন্ধে এই বাজারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

পৱিত্ৰ্য্যক্ত ভূমিতে ৰাজপুতবীজের বপন জন্ম প্ৰতাপের নিকটে উপস্থিত হইবে । যাহাতে এই বীজ ৰক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্ৰতা পুনরায় সমুজ্জ্বল হইতে পাবে, তাহার জন্ম সকলেই প্ৰতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ।”

পৃথ্বীৰাজের এই উৎসাহ-বাক্য শতসহস্ৰ ৰাজপুতের তুল্য বলকারক হইল । ইহা প্ৰতাপের মুজ্জমান দেহে জীবনীশক্তি দিল, এবং তাঁহাকে পুনৰ্দ্ধার স্বদেশের গৌৰবকর মহৎ কাৰ্য্যসাধনে উত্তেজিত করিল । প্ৰতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি-স্বীকারের সঙ্কল্প পৱিত্ৰ্যাগ করিলেন । কিন্তু এই সময়ে বৰ্ষার একরূপ প্ৰাদুৰ্ভাব হইয়াছিল যে, প্ৰতাপ কিছুতেই পৰ্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না ; মিবার পৱিত্ৰ্যাগপূৰ্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিদ্ধ নদেব তটে বাইতে ইচ্ছা কবিলেন । এই সঙ্কল্পসিদ্ধিৰ মানসে তিনি পৱিত্ৰ্য্যগবৰ্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত ৰাজপুতের সহিত আৱাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্ৰান্তে উপনীত হইলেন । এই সময়ে প্ৰতাপের মন্ত্রী স্বকীয় পূৰ্ব্বপুৰুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া প্ৰতাপেব নিকটে উপস্থিত হইলেন । ঐ অর্থ এত ছিল যে, উহা দ্বারা বার বৎসর কাল, পঁচিশ হাজাৰ ব্যক্তির ভরণপোষণ নিৰ্ব্বাহিত হইতে পাৰিত । কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্ৰতাপ পুনৰ্দ্ধার সাহস-সহকারে অভীষ্ট মন্ত্ৰ সাধনে উদ্বৃত্ত হইলেন । অবিলম্বে অমুচবৰ্গ একত্ৰ হইল । প্ৰতাপ ইহাদিগকে লইয়া, আৱাবলী অতিক্ৰম করিলেন । মোগল সেনাপতি শাহৰাজ খাঁ সসৈন্তে দেবীৰ-নামক স্থানে অবস্থিতি কৰিতেছিলেন ; প্ৰতাপ প্ৰবলবেগে আসিয়া মোগলসৈন্ত আক্ৰমণ করিলেন । দেবীৰের যুদ্ধে প্ৰতাপের জয়লাভ হইল । শাহৰাজ খাঁ হত হইলেন । ক্ৰমে কমলমীব ও উদয়পুৰ ইঙ্গগত হইল । ক্ৰমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্ৰদেশ প্ৰতাপের পদানত হইয়া উঠিল । এই বিজয়বাস্তা অকবর শুনিলেন । পৰাক্ৰান্ত মোগল দশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও

বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারের যে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহ ঐক দেবীরের যুদ্ধে তাহা আপনায় করায়ত্ত করিলেন । ইহার পর মোগলসৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না । প্রতাপের বিজয়লক্ষ্মী অটল থাকিল । কিন্তু এইরূপে বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই । পর্বতশিখরে উঠিলেই তাঁহাব দৃষ্টি চিতোবের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত ; অমনি তিনি যাতনায় অধীব হইয়া পড়িতেন । যে চিতোবে বাপ্পাবাও অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; যে চিতোরে রাজপুতকুলগোরব সমরসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ দৃষতী নদীৰ তীরে পৃথ্বীবাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন ; যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নান-বদনে—অক্ষুৰুহদয়ে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোব ঞ্চান, আজ সেই চিতোরেব প্রাচীর অন্ধকার-সমাজ্জ্বল ভীষণ শৈলশ্রেণীব ন্যায় রহিয়াছে । প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন ; প্রায়ই তবঙ্গের পব তবঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত ।

এইরূপ অন্তর্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন । হুবন্ত বোগ আসিয়া শীঘ্র তাঁহাব দেহ অধিকাব করিল । প্রতাপ ও তাঁহার সর্দারগণ দুর্গতির সময়ে আপনাদিগকে ঝড়-ঝুট্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য পেশোলা হ্রদেব তীবে যে কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয় । প্রতাপ স্বীয় তনয় অমরসিংহের প্রতি আত্মশূন্য ছিলেন । তিনি জানিতেন, কুমাৰ অমরসিংহ নিরতিশয় সোখীন যুবক ; রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না । পুত্রের বিলাসপ্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না । এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্নমৃত্যু প্রতাপের

মুখ হইতে বিকৃত স্বব বাহির হইতে লাগিল । একজন সর্দার ইহা দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না । প্রতাপ উত্তর করিলেন,—
 “যাহাতে স্বদেশ তুরুকেব হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতিকষ্টে বিলম্ব করিতেছে ।”
 পৰিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“হয় ত এই কুটীরেব পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নিশ্চিত হইবে, আমবা মিবারেব যে স্বাধীনতা রক্ষাব জন্য এত কষ্ট স্বীকাব কবিযাছি, হয় ত, তাহা এই কুটীরেব সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে ।” সর্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ কবিয়া কহিলেন,—“যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নিশ্চিত হইবে না ।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন ; নিরীক্ষণোন্মুগ প্রদীপেব ন্যায তাঁহাব মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল । মিবার আপনাব স্বাধীনতা রক্ষা কবিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন ।

এইরূপে স্বদেশবৎসল প্রতাপসিংহেব পবলোকপ্রাপ্তি হইল । যদি মিবারেব থিউকিদিদিস্ অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে “পেলপনিসেসেব সমব” * অথবা “দশ সহস্রেব প্রত্যাবর্তন” † । কখনও

* গ্রীসের দুইটি নগর—স্পার্টা ও এথিনা । এথিনা পারস্তের সতিত যুদ্ধে সবিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দী স্পার্টা অন্তরাপরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আরোজন করে । ইহাতে স্পার্টার সতিত এথিনার তিনটি সংগ্রাম হয় । ইহাই “পেলপনিসেসের যুদ্ধ” বলিয়া বিখ্যাত । এসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস্ এই মহা সর্ম্মের সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

† পারস্তের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস্ লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ডক্সেস্ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন । কিন্তু অর্ডক্সেস্‌র ভ্রাতা কাইরুস্ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীকসৈন্তের সাহায্যে সর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন । গ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরুস্ সমরে নিহত হইলে, গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্তের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন । ইহাই “দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন” বলিয়া ইতিহাসে এসিদ্ধ । গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ণিক বিবরণ লিখিয়াছেন ।

এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুবভাবে পরিকীর্তিত হইত না । অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা ও অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়-সহকাৰে প্রতাপ দীৰ্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়সম্পন্ন সঙ্গাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভাবে বিবাজ কবিতোছেন । যত দিন রাজপুতের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতা থাকিবে, তত দিন প্রতাপসিংহেব এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না ।

প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা বক্ষাব জন্ম, প্রবল বিপক্ষের তন্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন কবিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিবকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে । শতাব্দের পব শতাব্দ অতীত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত রাজস্থানের লোকেব স্মৃতিতে ঐ বৃত্তান্ত জাজল্যমান বহিয়াছে । পূর্ব্বপুরুষের ঐ গৌববকাহিনী বলিবার সময়ে রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজস্বিতাব আবির্ভাব হয়, ধমনীমধ্যে বক্তের গতি প্রবল হয় এবং নয়নজলে গাণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে । ফলতঃ প্রতাপসিংহের কার্য্যপবম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌবব ও অদ্বিতীয় মহত্বের বিষয় । কোন ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া এবং সর্ব্বপ্রকাৰ সৌভাগ্যসম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ত্রায় হৃদশাপন্ন হযেন নাই ; কোন ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপিত হইয়া স্বাধীনতা-বক্ষার্থ বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ত্রায় কষ্ট ভোগ করেন নাই । আরাবলী পর্ব্বতমালাব সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপসিংহের গোরবে উদ্ভাসিত বহিয়াছে । চিরকাল ঐ গৌববন্ত উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ কবিবে । ভারতমহাসাগরের সমগ্র বাবিতেও উহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অত্পর্শী শৃঙ্গপাতেও উহা বিচূর্ণিত হইবে না ।

আত্মত্যাগ ।

উপস্থিত গ্রন্থে নিবারণের বীরপুরুষ ও বীররমণীর তেজস্বিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল । যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহুশতাব্দীর অত্যাচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত এবং আপনাদের জাতীয় গৌরবে প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি । যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হতসর্ব্বশ্ব ও হতবীর হইয়াছে ; অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনাদের সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে ; কিন্তু মিবার কখনও চিবকাল অবনত থাকে নাই । মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতবাহী বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাণ্য সহিয়া বিজেতাব পদানত হয় নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে বিসর্জন দেয় নাই । রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে, ব্রিটনেবা বিজেতার সহিত একেবারে মিশিয়া যায় । তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের সন্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্যাদা, তাহাদের পুৰোহিত- (ড্রাইড) গণের প্রাধান্য, সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয় । মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পবিগ্রহ করে নাই ; তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্থলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই । তাহাদের অনেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে ; অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে ; মিবার আপনার ধর্ম্মে বিসর্জন দেয় নাই । এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি:

আপনার বিয়ুক্তির জন্য আত্মসম্মান বিনষ্ট করে নাই । মিবারের বীৰপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা-রক্ষায় ওদাসীন্য দেখান নাই ; মিবারের বীররমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজ়েতার পদানত হয়েন নাই ; মিবারের বীরবালক জন্মভূমির জন্য রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই ; মিবারের বীরধাত্রী স্নেহের অধিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছে, প্রভুর বংশরক্ষায় পরাভূত হয় নাই ; মিবারের অধির্পতি আপনার হৃদয়বজ্রন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উত্তত হয়েন নাই ; মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মঙ্গলের জন্য অম্লানবদনে স্বীয় হস্তে আত্মজীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের রক্ষায় কাতর হয়েন নাই । ব্রিটিশভূমি যাহা দেখাইতে পাবে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে ।

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ণ আত্মত্যাগের কথা অনির্বচনীয় মহত্ত্ব পূর্ণ । যদি জগতে কোনরূপ নিঃস্বার্থভাব থাকে, তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্তি ; যদি কোনরূপ উদার মহান্ ভাবের আশ্রয়-স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুরোহিতের হৃদয় । মিবার যথার্থ এ আত্মত্যাগ-গরিমার লীলাভূমি । আর ক্লেদ ভুখণ্ড এ অংশে মিবারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই । নিজের জীবন দিয়া পবের জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কার্য্য । মিবারের পুরোহিত এ অলৌকিক কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন । এ নম্বর জগতে, এ জীবলোকে বক্ষণপ্রভাবৎ কণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই “দানবীরের” তুলনা হয় না ।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা টুইট স্কটিশ যুবক মৃগয়ার আশ্রমে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন । যুবকদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য



আত্মত্যাগ

মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃদ্বুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য
অস্বাভাবিকভাবে আত্মত্যাগের বিন্দু দিলেন। প্রাণ ও শক্তি ইহা দেখিয়া
স্বস্তিত্ব হইলেন।

নাই । উভয়ের দেহই বীরত্বব্যঞ্জক । উভয়েই স্নগঠিত, স্ত্রী ও যৌবন-
স্বলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ । এই তেজস্বিতার প্রধর দীপ্তির সহিত অপূৰ্ণ-
মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ আলোক উভয়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল । যুবক-
দ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল । দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদান-
প্রদানে স্নখানুভব করিয়াছিলেন । কিন্তু মিবারের যুগযাত্রামিতে হঠাৎ
এই সদ্ভাবের ব্যক্তিগত হইল । হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ
কবিল । যুবকদ্বয় কোন কারণে সহসা উভয়ে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া
উঠিলেন । এই দুইটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহারাণা উদয়সিংহের পুত্র ।
একটির নাম প্রতাপসিংহ, অপরটির নাম শক্তসিংহ । একটি অতুল্য
বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়
হইয়া রহিয়াছেন ; অপরটি স্বদেশী, স্বজাতিব শোণিতে আপনাব বিদ্বেষ-
বুদ্ধির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন । একটি জাতীয় গৌরবের অধিতীয় অবলম্বন ;
অপরটি জাতীয় কলঙ্কেব আশ্রয়ভূমি । আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলেব,
নধ্যে বিরোধ ঘটিল । আজ ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইতে উদ্ভূত হইল ।
যে বীরত্ব ও তেজস্বিতা একত্র থাকিলে মিবারেব গোববস্বৰ্ঘ্য উজ্জলতব
হইতে পারিত, হায় ! আজ তাহা পরস্পব নিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাব বলক্ষয়
করিল ।

প্রতাপসিংহ মহারাণা উদয়সিংহেব জ্যেষ্ঠ পুত্র ; সূতরাং মিবারেব
গদি কঁাহারই হস্তগত হইয়াছিল । উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শক্তসিংহ,
ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন । তেজস্বিতা ও কঠোবতায়
শত্রু কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না । একদা একখানি তরবারি প্রস্তুত
হইয়া আসিলে, উহাতে ধাব আছে কি না, জানিবার জন্ত কতকগুলি
মোটা সূত একত্র করিয়া তরবারিব আঘাতে উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব
হয় । শত্রু নিকটে দ্বিখিলেন, তিনি গভীরভাবে কহিলেন,—“যে তরবারি
অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, সূতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা করা

উচিত নহে ।” শব্দ ইহা কহিয়াই পূৰ্ণের আয় গম্ভীরভাবে তরুণায় লইয়া নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন । আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । এই সময়ে শব্দের বয়স পাঁচ বৎসর । পঞ্চমবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শব্দের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই । প্রতাপসিংহও কনিষ্ঠের উপর জাতক্ৰোধ ছিলেন । কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না : কিছুতেই পূৰ্ব্বতন সন্তাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে একতান্ত্রে সম্বন্ধ করিতে পারিল না । ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে উভয়ের শোণিত-পাতে গচেষ্ঠ হইলেন । একদা প্রতাপসিংহ চক্রাকার অঙ্গ-ক্রীড়া-ভূমিতে অঞ্চালনা করিতে ছিলেন । তাঁহাব হস্তে শাণিত বড়শা দীপ্তি পাইতেছিল । তিনি এই ক্রীড়াভূমিতে আপনাব অঙ্গচালনাব কৌশলেব পরিচয় দিতেছিলেন । এমন সময়ে শব্দ তাঁহাব নিকটবর্তী হইলেন । প্রতাপ গম্ভীবস্ববে কনিষ্ঠকে কহিলেন,—“আজ এই ক্রীড়াভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে । আজ দেখিব, শাণিত বড়শাচালনায় কাহাব অধিকতর ক্ষমতা আছে ।” শব্দ হঠিলেন না, দ্বন্দ্বযুদ্ধেব আয়োজন হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে গম্ভীবস্ববে বলিলেন,—“তুমি কি আবস্ত করিবে ?” অবিলম্বে উভয়ে বড়শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন ; মিবারের আশাবরসাস্থল তেজস্বী বীরযুগলেব জীবন আজ সংশয়দোলায় আবোহণ কবিল । ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতাব মধ্যে একটি কমণীয় মূৰ্ত্তির আবির্ভাব হইল । সমাগত পুরুষ তেজস্বিতা ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়স্থল ! উভয়েই তাঁহাব দেহলক্ষীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন । সাহসী আগন্তুক ধীরভাবে বিরাট পুরুষের আয় যুদ্ধোত্তত হুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন । এই নাধূর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঞ্চল-বিধাত্রী দেবতার স্বরূপ কুল-

পুরোহিত । তিনি আজ হই ভাইর যুদ্ধ নিবারণে উদ্ভূত, আজ হই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া হইয়ের জীবনরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প । পুরোহিত ধীরভাবে গম্ভীরস্বরে হই ভাইকে কহিলেন,—“এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে । ভাই ভাই যুদ্ধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে । যুদ্ধে ক্ষান্ত হও । তোমাদের শাগিত বড়শা শত্রুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক ; তোমাদের তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিতে-তরঙ্গিণীতে সম্ভবণ করুক । বংশের মর্যাদা নষ্ট কবিও না । মহাপুরুষ বাপ্পারাওব পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্ভূত হইও না । দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন ভ্রাতাব অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয় ।” কিন্তু পুরোহিতের একথায় কোর্ন ফল হইল না । বীরযুগল পরস্পরবেব জীবনসংহারে সম্মুখিত হইলেন । শাগিত বড়শা পূর্বের স্থায় উভয়েব হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল । পবিত্রকুলের হিতার্থী পবিত্রস্বভাব পুরোহিত ইহা দেখিলেন । মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহাব জ্রয়ুগল আকুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তিময় হইল, মুহূর্ত্তমাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন । আর কোন কথা, তাঁহাব মুখ হইতে বাহির হইল না । নিমেষমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তববারি বাহির কবিয়া, আপনাব বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । শোণিতশ্রোত প্রবাহিত হইল । মিবারেব মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষাব জন্ত অগ্নানভাবে আত্মজীবন বিসর্জন দিলেন ।

প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন । তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল । পুরোহিতের শব তাঁহাদের মধ্যস্থলে পড়িয়া বহিয়াছিল । তাঁহাব পবিত্র শোণিত তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল । প্রতাপসিংহ মর্শ্মপীড়ায় কাতর হইলেন । আব তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না । প্রতাপ হস্তোত্তোলন কবিয়া, তীব্রস্বরে কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন ! শক্ত জ্যেষ্ঠেব আদেশের নিকটে মন্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগল সম্রাট অকববেব সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন ।

এই বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইয়াছিল । মিবারের সেই ধর্ম্মপলীতে—হলদিঘাটের গিরিসঙ্কটে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপুঞ্জ-ময মহাতীর্থে, শকু, জ্যোষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাভীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; যুদ্ধেব অবসানে কনিষ্ঠ জ্যোষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়াছিলেন ; দুই জন আবার প্রীতি-ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ।

বীরবালা ।

চতুর্দশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দী কালের পরিবর্তন-শীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসাবে পদার্পণ করিয়াছে । পরাধীন, পরপীড়িত ভাবতবর্ষ চরম তিমিবলঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানের আকাবে পরিণত হইয়াছে । দিল্লীর ভূপতি মহম্মদ তগলক জীবন্মৃতেব ন্যায্য ঐ মহাশ্মশানের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন । তাঁহাব ক্ষমতা, তাঁহার প্রভাব, সমস্তই অস্তধ্বং করিয়াছে । তাঁহাব রাজধানী মহানগরী দিল্লী নির্ভুর আক্রমণ-কানীব অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচাবে প্রীভষ্ট হইয়া, শোকেব, দুঃখেব ও দারিদ্র্যের হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিকাশ কবিয়া দিতেছে । ভাবতেব এই দুর্দশাব সময়ে বীবভূমি রাজস্থান আপনাব চিরন্তন বীরদেব গোরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল । রাজস্থানের বীরবালা আপনাব অসাধারণ চরিত্রগুণ ও অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন । বীবভূমির এই তেজস্বিনী বীরবালাব নাম কস্মদেবী ।

রাজস্থানে যশলমীরনামে একটি জনপদ আছে । ঐ জনপদ মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত । উহার চারি দিকে বিশাল বালুকাগর নিরন্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতির উৎপাদন করিতেছে । প্রকৃতির ঐ ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর, শ্রামল তরুলতার পল্লিশোভিত

বহিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পূর্ণনামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য কবিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভটিজাতির মধ্যে সাধু সর্বপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার বীরত্বের নিকটে সকলেই মস্তক অবনত কবিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পর্যন্ত আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কেহই পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে আত্ম-প্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না। পূর্ণকুমাৰ এইরূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন।

একদা সাধু জনপদ-বিজয়প্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন কবিতেছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অবিভক্তগবে উপনীত হইলেন। অবিভক্তগব মহিলবংশীয় মানিক-বাওব রাজধানী। মানিকবাও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য কবিতেন। তিনি আদর্শের সহিত পূর্ণকুমাৰকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিলবাজের অতিথি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বীরত্ব-মহিমা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সৌন্দর্য্যালীলাময়ী উদ্ভানলতা স্নদ্যুত আবণ্য তরুববকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা কবিল। মহিলবাজ মানিকবাওব হুহিতা কৰ্ম্মদেবী সাধুব গুণপক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাঠোবংশীয় মন্দোববাজকুমাৰ অবণ্যকমলের সহিত মহিলরাজকুমারী কৰ্ম্মদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কৰ্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পূর্ণরাজকুমাৰেব অতুল্য বীরত্ব ও সাহসের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; এখন তিনি সেই বীরবরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনির্কচনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালী বীরত্বকীর্ত্তিব অবমাননা করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূমিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়ন্থরে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না । অরণ্যকমলের ভক্ষে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না । তিনি আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল । যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিস্ত নগরে কন্টারত্নকে সাধুব হস্তে সমর্পণ করিলেন । উত্তানশোভিনী নবীনলতা আরণ্য তরুণকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার দেহলক্ষ্মীর গোবব বুদ্ধি করিল ।

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল । তাঁহাব হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল । যে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে স্নেহের শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল । অরণ্যকমল প্রতি-
 হিংসাব কঠোর দংশনে অধীব হইলেন । আশাব সম্মোহন দৃশ্যের স্থলে মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসময় রাজ্যে পবিতর্কে অরণ্যকমল হিংসার তীব্র হলাহলপূর্ণ বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন । তিনি বৈরনির্যাতনে ক্রতসঙ্কল্প হইলেন ; প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না । যত দিন ক্ষত্রিয়শোণিতেব শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা কবিলেন, ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জিত করিতে বিমুগ্ধ থাকিবেন না । বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি, অপূর্ণ-
 বিকশিত কামিনীকুমুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অবণ্যকমলের হতাশ হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কার্য সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল । সাধুর ভবিষ্য স্নেহের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল ।

, অরিস্তরাজ' জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ বহুমূল্য মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় দিলেন । তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিলসৈন্য দিভে

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র ভট্টসেনা^১ এবং আপনাব অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে স্বকীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অরিস্তরাজের সর্বশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিল-সৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কৰ্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অরিস্তনগর হইতে বাত্ৰা কবিল। সকলে একই উৎসব ও একই আত্মদানের শ্রোতে ভাসিয়া পুণলনগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মরুভূমির ধূলিরাশি উড়াইয়া একদল সৈন্য প্রবলবেগে তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈনিকদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম কবিল; দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর বিশ্রাম ভূমি বসন্তবর্তী হইল। সাহসী সাধু চাহিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহাব নিকটে আসিতেছে। অরণ্যকমল আক্রোশ সহকাবে তরবারির আফালন করিতে করিতে এই সৈনিকদল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবারাত্র সাধু ধীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনাব সৈনিকদিগকে আত্মবিসর্জন অথবা বিজয়লক্ষীর অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহাব বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিতে স্বকীয় বিষেবুদ্ধির ভূমিসাধনে রুতসঙ্কল হইয়াছেন; ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমानी, বীরযুবক বীরধর্ম্মেব সম্মান রক্ষায় উজ্জত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোরসৈন্য মহাবিক্রমে ভট্টসেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল; তাহারা অল্পসংখ্যক ভট্টসেনাকে একবারে

আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহার সর্বদা যুগ্ম প্রদর্শন করিত। প্রথমে প্রতিদ্বন্দীতে প্রতিদ্বন্দীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইল ; প্রতিদ্বন্দী প্রতিদ্বন্দীকে মুহূর্হঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পবিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খৃঃ অব্দে রাজস্থানের মরু-প্রান্তবর্তী চন্দননামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুতবালার জ্ঞাত এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অস্বারূঢ় হইয়া সমরভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুই বার অস্ত্র চালনা করিতে করিতে পরাক্রান্ত রার্থোব সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; দুই বার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য রার্থোব বীৰশয্যায় শয়ন করিল। অসময়ে অতর্কিত ভাবে এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কৰ্ম্মদেবী ভীত হইলেন নাই, আশঙ্কায় আত্মবিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার স্মৃতিস্মরণে অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক স্বামী বহুসংখ্য শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন ; প্রিয়তমের জীবন ভীষণ মরু-প্রান্তবে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে ; তাহাতে কৰ্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমবচাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ঋণবাদের দিতে লাগিলেন। সাধুব পবাক্রমে ছয় শত রার্থোর সমরভূমির ক্রোড়শাশী হইল। সাধুর সৈন্তেবও প্রায় অর্দ্ধাংশ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কৰ্ম্মদেবী পূর্বের ত্রায় অটল ভাবে রহিলেন, পূর্বের ত্রায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, “আমি তোমার রণপারদর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশাশী হও, আমিও তোমার অনুগামিনী হইব।” সাধু বালিকাব অপরিণত কুসুমসুকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্নেহমাশা দৃষ্টিতে বালিকার সেই তেজস্বিতার সম্মান করিয়া অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন ; এখন প্রতিদ্বন্দীর শোণিতে

আপনার অসম্মানেব চিহ্ন প্রকাশন করিতে সাধুর সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। এ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ নাই; চাতুরির পঙ্কিল ভাব নাই; অধর্ম্মেব ছায়াপাত নাই; তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বয় আত্মপ্রাধান্ত, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্ত মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে বিনয়েব সহিত সম্ভাষণ কবিয়া অসি উত্তোলন কবিলেন। অস্ত্রেব সংঘর্ষণে অগ্নিশূলিক উঠিল। সাধু অরণ্যকমলেব স্বন্ধে তববাবির আঘাত করিলেন, অবণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য কবিয়া, বিহ্বাধেগে অসি চালনা করিলেন। কৰ্ম্মদেবী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্ববেব মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে। যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া যুদ্ধস্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অবণ্যকমলেব চেতনালাভ হইল। কিন্তু সাধু আব এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পৃগলকুমার তেজস্বিতাব সম্মান রক্ষাব জন্ত অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কৰ্ম্মদেবীব সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হইল। যে কল্পনাব তরঙ্গে হুলিতে হুলিতে তেজস্বিনী বালা মাতাপিতার নিকটে বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে পৃগলে আসিতেছিল, তাহা চিবদিনেব জন্ত অন্তর্ধান কবিল। বালিকাব প্রাণেব অধিক ধন আজ ভীষণ মরু-প্রান্তবে অপহৃত হইল। কিন্তু কৰ্ম্মদেবী ইহাতে কাতব হইলেন না। তিনি ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহাঘাৰা নিজ হাতে নিজেব এক বাহু কুটিয়া কহিলেন, “এই বাহু প্রিয়তমেব পিতাকে দিয়া যেন বলা হয় যে, তাঁহার পুত্রবধু এইরূপই ছিল।” তিনি আর এক বাহুও এইভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কৰ্ম্মদেবী ঐ ছিন্ন বাহু তাঁহার বিবাহের মণিযুক্তাব সহিত মহিলকবিকে উপহাৰ দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা সক্ষী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া প্রশান্তভাবে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।



বীরবালা ।

কর্ণদেবী বীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং বীরভাবে উল্লসারী নিজ হাতে
 নিজের একবাহ কাটিয়া কহিলেন, “এই বাহ প্রিয়ভবের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয়
 যে, তাঁহার পুত্রবধু এইরূপই ছিল ।”

কর্ষদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পূগলে পঁছছিল। বৃদ্ধ পূগলরাজ উহা দক্ষ কল্পিতে অমুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইল। ঐ পুষ্করিণী “কর্ষদেবীর সরোবর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। অরণ্যকমলের ক্ষতস্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনিও সাধুর অনুগমন করিলেন।





শিখ ।

শিখদিগের পূর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য

ধর্মসম্প্রদায় ।

শিখদিগের বিবরণ সঙ্গদয় ইতিহাস-পাঠকের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় । যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দৌর্দণ্ড প্রতাপ ; যখন ভারতবর্ষ পরাধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তাব আবদ্ধ , তখন কে মনে কবিয়াছিল, সেই পরাধীনতাব সময়ে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিষয়নিষ্পৃহ তপস্বীব্রাত্য ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া, পবিশেষে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে ? যে সলিলবেথা একটি স্থল বজতমালাব্রাত্য পৃথিবীর দেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল, কে মনে করিয়াছিল, কালে তাহা আবর্তময়ী মহাতরঙ্গিনীতে পরিণত হইয়া, মানবের শক্তিকে উপহাস করিতে কবিত্তে বেগে ধাবমান হইবে, এবং আপনার ক্ষমতায় উন্নত হইয়া তরঙ্গ বাহুর আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ? কালের পরাক্রমে শিখসম্প্রদায়ে ঐরূপ অসাধারণ পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল । লোকে প্রথমে যে সম্প্রদায়কে বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে একবার চাহিয়াও দেখে নাই,

কালে সে সম্প্রদায় সমরভূমিতে তেজস্বী ব্রিটিশ সৈন্যকেও বিধ্বস্ত করিয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পূর্বে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান ধর্মসম্প্রদায় ছিল, এ স্থলে তৎসমুদয়ের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেব গায়্য ভাবতের ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পবিপূর্ণ। বোমক সাম্রাজ্যের পতন অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তবে স্তবে সজ্জিত রহিয়াছে, ভাবতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধবাজ্রের আবির্ভাব ও তিব্বাতের এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনাসমূহ বাণীকৃত হইয়া বহিয়াছে। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসব পবে মুসলমানেরা উদ্বেল-সাগরের গায়্য ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহুকাল পূর্বে পাবলীক-গণ একবার ভাবতবর্ষ আক্রমণ কবিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই, বাহুলীকেব গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভাবতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই; আববগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিদ্ধদেশে-কলঙ্ক লেপন কবিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমের মৃত্যুর পব চিবকাল অপ্রক্ষালিত থাকে নাই। কিন্তু খ্রীঃ ১০০০ অব্দে ঘেরুপ দোবাত্ত্য সজ্জাটিত হয়, তাহাতে ভাবতবর্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে। সুলতান মহমদ ষাদশ বাব ভাবতবর্ষে আসিয়া বিভিন্ন জনপদ উৎসন্ন করেন। ভাবতের ধনসম্পত্তি দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুপ্তনেই ব্যাপৃত ছিল; ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন করে নাই। কিন্তু মহম্মদ গৌবী মধ্য এসিয়ার পার্কত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহম্মদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যগণ আপনাদের স্বাধীনতাবন্ধার জ্ঞাত অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন; যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা

মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে, তাঁহাদের পরাজয় হইল ; পুণ্যসলিলা দৃষ্যতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিয়া গেল ।

এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্যের আবন্ত হইল, এই সময় হইতে ভাবতের এক রাজ্যের পর আব এক রাজ্য মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকায চিহ্নিত হইতে লাগিল । ক্রমে নূতন নূতন বংশের লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন । ঐ নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভাবতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল । ভাবতে মুসলমানদিগের আধিপত্যের পূর্বে রামানুজ শক্তিব উপাসনাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব মত প্রচাৰ করিয়া-ছিলেন ; পবে উত্তর ভাবতবর্ষে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ বামসীতা ও যোগেব মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে যত্নবান্ হইলেন, এবং মধ্যভাবতবর্ষে কবীর, বেদ ও কোরাণ, উভয়েবই বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, ঐশ্বরিক তত্ত্বঘোষণা করিতে লাগিলেন । এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না । কিছু কাল পবে নবদ্বীপের একজন দবিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক স্বর্গীয় প্রেমেব অমৃতপ্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন । এই প্রেমপ্লাবনে সগগ্ৰ ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল । এই সময়ে ইউরোপের মহামতি লুথব প্রজ্জলিত বহ্নিব ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন । এই ঘটনাব কিছু কাল পূর্বে পঞ্জাবে আব একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্ম্মরাজ্যে আব এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কবিতে সমুখিত হইলেন ।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন ; যে সময়ে তাঁহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে একটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ; তাহার বহু পূর্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল । দৃষ্যতীর তটে হিন্দুদিগেব বিজয়পতকা ধরাশায়ী হইলে, যে নূতন জাতির লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহাদের সংস্রবে ঐ বিপ্লবের সূত্রপাত হয় ।

তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল ; বেদের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইল ; এবং ধর্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল । তাহাদের মোল্লা, মোলবী ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদিগের পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্ববপ্ৰীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদদলিত করিয়া, কোরাণের মাহাত্ম্যপ্রচারে উত্তত হইলেন । ক্রমে কোরাণেব প্রকৃত তত্ত্ব ব্রাহ্মিজালে জড়িত হইয়া পড়িল ; এইরূপে আচাবেব পর আচাব, মতেব পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্তে পড়িয়া লোকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল । সম্প্রদায়েব এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতেব এই অস্থিরতায় তাহাদেব হৃদয় অস্থিব হইল ; শাস্তি দ্বে পলায়ন করিল ; পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বব ও মহম্মদ, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না কবিয়া, নৃতনের জ্ঞাত উত্তেজিত হইয়া উঠিল ।

এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধর্মবিষয়ের সরলতা ও উদারতার পবিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিয়াছেন । নানাবিধ কুসংস্কাবে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, রোমের ধর্মমত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্মের জ্ঞাত রোম আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে । •রোমের পুরোহিতগণ ঐ সময়ে আপনাদেব ধর্মমন্দিরের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন ; ধ্যানধারণাদি কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ বা অহুরাগ ছিল না । সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়েব একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না । রোমীয়গণ ইহাতে মর্শাহত হইয়া অত্ন কোন অভিনব উপাসনাপদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হয় । নানা মতেব ঘাতপ্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে, খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব ক্রমে

লোকের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে থাকে ; শেষে প্রতিকূলতায় প্রবৃত্তভেজ হইয়া জুপিতরের ভয়দশাপন্ন মন্দিরের শিরাদেশে আপনার বিজয়পতাকা উড়াইয়া দেয়। ভারতবর্ষও এইরূপে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে বোমের ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম-পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া, হিন্দুগণ নূতন নূতন ধর্মতত্ত্বের প্রচাৰ ও তাহাব সংস্কাৰে অভিনিবিষ্ট হইলেন ; বামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত কবেন, কবীর তাহা পবিত্রার্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত কবেন, পরিশেষে বল্লাভাচার্য্য তাহাতে আব একটি নূতন বেথাপাত করিয়া দেন। ঐ সমস্ত সাম্প্রদায়িক মতের পব নানকের প্রতিভাশুণে আব একটি ধর্মমতের প্রচাৰ হয়। বামানন্দ, গোবিন্দনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন করিয়া যান, নানক তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাহাব ধর্মমত পঞ্চসরিদ্বিধোত বিস্তৃত জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ সিংহ ঐ ধর্ম অবলম্বনপূর্বক লখ গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করাইয়া ব্রাহ্মভাবে আলিঙ্গন করেন এবং সকলের শিরায় শিবায অচিন্তনীয় উৎসাহশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন।

শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

নানকের জীবনী ও নানকের ধর্মমত শিখ জাতির ইতিহাসেব একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নানক শাহ অথবা বাবা নানক খ্রীঃ ১৪৬৯ অব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণ কাণাকুচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী। তিনি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানকের বিবরণ অনেক কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যখন যিনি পবিত্রশ্রমাস জগতব সমক্ষে আপনাব প্রতাপ প্রকাশ করেন, মানবকল্পনা তখনই নানাভাবে তাঁহার বিষয় নানাবিধ ঘটনার প্রচাব কবিত্তে থাকে। নানক ধর্মবাজ্যে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পবিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে যে, নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচাবিত হইবে, তাহা বিশ্বযজ্ঞনক নহে। শিখগণ আপনাদেব ধর্মগুরুব মহিমা বাড়াইবাব জন্ত যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পাবে না। বাহা ইউক, নানক অল্প বয়সে, অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পাবস্ত্র ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচার ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্যে ও সাংসারিক বিষয়ভোগে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুলকে সংসাবধন্থে আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন ; নিজে ৪০টি টাকা দিয়া তাঁহাকে লবণেব ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ কবিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা, সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাণ্ডসামগ্রী কিনিয়া ক্ষুধার্ত উদাসীন ফকীরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ইহার পর আপনাব তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানবলে আত্মমতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।



गुरु नानक ।

তিনি লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর সাতিলয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয় ; তাহাই সারধর্ম বলিয়া তাঁহার নিকটে বিবেচিত হইল । নানক সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে ও ধর্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন । তিনি সন্ন্যাসিবশে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইলেন, অনেক সাধু ও যোগীর সহিত আলাপ করিলেন, আরবে উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীর দিগের কার্য্য কলাপ দেখিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের নিদর্শন পাইলেন না । সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । স্বদেশে আসিয়া, নানক সন্ন্যাসধর্ম ও সন্ন্যাসিবশে পরিত্যাগ করিলেন । গুরুদাসপুর জেলায়, ইবাবতীর তটে “করতারপুর” নামে একটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল । নানক ঐ ধর্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্য-সম্প্রদায়ে পরিবৃত্ত থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । খ্রীঃ ১৫৩৯ অব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়সে ঐ স্থানেই বাবা নানকের পরলোক প্রাপ্তি হইল । নানক লোদী-বংশের অভ্যুদয়-সময়ে প্রাচুর্য্য হইল এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন । ধর্মচিন্তায় তাঁহার জীবিতকালের ষাটবৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল ।

নানকের প্রবর্তিত ধর্মপদ্ধতির আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দূরকায় সবলস্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয় । ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম অবলম্বন করে । নানকের একটি বিখ্যাত মুসলমান শিষ্যের নাম মর্দানা । এ ব্যক্তি ছায়ায় গায় নানকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত । সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদয়ের চিন্তায় “হা হতোহস্মি” বলিয়া আক্ষেপ করে, মর্দানাও তেমনি কথায় কথায়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত । সঙ্গীতশাস্ত্রে মর্দানার সবিশেষ অমুরাগ ছিল । সে.

সর্ব্বদা বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণগান করিত। নানক যখন মুদ্রিতনয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহু জগতের সহিত কোনও সংশ্রব নী রাখিয়া, যখন ঈশ্বরচিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন মর্দানা ক্ষুংপিপাসায় কাতর হইয়াও তদগতচিত্তে মধুর বীণা-সংযোগে গান গাইত।

যাহাতে দেশ হইতে বাহু ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয় ; যাহাতে লোকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইয়া পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন কবে ; নানক তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানা জাতিতে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ কবা এবং তরুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়দমন ও চিন্তাসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আত্মশুদ্ধি নানকেব মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধহৃদয়ে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্মাচরণ কবা হয়। নানক কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানা প্রকার নহে। তবে যে, ভিন্ন জাতিব মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মনুষ্যেব কল্পিত মাত্র। তিনি সম-ভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দববেশ ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন কবিয়া, যে ঈশ্বর, অসংখ্য মহাম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রতি চিন্তা স্থাপন করিতে অনুবোধ করিতেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে। যে জ্ঞানবলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ কবিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান। সংকার্য্যে ও সদাচারে সেই এক, প্রভুব প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদভাজন হওয়া যায়। নানকের মতে সংসারবিরাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ বৃহী, উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্ম্মানুযায়ী মত সম্বন্ধে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

এ স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে । একদিন ব্রাহ্মণেরা স্নান করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন ; এই সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন । সকলে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে, নানক কহিলেন, “তঁাহার কবতারপুর্বের ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন ।” ঐ কথা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্বক বলিয়া উঠিলেন, “কবতারপুর্ব বহুশত ক্রোশ দূর্বে আছে, এই জল কিরূপে তত দূর্ব যাইবে ?” নানক গম্ভীরভাবে কহিলেন, “তবে তোমরা ইহলোকে জল সেচিয়া পবলোকগত পূর্বপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবাব আশা কবিতেছ কেন ?” ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীঃ অব্দে নানক প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহের দ্রব্যসামগ্রী বহন কবিবাব জন্ত ধৃত হইলেন । বাবর, নানকের আকার প্রকাব, সাবৃত্য ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া, তঁাহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন এবং তঁাহার ভবণপোষণেব জন্ত অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন । নানক ঐ দানগ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, “আমার কিছুই অভাব নাই, আমাব সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে, কখন উহার হ্রাস হইবে না ।” বাবর শাহ এই কথাব ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অস্বরোধ করিলে, নানক স্পষ্টাক্ষবে নির্দেশ করেন যে, তঁাহাব হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে । সময়ান্তরে নানক আর একবার কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরের নাগামৃত পান কবিয়া, তঁাহাব ক্ষুধা তৃষ্ণা, সমুদয়েরই একেবারে শাস্তি হইয়া গিয়াছে । তিনি কেবল সেই অমৃতেই পবিত্র রহিয়াছেন । কথিত আছে, নানক মক্কায় গিয়া একদিন কাবানামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন । উহাতে পবিত্র মন্দিরের অবমানকাবী বলিয়া সেখানে তঁাহাব ষড়্‌ নিন্দা হয় । নানক এজন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তব্রত্য মুসলমানদিগকে কহিয়াছিলেন, “ঈশ্বর সর্বব্যাপী, যে দিকে পা ফিরাই, সেই দিকেই তঁাহার অবমাননা হইতে

পারে । এখন কোন্ দিকে পা রাখিয়া নিস্তার পাই, বল ?” নানক অল্প সময়ে কহিয়াছিলেন, “এক লক্ষ মহম্মদ, দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং এক লক্ষ বাম, সেই সৰ্ব্বশক্তিমানের দ্বাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । ইহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাবীন, কেবল ঈশ্বরই অমব ! তথাপি এই ঈশ্বরের উপসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পবম্পব বাদানুবাদ কবিতে লজ্জিত হয় না । ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কার এখনও সকলকে বশীভূত কবিয়াছে । যাহার হৃদয় সং, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যাহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত মুসলমান ।” নানক আপনাব ধৰ্ম্মমত ও উপসনাপদ্ধতির জন্ত কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই । তিনি আপনাকে সৰ্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দেশ কবিতেন । নিজেব লিখিত ধৰ্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হইলেও, তিনি কখনও উহাব উল্লেখ কবিয়া, আত্ম-গৰ্বিমার বিস্তাবে উন্মুগ্ন হয়েন নাই এবং নিজেব ধৰ্ম্মপ্রচাবে অসাপারণ ভাবেব বিকাশ থাকিলেও কখনও উহা অমাহুযী ঘটনাব কলঙ্কিত করেন নাই । তিনি কহিতেন, “ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ কবিও না । আপনাদেব মতেব পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধৰ্ম্মপ্রচাকগণেব অল্প কোনও অবলম্বন নাই ।”

শুক নানক এইরূপে আত্মমত প্রচার কবিয়া, অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন । এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহাব ধৰ্ম্মপদ্ধতির উপব স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটি নিষ্কলঙ্ক, ধৰ্ম্মপবায়ণ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল । শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে “শিখ” শব্দের উৎপত্তি হইল । কেহ কেহ বলেন যে শিখা হইতে “শিখ” নাম হইয়াছে । যে সকল পঞ্জাবীৰ মন্তকে শিখা আছে, অনেকেই মতে তাহাবাই “শিখ” । যাহা হউক, নানকেব শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণেব নিকটে শিখ নামেই পরিচিত হইতে লাগিল ।

শিখদিগের জাতীয় উন্নতি ।

দেবর্ষি নারদ একদা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মহারাজ ! আপনি বল প্রকাশপূর্বক দুর্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করেন না ত ?” নারদেব এই উক্তিতে একটি গুরুতব বাজনৈতিক উপদেশ নিহিত রহিয়াছে । দুর্বল সম্প্রদায় নিপীড়িত হইলে, ক্রমে আপনাব বল সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং এক সময়ে পীড়নকাবীর বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, তাহাব ক্ষমতা নষ্ট কবে । এই জ্ঞাত দেবর্ষি নারদ উপদেশ দিয়াছেন, রাজা দুর্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত কবিবেন না ; যেহেতু দুর্বল নিপীড়িত হইলে, ক্রমে সবল হইয়া এক সময়ে বাজার সহিত শত্রুতাচরণে উত্তত হইবে । অনেক রাজা এই নাবদীয় উপদেশে ঔদাসীন্ত দেখাইয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন । ইতিহাস উহার উদাহরণ প্রদর্শনে অসমর্থ নহে । কিন্তু এ বিষয়েব প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভাবতে মুসলমানবাজ্রস্বব ইতিহাসে পাওয়া যায় । মুসলমান সম্রাটগণেব অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, দক্ষিণাপথেব নিবীহ কৃষাগগণ যুদ্ধবীবেব পদে অধিবোহণপূর্বক প্রাতঃস্মবণীয় শিবাজীব পতাকাব অধীনে সজ্জিত হয়, এবং আর্য্যাবর্তেব শিখেরা ধীবে ধীরে শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিয়া, উৎপীড়নকারী মুসলমানদিগেব বিরুদ্ধে সমুখিত হইতে থাকে । শিখদিগেব এই সমুখানেব বিগবণ বৈচিত্র্যপূর্ণ । নানকেব ঝুঁতুর পর অগবদাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখসম্প্রদায়েব অধিনায়কতা করেন । এ পর্য্যন্ত শিখগণ সংযতচিত্ত যোগীর গায় নিরীহভাবে আপনাদেব ধর্ম্মশাস্ত্রেব অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত ছিল । কালক্রমে মুসলমানদিগেব অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগেব হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল । ইহাবা পশ্চব গায় বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিল ; অসামান্য অত্যাচারে, অশ্রুতপূর্ব বস্ত্রণয় অনেকেব প্রাণবায়ুর স্ববসান হইতে লাগিল । শিখদিগেব অত্মতম গুরু অর্জুন মোগল সম্রাট

জাহাঁগীরের আদেশে কাবারুদ্ধ হইলেন । কারাগারের অসহনীয় যাতনরা মধ্যে সর্দিগরমিতে অর্জুনের মৃত্যু হইল । অর্জুনের পর তদীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হইয়া মুসলমানদিগের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন । এ পর্য্যন্ত শিখগণ নিবীহভাবে কালাতিপাত কবিতেছিল, অর্জুনের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয় । প্রতিহিংসা-বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত কবিত্ত তুলে । হরগোবিন্দ সর্বদাই দুই-খানি তরবারি ধারণ করিতেন । কেহ উহার কাণে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অগ্নানভাবে উত্তর দিতেন, ‘একখানি পিতার অপমৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপরখানি মুসলমানদিগের শাসনের উচ্ছেদেব নিমিত্ত রক্ষিত হইতেছে’ হরগোবিন্দ শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক । কিন্তু হরগোবিন্দের অস্ত্রবলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হয় নাই । এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধির জন্য শিখসমাজে আব এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন । তিনি স্বশ্রেণীব—স্বজাতিব অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহ-সহকারে উহাব প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহাব তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল । এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল ; এই অবধি ঐ মহাপুরুষেব মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শিখগণ মহাপ্রাণ হইয়া উঠিল । এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দসিংহ ।

গোবিন্দসিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যমন্ত্রে সম্বন্ধ কবেন ; গোবিন্দসিংহের প্রতিভাবলেই হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পবম্পরকে ভ্রাতৃত্বাবে আলিঙ্গন করে । গোবিন্দসিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক । শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দসিংহই তাহার মূল । তেজস্বিতা ও



গুরু গোবিন্দসিংহ ।

মহাপ্রাণতায় শিখগুরুসমাজে গোবিন্দসিংহের কোনও প্রতিবন্দ্বী নাই । ভাব্তবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দসিংহেব ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই ।

গোবিন্দসিংহের জীবনের সহিত শিখদিগেব জাতীয় অভ্যুত্থানেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দসিংহেব জন্ম হয় । তাঁহার পিতাব নাম তেগবাহাদুর । তেগ শব্দের অর্থ তববারি । তববারির অধিনামীকে তেগবাহাদুর বলা যায় । যাহা হউক, হবগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পবিশ্রমশীল ছিলেন । যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুব পদে বরণ কবে, তখন তেগবাহাদুর মন্ত্রভাবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হবগোবিন্দের অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন । তেগবাহাদুর তনীয় প্রতিবন্দ্বী রামবায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া দিল্লীর অবিপতির বিবাগভাজন হইয়া উঠেন । পরিশেষে তাঁহাব বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয় । তেগবাহাদুর পবাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাঁহাব মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা কবেন ।

দিল্লীতে যাইবার সময়ে তেগবাহাদুর গোবিন্দসিংহকে পিতৃদত্ত তববারি দিয়া গুরুর পদে বরণপূর্ব্বক কহেন, “পুত্র ! শত্রুগণ আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে । যদি তাহারা আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না । তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে । দেখিও, মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন শৃগালকুকুরে নষ্ট না করে ; দেখিও, এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয় ।”

গোবিন্দ, পিতার এই শেষ আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইলেন । তেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করেন । কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে, সম্রাট অবজ্ঞা ও উপহাস-

সহকারে তাঁহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতে অনুবোধ করেন । তেগবাহাদুর ইহাতে গম্ভীরভাবে কহেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা কবাই মনুষ্যের কর্তব্য । তথাপি একটি বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে । আমি একথণ্ড কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া গলায় বাধিয়া রাখিতেছি গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকেব অসি যেন সে স্থান স্পর্শ না করে । তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বাধিয়া ঘাতকেব দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন । নিমিষমধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহাব স্বন্ধে নিপতিত হইল ; নিমিষমধ্যে তেজস্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় বিলুপ্তিত হইতে লাগিল । এই অপূর্ণ আত্মত্যাগ এবং এই অপূর্ণ নির্ভীকতা দেখিয়া, দিল্লীর ধর্ম্মাঙ্ক সম্রাট বিস্মিত হইলেন । ইহার পব যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহাব বিন্ময়েব অবধি বহিল না । আওবরজেব সবিম্বয়ে, ভীতিবিহ্বলচিত্তে দেখিলেন, লেখা বহিয়াছে—

“শির্ দিয়া সার না দিয়া ।”

“মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মেরনিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না ।”

এইরূপে ১৬৭৫ অব্দে তেগবাহাদুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল । এইরূপে তেগবাহাদুর লোকাভীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীরভাবে ঘাতকের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন । এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে । বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনী চিরকাল লোককে উপদেশ দিবে ।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া, গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন । তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, বন্ধুগণ ! তোমরা শুনিয়াছ,

আমার পিতা দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন। আমি এখন এই সংসারে একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কার্য্যে আমি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিব। পিতার দেহ এখন দিল্লীতে রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি, উহা আনিতে পাবিবে না?” গুরুর এই কথায় একটি শিষ্য তেগবাহাদুরের দেহ আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ তাকে বিদায় দিলেন শিষ্য দিল্লীতে যাইয়া তেগবাহাদুরের দেহ লইয়া পঞ্জাবে ফিবিয়া আসিল। এদিকে দিল্লীর শিখগণ যথানিধি তেগবাহাদুরের মস্তকের সংকাব কবিল।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দের বয়স পনব বৎসব। পিতাব শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, অত্যাচাৰী মুসলমানদিগেব হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধাবসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে আনাযন কবিয়া একটি সম্প্রদায়ে পরিণত কবিত্তে উদ্বৃত্ত হইলেন। বয়সেব অল্পতায় তাঁহার ধীবতা বিচলিত হইল না; বুদ্ধিব কোমলতায় তাঁহার দৃঢ়তা অন্তর্দ্বান কবিল না; মতিব মুহূর্ত্তায় তাঁহার ভোগস্পৃহা প্রকাশ পাইল না। তিনি পিতাব প্রত্কৃত্য সম্পাদন কবিয়া যমুনাৰ নিকটবৰ্ত্তি পার্কৃত্য প্রদেশে গমন কবিলেন। এইখানে মৃগযায়, পাবস্ত্র ভাসার অধ্যয়নে এবং স্বজাতিব গোববকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীব অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভাবতে মোগলরাজত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে। অকবরের উদারতা, অকবরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকেব স্মৃতিতে মুহূৰ্ত্তঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাহজহাঁর শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া

লোকে অশ্রুপাত করিতেছে । আওরঙ্গজেব পাশব শক্তিতে ভারত-ভূমিশাসনে উদ্ভূত হইয়াছেন । পূৰ্বদিকে পরাক্রান্ত রাজসিংহ ঐ শক্তির গতিরোধে উদ্ভূত হইয়াছেন ; দক্ষিণে প্রাচ্যস্রবীণ শিবাজী হিন্দুর গৌরব রক্ষার জন্ত অলৌকিক বীৰত্বমহিমার পরিচয় দিতেছেন ; আর উত্তরে একটি তরুণ যুবক ঐ শক্তির মূলে আঘাত করিবার জন্য দুৰ্গম গিবিকন্দরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, ধ্যানস্তিমতনেত্রে গভীর তপস্তায় নিযুক্ত রহিয়াছেন ।

যুবক সংযতচিত্তে তপস্তা করিতেছেন । তাঁহাব মূর্তি প্রশান্ত, গম্ভীর । তাহাতে বিকাসেব কালিমা নাই ; সংসারিক প্রলোভন-চিহ্নেব বিকাশ নাই ; আত্মস্বার্থেব চাতুরী নাই । যুবক ভোগবিলাসের পঙ্কিল ক্ষেত্র হইতে দূৰে থাকিয়া, নিবাত, নিষ্কম্প দীপশিখার ত্রায়, অচল, অপাব বাবিবিব ন্যায, স্থিৰভাবে পবপীড়িত মাতৃভূমিব হিতসাধনেব উদ্দেশে আত্মসংযম, আত্মত্যাগ শিক্ষাব জন্য ববণীয় দেবতার আবাধনা করিতেছেন । এ চিত্র কল্পনাব তুলিকায প্রতিফলিত হয় নাই ; উপন্যাসের মোহিনী মায়ায প্রতিবিস্তিত হয় নাই । ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র । পাঠক ! তুমি মাজিনীর কীর্তিব কথা পড়িয়াছ ; গাবিবল্দিব বীৰত্বে শুণ্ডিত হইয়াছ ; ওয়াশিংটনেব দৃঢ়তার নিকটে মস্তক অবনত কবিয়াছ ; শেষে বক্তৃতা-ভূমিতে জলদগম্ভীরস্ববে মাজিনীব আত্মত্যাগেব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছ ; গাবিবল্দিব গবীয়সী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কবিতে চাহিতেছ ; কিন্তু এক সময়ে তোমাব মাতৃভূমিতে—এই পরাধীন, পবপদ-দলিত ঘোব দুৰ্দশাগম্য ক্ষেত্রে ঐরূপ আত্মত্যাগ, ঐরূপ দৃঢ়তার উন্মেষ হইয়াছিল । ইতিহাসের অনুসরণ কব বুঝিতে পারিবে ।

মোগল সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমা উপনীত হয় । আওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীব শাসনাধীন করেন । যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজা পূৰ্বে স্বাধীনতা রক্ষা

করিতেছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহার অনেকগুলি নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে । দক্ষিণাপথে শিবাজী স্বাধীনতার ঘোঁরব রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ অনেকের ভীতিস্থল হইয়া উঠে । মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপেব সময়ে গুরুগোবিন্দ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

যমুনাব পার্শ্বত্যাগ প্রদেশে অপবিত্রীকৃত অবস্থায় গোবিন্দ, বোধ হয়, প্রায় ২০ বৎসর যাপন করেন । ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয় । গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া, এই শিষ্যদল লইয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্বৃত্ত হইলেন । শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি পরিমার্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্তব্যজ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল । এখন একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল । তিনি সাধনায় অটল সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন । তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল । গুরুগোবিন্দ এইরূপে প্রবল পরাক্রম রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বেরই বিনাশসাধনে ক্লতসংকল্প হইলেন ।

গোবিন্দ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি বৎসল ছিলেন । তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং মুসলমান রাজগণের অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিতেন । তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য সাধন করিতে পারে । তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ও তেজস্বিতা লাভের জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে । তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও বীরপুরুষদিগের কার্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত ; তাঁহার বুদ্ধি পৃথিবীর শিক্ষার পথ পরিকৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইত এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সর্বপ্রকার কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে চেষ্টা

করিত । তিনি শিষ্যদিগকে মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে পূর্বতন কাহিনীর কীর্তন করিতেন । দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকাব করিয়া, দৈত্যগণের উপব আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন ; সিদ্ধগণ কিরূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন ; মহাম্মদ কিরূপে বিশ্ববিপত্তি অতিক্রমপূর্বক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেমিত বলিয়া লোকের মনেব উপব আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছেন ; ইহাই তাঁহাব বর্ণনীয় বিষয় ছিল । তিনি আপনাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভূত্য বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং কহিতেন, “ঈশ্বর কোনও নির্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সবলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন ।”

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচাব করিলেন ; এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশ শুনিয়া, মহাপ্রাণ হইতে লাগিল । গোবিন্দ যত্নপূর্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপেব পর্যালোচনা করিতেন । ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতা লাভে ঔদাসীন্য় দেখান নাই । তাঁহাব অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতাও মানসিক স্থিরতা ছিল । তিনি নিকটবর্তি পর্বতে যাইয়া অর্জুনের বিক্রম ও অর্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত সংযতচিত্তে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন । ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখসমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।

গোবিন্দ আপনার মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্থিব ভোগসুখে ঐদান্ত্র দেখাইতে লাগিলেন । অস্থায়ী সম্পত্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না । আপনার বিষয়নিম্পৃহ দেখাইবাব জন্য, শিষ্যদিগকে ভোগ-বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্রসাধনে মহাবল করিবার নিমিত্ত, তিনি স্বকীয় অর্থ শতক্রমে নিক্ষেপ করিলেন । একদা একজন শিখ সিদ্ধদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের জুইখানি সুন্দর হস্তাভরণ

আনিয়া তাঁহাকে দিল । গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন । ইহার কিছু কাল পবেই তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া সেই আভরণেব একখানি জ্বলি ফেলিয়া দিলেন । শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণশূণ্য দেখিয়া কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ কহিলেন, একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে । শিষ্য ইহা শুনিয়া একজন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শতটাকা পুৰস্কার দেওয়া যাইবে । ডুবরী সন্মত হইল । শিষ্য কোন স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জ্ঞা গুরুকে দিনয়ের সহিত অনুরোধ কবিল । গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কারখানি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, ঐখানে পড়িয়া গিয়াছে । শিষ্য ভোগসুখে গুরুব এইরূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণা দেখিয়া বিস্মিত হইল, শেষে আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস পবিত্যাগপূৰ্ব্বক জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিজ্ঞা কবিল ।

গোবিন্দ এইরূপে বিষয়বাসনা পবিত্যাগপূৰ্ব্বক নূতন পদ্ধতিতে শিখ সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি শিখদিগকে একত্র কবিয়া কহিলেন, “সৰ্ব্বাস্ত্র কবণে একেশ্বরের উপাসনা কবিতে হইবে ; কোনরূপ পৃথিব পদার্থ দ্বাৰা সেই সৰ্ব্বশক্তিমান, পবন পিতাব মাহাত্ম্য বিকৃত কৰা হইবে না । সকলেই সবলহৃদয়ে ও একান্তমনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে । সকলেই একতাম্বরে সম্বন্ধ হইবে । এই সমাজে জাতিব নিয়ম থাকিবে না ; কুলমর্যাদাব প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না । ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্থ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমভাবে পরিশূহীত হইবে ; সকলেই এক পণ্ডিত্যে, এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে । ইহা তুচ্ছকদিগকে বিনাশ কবিতে যত্নপর থাকিবে এবং সকলেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা নিবে ।” গোবিন্দ ইহা

কহিয়া, স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিনজন শূদ্রজাতীর বিশ্বস্ত শিষ্যেব গাত্রে চিনির সরবৎ প্রক্ষেপ পূর্বক তাহাদিগকে “খাল্‌সা” অর্থাৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়স্বচক “সিংহ” উপাধি দিয়া, আনন্দ প্রকাশ কবিত্তে লাগিলেন । গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া, গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ।

গোবিন্দসিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া, সকলকেই একসমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন শক্তি সঞ্চারিত কবিলেন । জাতিভেদ বহিত হওয়াতে, উচ্চবর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দসিংহের তেজস্বিতা ও কার্য্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না । শিষ্যগণ গুরুর অনির্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে বাঙ্‌নিম্পত্তি না কবিয়া যথানির্দিষ্ট কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল । তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদি-গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিণিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইতে লাগিল ; বাজপুতদিগেব ন্যায় “সিংহ” উপাধি ধারণ করিয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শূণ্ণ বাখিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, প্রকৃত যোদ্ধাব পদে সমাসীন হইল । তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল, “ওয়া গুরুজি কা খাল্‌সা; ওয়া গুরুজি কি ফতে !” (খাল্‌সাই গুরু ; তাঁহার জয় হউক) তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল । গোবিন্দসিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন । অমৃতসবে ঐ সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল । যাহাতে সমুদয় অনৈক্যের মূলোচ্ছেদ হয় ; যাহাতে শিখশাসন অস্ত্রশস্ত্র ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে ; সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ বিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠেব লক্ষ্য হইল ।

গোবিন্দসিংহ এরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া,

শিখসমাজে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিলেন । শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, সংঘতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত তাহারা একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্রসমাজে সম্মিলিত হইল । গোবিন্দসিংহ জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা অসিদ্ধ বহিল । তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খালসাদিগকে “সিংহ” উপাধি দিয়াছিলেন ; পণ্ডিত ও মোলবীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্ত ধ্বংস করিতে পারেন নাই । গোবিন্দসিংহ আসন্নমৃত্যু পিতাব বাক্য, পিতৃসমীপে স্বকীয় প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃহস্তা অত্যাচারী মুসলমানদিগেব বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন ।

ভারতবর্ষেব সমুদায় স্থলে মোগলশাসন সর্ব্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না । অন্তর্বিদ্বেহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই বিশৃঙ্খল থাকিত । মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবর শাহ নিরুদ্ধেগে রাজত্ব কবিতেন পারেন নাই । তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের সাহেব পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ঘোল বৎসর অতিবাহিত করেন । আকবর যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল, ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল । জাহাঙ্গীর জুর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন । তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীবাও তাঁহার বিরুদ্ধে সমুখিত হইতে কাতর হইয়েন নাই । এক সময়ে তাঁহাকে তদীয় কর্ম্মচারী মহম্মৎ খাঁর বন্দিও স্বীকার করিতে হইয়াছিল । শাহজহাঁ আপনার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া পুত্রদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখেন ; পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের জুরাচারে

কারাগারে নিরুদ্ধ হয়েন। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মাঙ্কতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি আপনার সন্ধিদ্ধতা, ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে রাজসিংহ ও হুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন অপর দিকে শিবাজী মোগলের কঠোর শাসনে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশীযের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতাব সঞ্চাব করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্বার ঐ তেজস্বিতার সঞ্চাব করিয়া, জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্ত শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তুত কবিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত শিষ্যদিগেব উপব এই সৈনিকদলেব অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল; এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনার দলবৃদ্ধি করিলেন। শতদ্রু ও যমুনাব মধ্যবর্তী পর্বতের পাদদেশে তিনটি হুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্শ্বত্যা প্রদেশের সৈন্য স্থাপনপূর্বক যুদ্ধ করা সুবিধা জনক ভাবিয়া, তিনি এ সকল হুর্গ সুব্যবস্থিত করিলেন; পবে উক্ত প্রদেশের সদ্ধাবদিগেব উপব আধিপত্য বিস্তাবে উদ্বৃত্ত হইলেন। এইরূপে গোবিন্দসিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচাবক ও ধর্ম্মোপদেশ্তা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এখন যুদ্ধবার সৈন্যাধ্যক্ষেব পদে সমাসীন হইয়া সেনা-নিবাস নিবাপদ করিতে ও হুর্গ সমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নশীল হইলেন।

প্রথমে মোগলদিগেব সহিত কয়েক যুদ্ধে গোবিন্দসিংহেয় জয়লাভ হইল। কিন্তু শেষযুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ পরাজিত হইলেন। তাঁহার জননী এবং দুইটি শিশুপুত্র সর্হিন্দের শাসন কর্তার হস্তে পতিত হইল। এই শাসনকর্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি গোবিন্দ সিংহের জননী ও পুত্রবয়ের প্রাণসংহারে সন্মত হইলেন না। তাঁহাব দেওয়ান গীড়াপীড়ি

করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন না । একদা গোবিন্দ সিংহের পুত্রদ্বয় দরবারে উপস্থিত ছিল । নবাব তাহাদের সুদর্শন আকৃতি ও কমনীয় মাধুরী দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বালকগণ ! যদি তোমাদের যুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে তোমরা কি করিবে ?” বালক দুইটি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, - “আমাদের শিখদিগকে একত্র করিব ; তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দিব ; যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত করিব ।” নবাব কহিলেন,—“যদি তোমাদের পরাজয় হয় ?” বালকেবা পুনর্বার গম্ভীরভাবে ও বীবত্বব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—“তাহা হইলে আবার সৈন্য সংগ্রহ করিব ; এবং হয় আপনাদিগকে বধ করিব, নয় আমরাই নিহত হইব ।” নবাব বালকদ্বিগেব এইরূপ তেজস্বিতা দর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে দেওয়ানের হস্তে সমর্পণ করিলেন । দেওয়ান তাহাদের প্রাণ সংহার কবিল । গোবিন্দ সিংহের জননী উহাদের শোকে দেহত্যাগ কবিলেন । এইরূপ শোচনীয় ঘটনায় গোবিন্দসিংহ নিবতিশয় দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিরস্ত হইলেন না । তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া, মোগলদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থাপন কবিতে স বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । আওবঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখগুরুর তেজস্বিতায় বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে অনুবোধ করিয়া পাঠাইলেন । কিন্তু গোবিন্দ সিংহ প্রথমে ঐ অনুবোধ বক্ষা করেন নাই ; বরং ঘৃণাসহকারে কহিয়াছিলেন,—“তিনি সম্রাটের উপর কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না । এখনও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে ।” ইহার পব তিনি মানকের ধর্ম্মসংস্কার, অর্জুন ও তেগবাহাদুরের শোচনীয় পবিত্রাম এবং নিজের অপুলকাবস্থাব উল্লেখ করিয়া কহেন,—“আমি এখন কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই ; স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি ।

সেই রাজার রাজা অধিতীয় সম্রাট ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন ।” এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন । কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তি হয় । আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ গোবিন্দ সিংহের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন । কিন্তু গোবিন্দ সিংহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতে আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতার পাঁচয় দিতে পারেন নাই । আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাবও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় । গোবিন্দ সিংহ যখন দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একজন পাঠান তাঁহাব হস্তে নিহত হয় । এই পাঠানের পুত্রগণ একদা গোপনে গোবিন্দ সিংহের শিবিরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে । এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয় । ১৩০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে । এই সময় গোবিন্দ সিংহের বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল ।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবনদাতা । তাঁহাব সময় হইতেই শিখগণ মহাসম্ভ বলিয়া বিখ্যাত হয় । গুরু নানক ধর্মসম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ । গোবিন্দ সিংহ ধর্ম-সম্প্রদায়ের এক-প্রাণতা ও স্বাধীনতাব নিদান । তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ; তাঁহার সাধনা গভীর ; তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য । তিনি জাতীয় জীবনের গোবব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নিজীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল । এই জন্তই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্তই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে এক শ্রেণীতে নিবোধত করেন ; এবং এই জন্তই তিনি গর্বসহকারে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে লিখেন,—“তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে

হিন্দু করিব । তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষাবলে চটক শ্রেনকে ভূতলে পাতিত করিবে ।” তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজোগর্ভ বাক্য নিষ্ফল হয় নাই । তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থই শ্রেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে ।

গোবিন্দ সিংহ তরুণ বয়সে নিহত হয়েন । তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে, অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন । মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন কবিতেন না পারিলে, পৃথিবীর ইতিহাস, বোধ হয়, প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত । গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্র সাধনে উদ্ধৃত না হইলে, শিখদিগের নাম, বোধ হয়, ইতিহাস :হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইত । গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়সে ও অল্পসংয়ের মধ্যে শিখ-সমাজে যে জীবনী শক্তি ও যে তেজস্বিতা প্রসারিত কবেন, তাহাতে নির্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভাবতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব বহিয়াছে তাহাতে নওশেরা, বামনগর ও চিনিয়াবালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে । গোবিন্দ সিংহের নখব দেহ পঞ্চভূতে গিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিব বিলয় হয় নাই । যখন জন-কোলাহল-পূর্ণ শূশোভন নগরী বিজ্ঞান অরণ্যে পবিণত হইবে, যখন শত্রুব দুর্য়ধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-পতাকায় শোভিত বহিবে, যখন তরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিনী স্বল্পতোয় গোম্পদের আকাব ধারণ কবিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোম্পদ ভীষণমূর্ত্তি তবঙ্গিনীতে পরিণত হইয়া ভৈরব-রবে জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণতা, কর্তব্যবুদ্ধি ও উদারতা পৃথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে ।

শিখদিগের স্বাধীনতা ।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতিব সূত্রপাত হয় । সম্রাটের পর সম্রাট, দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন ; শাসনকর্ত্তাব পব শাসনকর্ত্তা সম্রাটের আদেশে অবজ্ঞা দেখাইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন । পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্রিষ নিকেতন দেওয়ানিখাশ ও দেওয়ানি আম সভাপুত্রের লীলাভূমি সুশোভন দিল্লী মহাশ্মশানের আকাষে পরিণত হয় । ইহার পর দোর্ বাণী ভূপতি আহম্মদ শাহ সাহসী আফগান সৈন্তের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হইলেন । ইহার পবাক্রমে পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মহাবাহী-দের ক্ষমতা পর্য্যুদন্ত হয় । দিল্লীর সম্রাট রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীনভাবে বিহাব প্রদেশে উপনীত হইলেন । এই বিশৃঙ্খলতার সময়ে—বিলুপ্ত, বিপ্লব ও বিধ্বংসের ভয়াবহ বাজ্যে শিখগণ আপনাদের তেজস্বিতা অক্ষত বাখিয়াছিল । গোবিন্দসিংহ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই । তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সূদক্ষ শাসনকর্ত্তাব আবির্ভাব হইতেছিল । তাহারা সাহসী সেনাপতি ও সূদক্ষ শাসনকর্ত্তাব অধীনে সম্ভিজত হইয়া, আপনাদের অধিকার সুবক্ষিত করিতেছিল । যাহারা অজ্ঞচালনায় তৎপর ও অস্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসা-দিগের মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্ত থাকিত না । সুতবাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অস্বারোহণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হইত । ক্রমে খালসা বা অনেক দলে বিভক্ত হয় । প্রত্যেক দলের এক এক জন সর্দার এক একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন । এইরূপে সমগ্র শিখ-জনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যে

বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড “মিসিল” নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সৰ্ব্বাংশে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়েন। খালুসাবা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও ব্রাতৃত্বাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহাদেব সকলেই পরস্পর দৃষ্টিগত জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বৎসব অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া, আপনাদেব উন্নতি সাধনের উপায় নির্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইংরেজ বণিকেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগেব প্রাধাণ্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা কবিতেছিলেন, একজন বৰ্ম্মিয়ান মুসলমান সৈনিক পুৰুষ মহীশূবের সিংহাসন অধিকার করিয়া, যখন সকলেব হৃদয়ে বিষ্ময় ও আতঙ্কেব সঞ্চার কবিতেছিলেন, তখন শিখদিগেব খণ্ড বাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষেব আবির্ভাবে শিখেবা আবাব বলীয়ান হইয়া উঠে। ইহাব নাম বণজিৎ সিংহ। সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহাবাজ বণজিৎ সিংহ তাঁহাদেব অন্ততম। বণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্ত্ত্ব কবিতেন। বণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২৮ নবেম্বৰ জন্মগ্রহণ কবেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও বণপাণ্ডিত ছিলেন। বণজিৎ সৰ্ব্বাংশে পিতাব ঐ সাহস ও বণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তবোগে তাঁহাব একটি চক্ষু নষ্ট হয়; এজ্জি তিনি সাধারণের মধ্যে “কাণা বণজিৎ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়েন। বণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহেব দেহাতায় হয়। বণজিৎ এই সময় তাঁহাব মাতা এবং পিতাব দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহেব বক্ষাধীন হইয়েন। বণজিৎ খৰ্ককায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি বুদ্ধি, সাহস ও



পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ ।

পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোবরাণী ভূপতির আধিপত্য ছিল। ইংরেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনাদের অধিকার প্রসারিত করিতে-
ছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার বল সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ইংরেজদিগের ক্ষমতাস্পর্ধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইহাদের মধ্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন তিনি আহম্মদ শাহ দোবরাণীর পৌত্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুণ্ডারস্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে সমগ্র মণ্ডল তাঁহাব আয়ত্ত হইয়া উঠে।

পাঠানেরা যেরূপে ভারতবর্ষে সমাগত হয়, হিন্দুরাজগণের মধ্যে অনৈক্য দেখিয়া, যেরূপ চাতুরী অবলম্বনপূর্বক দেব-বাহুর্নয় পবিত্র ভূমি হস্তগত করে, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। মহারাজ রণজিৎ সিংহ পাঠানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া-
ছিলেন। যাহাবা শর্ততার বলে ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের হস্ত হইতে ভারতের খণ্ড রাজ্য সকল উদ্ধার করিতে তিনি যথাসক্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। তিনি প্রথমে আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া মুলতান অধিকার করেন; পরে ভারতের নন্দন-কানন কাশ্মীরে জয়-পতাকা উড়াইয়া দেন। কাশ্মীরে অধিকার-স্থাপন সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র খজা সিংহ সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন। রণ-
জিতের সাহসী অশ্বারোহিণ পদাতি সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পদব্রজে ছুরারোহ পর্বত অতিক্রমপূর্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। শিখ-
দিগের বিক্রমে আফগানসেনাপতি জব্বার খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহুদিনের পর হিন্দু নবপতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীর আবার শোভিত হইয়া উঠে। ইহার পব রণজিৎ সিংহ পেশাবর অধিকার কবিত্তে

উদ্ভূত হয়েন। ১৮১৩ অব্দের ২৩শে মার্চ ভারতবর্ষের একটি স্মরণীয় দিন। যাহারা দৃশ্যবতীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্যের সূত্রপাত করে, শিখেরা এই দিনে তাহাদের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসব হয়। আর্ম্যাবর্তের হিন্দু নৃপতি এই দিনে এই শেষ বার, সিদ্ধনদের অপর পাবে হিন্দু-বিজয়ী পাঠানের শোণিতজলে, পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের আত্মার পরিতর্পণ কবিত্তে উপস্থিত হয়েন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অকুতোভয়ে ও বিপুল সাহসে পাঠানের রাজ্যে উপনীত হইলেন। আফগানিস্তানের প্রধান সর্দার মহম্মদ আজিম খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য একত্র কবিয়াছিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য আফগানিস্তানের পার্শ্বতা প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। ১৪ই মার্চ কাবুল নদীর পার্শ্ববর্তী নওশেবাব নিকটবর্তী থেরাই নামক স্থানে ইহাদেব সহিত রণজিৎ সিংহের যুদ্ধারম্ভ হইল। এই মহাসমরে মগাবীব রণজিৎ সিংহ অস্বারোহীদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষদিগকে অক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ আফগানগণ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া অপ্রতিহতবিক্রমে এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল ; বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই ; সমস্ত দিন শিখেরা অতুল্য বিক্রমের সহিত আফগানদিগের ব্যুহ ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। ক্রমে গভীর অন্ধকার গভীরতর হইয়া রণস্থল ঢাকিয়া ফেলিল। শোণিতনদী এই অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথাপি রণজিৎ সিংহ যুদ্ধে বিরত হইলেন না ; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় লোকাভীত বিক্রমে বিপক্ষ-সৈন্য নির্মূল করিতে লাগিলেন। শেষে আফগানেরা পাজাবকেশরীর পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা অন্ধকারে আত্মগোপনপূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। পাজাবকেশবীর বিজয়-পতাকা পাঠান-দিগের অধিকৃত জনপদে উড্ডীন হইয়া নৈশ সমীরণে ছলিতে ছলিতে

বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিল । খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বীরপুরুষ এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন । এইরূপে পাঠানগণ উনবিংশ শতাব্দীতে শিখদিগের পরাক্রমের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছিল ।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাতিপ্রতিষ্ঠার বলে এইরূপে দুর্জ্জয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন । তাঁহার অধিকার তদীয় বাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাব, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ; তাঁহার যুদ্ধকুশল সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীবেক্রসমাজে ববণীয় হইয়া উঠে । বণজিৎ সিংহ ইংবেজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন ; তিনি পবাক্রান্ত হইলেও ইংবেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই ।

বণজিৎ সিংহের জীবনীলেখক বলিয়াছেন,—“বণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মতই ইহলোক পবিত্যাগ কবিয়াছেন ।” এই সিংহবিক্রম বীরপ্রবরের সমস্ত কথা এ স্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত কবা সম্ভব নহে । যাহারা যথানিয়মে শিক্ষা পাইয়া, জগতের সমক্ষে অসাধারণ কার্য্যের পবিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষের তুলনা কবাও উচিত নহে । রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি তত্ত্বেব প্রদত্ত শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই । এগুলি আপনা হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল । রণজিৎ সিংহ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতা-গুণে জগতে মহৎ লোকের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । আপনাব সৈনিকদিগকে সুশিক্ষিত ও রণপারদর্শী কবা, তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কর্তব্য কার্য্য ছিল । তিনি এই কর্তব্যকর্মে কখনও ওদাসীন্য দেখান নাই । ফরিদ খাঁ শুব একাকী ব্যাঘ্র বধ করিয়া ‘শেব শাহ’ নাম ধারণপূর্ব্বক দ্বিতীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । অন্তাজিলো নামক একজন বীরপুরুষ এক

সময়ে ঐরূপ সাহস দেখাইয়া, ‘শের আফগান’ নাম পরিগ্রহপূর্বক অতুল্য লাভণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । ইতিহাস এই দুই বীরের সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে । কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ যুগয়াসময়ে একাকী পদ্মরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ কবিয়া, তাহাব ক্ষমতা পর্য্যদস্ত করিতেও কাতব হয় নাই । তাহাব ইহা অপেক্ষাও অধিকতব সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে । তাহাবা অশ্বরোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে ও শত্রুপক্ষের বাহভেদে পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধবীরেব তুল্য যোগ্যতা দেখাইয়াছে ।

বস্তুতঃ বণজিৎ সিংহ বীরলীলাস্থল ভারতের যথার্থ বীরপুরুষ । খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাবতবর্ষে তাঁহাব জায় বীরপুরুষেব আবির্ভাব হয় নাই । হিন্দুবাহুচক্রবর্তী পৃথীবাজ যখন তিব্বোবীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠান-দিগকে পবাজিত ও দূরীভূত কবিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃশ্যবতীর তটে গিয়া গবীয়সী জন্মভূমির জন্ত অনন্ত নিদ্রায় অতিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাব বীরত্বে শত্রু বহুদেয়েও বিস্ময়েব আবির্ভাব হইয়াছিল ; অদীন-পবাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভাবতেব থম্মাপলি, পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ—হল্দিঘাটে স্বদেশীয়গণেব শোণিত তরঙ্গিনীর তবজ্জোচ্ছ্বাস দেখিয়াও ধীব-গস্তীর স্ববে কহিয়াছিলেন, - “এই ভাবে দেহ বিসর্জনের জন্তই বাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে,” তখন তাঁহার মহাপ্রাণতা ও স্বদেশেব জ্ঞাত তাঁহাব অনির্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসাগীতি গাইয়াছিল ; মহাবিক্রম শিবাজী যখন পর্বত হইতে পর্বতে ষাইয়া, বিজয়ভেবীর গভীর নিনাদে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতেব অদ্বিতীয় সম্রাটও তাঁহার স্বদেশভক্তি ও বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন । ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীর-পুরুষগণেব অনন্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল ; উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া এক সময়ে এই বীরপুরুষগণের অনন্ত ও অক্ষয়

কীর্ত্তির কাহিনী ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ববৈভব শিবাজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীৰ্য্যবহির উজ্জ্বল ক্ষুণ্ণিত ভারতের মুসলমান-রাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা মহাশক্তির তত্ত্ব শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। শিবাজীর পর গুরু গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সজীবিত হইয়া, রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে ঐ মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন ; আবার বীরত্বমহিমা প্রসারিত করিয়া শিখদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শিখরাজ্যের অধঃপতন ।

পঞ্জাব-কেশবী পবলোক-প্রাপ্তিব সহিত শিখদিগের স্বাধীনতাব অধোগতির সূত্রপাত হয়। গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও রণজিৎ সিংহের শাসনে পরিচালিত এই মহাজাতির শোচনীয় পরিণামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। বণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর লাহোব-দববার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বাজ্যমধ্যে নবহত্যা সজ্জাটিত ও নরশোণিত-শ্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে একজনের পর আর একজন, লাহোরের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকেন। অবশেষে বণজিৎের মহিষী মহাবাগী বিন্দন আপনার শিশু পুত্র দলীপ সিংহের নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় শিখদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ সেনানায়ক-দিগের অসীম চাতুরীতে ও আপনাদেব সেনাপতিগণের অশ্রুতপূৰ্ব্ব বিশ্বাস-ঘাতকতায় শিখেরা পবাজয় স্বীকার করে। আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। কোন কোন বিদেশীয়ে হস্তে পড়িয়া ভারতের ইতিহাস অনেক স্থলে কলঙ্কিত ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত বা অক্ষুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও দুই এক জন অপকৃপাত লোকের সত্যনিষ্ঠায় উদারতার সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। যদি এইরূপ অপকৃপাত ও উদারস্বভাব

ঐতিহাসিক ভাবতের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হইলে, তিনি অসঙ্কচিতচিত্তে নির্দেশ করিবেন যে, স্বজাতিদ্রোহী রাজা লাল সিংহ ও সর্দার তেজ সিংহ গোপনে কাপ্তেন নিকল্‌সন ও কাপ্তেন লরেন্সের সহিত ষড়্‌যন্ত্র না করিলে, প্রথম শিখযুদ্ধে বণজিতের সুশিক্ষিত থান্সা সৈন্য ব্রিটিশ সেনার নিকটে গম্ভীর অবনত করিত না * । ঐ যুদ্ধের পর ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহোব-দরবারেব সহিত সন্ধি স্থাপন করেন । মহাবাজ দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার অবিভাবক হইলেন । দলীপেব বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শাসনসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নিরীহের জন্ত লাহোব-দরবারেব কতিপয় সুদক্ষ লোক লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হয় । ব্রিটিশ বেসিডেন্ট ঐ শাসনসংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ হইলেন । সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এক প্রকার সাক্ষাৎসম্বন্ধে লাহোর-দরবারেব অধিনায়ক হইয়া সমগ্র পঞ্জাবে শাসনদণ্ডেব পরিচালনা করিতে থাকেন ।

এই সন্ধিব পর অদম্য ব্রিটিশসিংহ ক্রমেই পঞ্জাবে স্বকীয় আধিপত্য-বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । সপ্তসিদ্ধিব প্রসন্নসলিলবিধৌত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাঁহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল । দলীপ-জননী বিন্দন সাতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন । তাঁহার রাজ্য পবপদানত হইয়াছে, পবজাতি সাত সমুদ্র তের নদীব পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া, জ্ঞাপনাদেব ইচ্ছামুসারে শাসনদণ্ডেব পরিচালনা করিতেছে, ইহা

* যখন শিখসৈন্য ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লালসিংহ তত্ৰতা এ জন্ত কাপ্তেন নিকল্‌সনের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে ক্রটি করেন নাই । ইংরেজ পক্ষের উৎকোচে এইরূপ জানশুদ্ধ হইয়া, লালসিংহ ফিরোজপুরের যুদ্ধে প্রথমেই পরাজয় করেন । এই সময়ে সর্দার তেজ সিংহ ২৫ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেও অল্পসংখ্যক পরিজাত বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করেন নাই । এতদ্ব্যতীত লাল সিংহ সৈনিকগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অহুরুদ্ধ হইলেও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরত হইলেন । অধিকন্তু তিনি ১৮৪৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাপ্তেন লরেন্সের নিকটে মোর্চাওর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বকীয় সৈন্যনিবেশের বিবরণ পাঠাইয়া দেন ।

তাহার অসহ্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটিশ-কোম্পানির মুলুক হইবে; দেখিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট, ইহার মধ্যেই পঞ্জাবের সমুদয় রাজকীয় কার্য্য আপনাদের আয়ত্ত কবিয়া তুলিয়াছেন; অধিক কি, তাহাব প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে ক্রীড়াপুত্ত লস্বরূপ কবিতোত্রটি কবেন নাই। বিদেশী এই আশ্পদ্বায়—এই অনধিকারপ্রিয়তায় বিন্দন দুঃখিত হইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমানবিষে কালীময় হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ বেসিডেন্ট হেন্ৰি লবেঙ্গ এই তেজস্বিনী নাবীকে লাহোর হইতে শেখপুৰ নামক নির্জন স্থানে অবরুদ্ধ কবিয়া রাখিলেন। ইংবেজ ইতিহাসলেখকগণ কহিয়াছেন,—বিন্দন গোপনে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কবাতো তাহাব ঐরূপ দণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু ষথানিয়মে এই আরোপিত অপবাদের বিচার কবা হয় নাই। বেসিডেন্ট বিনা বিচাবে কেবল সন্দেহে উপর নির্ভব কবিয়া, দলীপ সিংহের মাতাকে শেখপুরে বাধিয়াছিলেন। শেষে মহাবাগী বিন্দন শেখপুৰেও দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না, পববন্তী বেসিডেন্ট স্ত্রাব ফ্রেড্‌বিক্‌ কারি তাহাকে একবাবে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত কবিতো উত্তত হইলেন। অশ্রাপ্তবয়স্ক মহাবাজ দলীপ সিংহ বেসিডেন্টের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন; স্ত্রতবাং ফ্রেড্‌বিক্‌ কাবির অভীষ্টসিদ্ধির পথ কটকিত হইল না। অবিলম্বে বিন্দনের নিষ্কাশনলিপি দলীপ সিংহের নামযুক্ত মোহবে শোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্ম্মচাবী দুই জন ব্রিটিশ সৈনিক পুকষের সহিত ঐ লিপি লইয়া শেখপুৰে বিন্দনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাবাগী বিন্দন অটলভাবে প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত নির্দাসনদণ্ডলিপির নিকটে মস্তক অবনত কবিলেন, অটলভাবে স্বকীয় হৃবদৃষ্টিকে আলিঙ্গন করিয়া, চিরজীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যে পঞ্চদ তাহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর জায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া

আসিতেছিল, এত দিনেব পব সেই পঞ্চদ তঁাহাব নেত্রবিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। প্রথমে তঁাহাকে ফিরোজপুরে আনিয়া পরিশেষে বাবাণসীতে উপস্থিত কবা হয়। মহারানী বিন্দন, হিন্দুব আবাধ্য ক্ষেত্র—হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি কানীধামে উপনীত হইয়া, মেজর জর্জ ম্যাক্গ্রেগব নামক একজন সৈনিক পুরুষের তত্বাবধানে রক্ষিত হয়েন।

এইরূপে বণজিৎ-মহিষী বিন্দনের নির্বাসনব্যাপাব সম্পন্ন হইল। পঞ্জাব ধীব জলাধির আয় নিশ্চলভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্বাসন চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র বাবিবিন্দুও তাহার নেত্র হইতে বিগলিত হইল না ; যে বহি তাহাব হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটি শুল্লিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না। পঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত পুরুষের আয় জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া বহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণবিশিষ্ট নহে, এই নির্জীবত্ব প্রকৃত নির্জীবত্বের পবিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিভৃততা। দলীপ সিংহ স্মৃথময় বাণ্যলীলাতরণে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীব শোচনীয় পরিণামে গিনি কাতব হইলেন না। ভবিষ্যজীবন—ভবিষ্যৎসংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বালক বেসিডেণ্টের মন্ত্বে মোহিত হইয়া অম্লানবদনে, অতল অনন্ত সাগবে স্নেহময়ী জননীব বিসর্জন দেখিল। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে নাই, যে অগ্নি তাহাব হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল তুষানলের আয় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসাবিত কবে নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবে যে তেজ প্রসারিত করিয়া-ছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিতে অবিলম্বে ঐ জড়ত্ব সজীবতায় এবং ঐ তুষানল প্রচণ্ড হতাশনে পরিণত হইল। মহারানী বিন্দনের নির্বাসনের কিছুকাল পবেই সমগ্র পঞ্জাব অদৃষ্টচর তেজস্বিতায়,

অপূৰ্ণ জাতীয় জীবনের মহিমা, ঐ সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল ।

মহারাজী বিন্দনেনব নির্ধাসন ব্যতীত আরও দুইটি কারণে শিখেরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে । ঐ কারণদ্বয়ের একটি, দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্ধারিত করিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অসম্মতি, অপরটি বুদ্ধ শিখসর্দাব ছত্রসিংহের অপমান । সর্দাব ছত্র সিংহ হাজিরার শাসনকর্তা ছিলেন । বয়োবৃদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ হওয়াতে, শিখসমাজে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল । তাঁহার পুত্র সেনাপতি শের সিংহও উদাবপ্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন । মহারাজ দলীপ সিংহের সহিত সর্দাব ছত্রসিংহের দুহিতা অথবা শেব সিংহের ভগিনীর বিবাহেব সম্বন্ধ হয় । মেজব এড্‌ওয়ার্ডিস্ নামক একজন সহৃদয় সৈনিক উপস্থিত বিবাহের বিষয়ে লাহোবের বেসিডেন্টকে লিখেন,—“এখন সকলেই প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই বর্তমান গোলযোগ ও সৈনিকগণের অসহ্যবহারের কারণ দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন । এই সময়ে যদি মহারাজকে একটি মহাবাহীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে, সন্ধি রক্ষা করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যত্ন আছে বলিয়া, সাধারণে আশ্বস্ত হইতে পারে । এতদ্বারা নিঃসন্দেহ লোকেব সন্দেহ দূর হইবে ।”

জার্ম ফ্রেড্রিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মোখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন । তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পৰামর্শ করিবেন ; স্বীকার কবিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মহারাজ, তাঁহার বিনাহপাতী এবং তৎপরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক আছেন । কিন্তু তিনি যে, কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এক্রপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না । কূটমন্ত্রণাপর রেসিডেন্ট অবশেষে লিখিলেন,—“দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে,

পঞ্জাবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতিসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না । কস্তাপক্ষ ও দববারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে, এ বিষয়ে আমাব কোন আপত্তি নাই ।” ষাঁহারা সবলপ্রকৃতি, ষাঁহাদের হৃদয়ে স্তরে স্তরে সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা আপনাদের ছায় রেসিডেন্টের ঐ লিখনভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন । কিন্তু ষাঁহারা দুর্বোধ্য রাজনীতির রহস্তভেদে সমর্থ, ষাঁহাদেব কুট মন্ত্রণায় মণ্ডলেম্বর রাজচক্রবর্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, উদাসীনবেশে বনে বনে বেড়াইতেছেন, পক্ষান্তরে উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেম্বর রাজচক্রবর্তীর পদে সমাসীন হইয়া, আপনার ইচ্ছানুসাবে শাসনদণ্ডেব চালনা কবিতেছেন, তাঁহাবা অনায়াসেই ঐ লিপিতে বুঝিতে পারিবেন যে, রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া, তেজস্বী শের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিতে সম্মত নহেন ; বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই । সুতরাং শিখদিগেব হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যজ্ঞাবী । আজ যাহা বণজিৎ-রাজ্য বলিয়া সাধারণের নিকটে পরিচিত হইতেছে, কা’ল তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াব লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, সর্বত্র ব্রিটিশভাব, ব্রিটিশ আচাব ও ব্রিটিশ নীতিব ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে ।

এ দিকে রেসিডেন্টের আদেশে সর্দার ছত্র সিংহের জায়গীর বাজিয়াপ্ত করা হইল । বুদ্ধ সর্দারের অপমান ও ছুববস্ত্রার একশেষ হইল । স্বদেশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনে, বুদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে শিখ সেনাপতি মহাবীর সের সিংহের হৃদয় ব্যথিত হইল । তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপুত্র, শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া, আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিবার জন্ত অস্ত্রধারণ করিলেন ।

এইরূপে ইংরেজ দিগের সহিত শের সিংহের যুদ্ধ উপস্থিত হইল । প্রথমে রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্ত পরাজিত প্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ করিল । ইহার পর শেরসিংহ চিনিয়াবালায় যাইয়া, শিবির সন্নিবোধিত করিলেন । ১৮৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় । এইদিনে শিখেরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য চিনিয়াবালার ক্ষেত্রে অসীমসাহসে যুদ্ধ করিয়া, বিজয়শ্রীর অধিকারী হয় ; এই দিনে বীরশ্রেষ্ঠ শের সিংহেব পরাক্রমে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গফ্-পরাজিত হইলেন । এই দিনে ব্রিটিশ পতাকা শিখদিগের হস্তগত, ব্রিটিশ কামান শিখদিগেব অধিকৃত, ব্রিটিশ অশ্বারোহী শিখদিগের বিক্রমে পলায়িত এবং ব্রিটিশ পদাতিক শিখদিগকর্তৃক পবাতৃত হয় ; সেনাপতি শের সিংহ এই দিনে বিজয়ী হইয়া, তোপধ্বনিতে চাবি দিক কম্পিত করেন ; ষাঁহারা অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে হতসর্বস্ব ও হতগৌরব করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দিনে ভারতবর্ষীয় বীরপুরুষের তেজস্বিতা, সাহস ও বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করেন । ইতিহাসেব আদবের ধন ভাবতবধ এইরূপ লোকাভীত বীরত্বের জন্য চির প্রসিদ্ধ । যদি কেহ রণতরঙ্গায়িত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় গ্রীক সেনাপতিদিগেব বিবরণ পাঠ করিয়া, ভারতের দিকে চাহিয়া নেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে বলা যাইতে পারে, হিন্দুঘাট ভারতবর্ষের ধম্মাপলি, আব এই চিনিয়াবালা ভারতবর্ষের মারাথন । মিবারের প্রতাপসিংহ ভারতের লিওনিদস্, আর পঞ্চনদের এই শের সিংহ ভারতের মিল্তাইদিস্ । যদি কোন বীরশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্রসমাজের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ অসাধারণ দেশাতুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অঙ্গরাদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তব্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি

সেই লিওনিদস্ ও মিলতাইদিস্ ; আর এই প্রতাপ সিংহ ও শের সিংহ ।
চিনিয়াবালা ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র । পবিত্র ইতিহাস
হইতে এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবকাহিনী কখনও অপসারিত হইবে
না * ।

চিনিয়াবালাব পর গুজবাটেব যুদ্ধে শের সিংহের পরাজয় হয় ।
শিখসর্দাবেবা পবাজিত হইলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই ।
শিখগুরু ত্রিটিশ সেনাপতি স্ত্রাব ওয়াণ্টেব গিলবার্টেব দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত
হইয়া অস্ত্র পবিত্যাগপূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে গম্ভীবস্ববে কহেন,—‘ইবেজদিগেব
অত্যাচারপ্রযুক্ত আমবা যুদ্ধে প্ররুত হইয়াছিলাম । আমবা স্বদেশেব জন্ত
যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি । এখন আমাদের ভববস্থা ঘটিয়াছে । আমাদের
সৈনিকগণ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীৰশয্যায শয়ন করিয়াছে । আমাদের
কামান, আগাদেব অস্ত্র, সমস্তই হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে । আমবা এখন
নানা অভাবে পড়িয়া, আত্মসমর্পণ কবিতেছি । আমরা যাহা কবিযাছি,
তাহাব জন্ত কিছুমাত্র ক্ষুদ্র হই নাই । আমবা আজ যাহা কবিযাছি,
ক্ষমতা থাকিলে কা’লও তাহা কবিব ।’ এইরূপ তেজস্বিতার সহিত
শিখসর্দাবগণ একে একে আপনাদেব অস্ত্র ভূমিতে বাখিলেন । পবে
সকলেই গম্ভীবস্ববে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন,—“আজ হইতে মহারাজ
বর্গজিৎ সিংহেব যথার্থ মৃত্যু হইল ।” কিন্তু এই তেজস্বিতা—এই
স্বদেশবৎসলতাব সম্মান রক্ষিত হইল না । যে সকল শিখ গুজবাটেব

* এই যুদ্ধ “দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ” নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে । কিন্তু
লাহোরদরবার সাক্ষাৎসংক্ষেপে এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না । প্রথম শিখযুদ্ধ যেমন
লাহোরদরবার ও ত্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘটয়াছিল, দ্বিতীয়বার তেমন ঘটে
নাই । লাহোরদরবারের অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে ছিল । স্বদেশ-
বৎসল সর্দার শের সিংহ নানা কারণে ত্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া,
এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন । সুতরাং ইহা দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ
করা ততটা সঙ্গত বোধ হয় না ।

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহার দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্রোতে বীরত্বের সম্মান, বীরত্বের আদব,—সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যুদ্ধের পব লর্ড ডালহোসী পঞ্জাব অধিকার করিতে উদ্বৃত্ত হইয়া ইলিয়ট সাহেবকে প্রতিনিধিস্বরূপ লাহোর-দরবাবে পাঠাইয়া দিলেন। স্ত্রার ফেডরিক্ কারির কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে স্ত্রার হেনরী লরেন্স পুনর্ব্বার রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, ২৮শে মার্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ কবিত্তে অনুরোধ কবিলেন। তৎপরদিন (২৯শে মার্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বাব পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অবিচাব নিবারণে অনেক চেষ্টা কবিলেন; সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া, শিখরাজ্যের স্বাধীনতা বক্ষা কবিত্তে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডালহোসীব ঘোষণাপত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিতের ছুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড়িল। ছুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহাবাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য সফল হইল। পঞ্জাব ডালহোসীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজনীতির গুণে ভারতব মানচিত্রে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল *। মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব হইতে অপসারিত হইলেন। ফতেহগড়ে তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার যে সমস্ত খাস-সম্পত্তি ছিল, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাহাও

* একদা মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখিতে দেখিতে ইংরেজীতে ব্যাখ্যায় একজন শিখকে মানচিত্রস্থিত লাল রঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ঐ ব্যক্তি কহিলেন,—“যে সকল স্থান ইংরেজদিগের অধিকৃত, তৎসমুদয় লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে।” রণজিৎ সিংহ অমনি বলিয়া উঠিলেন,—“সব লাল হো জায়েগা” অর্থাৎ কালে সমুদয়ই ইংরেজদিগের অধিকার হইয়া যাইবে।

অধিকার করিতে নিরস্ত থাকিলেন না * । যে লোক-প্রসিদ্ধ কহিনুর হীবক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে বিপ্লবেব পর বিপ্লবে মহারাজ বণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, বণজিৎ সিংহ বাহা যত্নের সহিত বাহতে ধারণ কবিতেন, ডালহৌসী “পাঁচ জুতি” + মূল্য দিয়া, তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহেব নিকট হইতে গ্রহণ কবিলেন ।

পঞ্জাবগ্রহণেব অঙ্গীকাবপত্রে দলীপ সিংহও তাঁহাব পোষ্যবর্গের জ্ঞাত বার্ষিক বৃত্তি অনূন ৪ লক্ষ ও অনধিক ৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল । কিন্তু রাজ্যচ্যুতিব পবে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজাব টাকা পাইতেছিলেন । সাত বৎসব পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয় । ১৮৫৮ অব্দ হইতে দলীপ সিংহকে বার্ষিক

* দলীপ সিংহ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার খাস-সম্পত্তির একটি হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় হইত । লবণের পনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত । এতদ্ব্যতীত শাল, অলকার প্রভৃতি জবাজাত ছিল । ইংরেজ গবর্ণমেন্ট সম্পত্তির অধিবরণ ছিলেন । তথাপি গবর্ণমেন্ট অসমুচিততিস্তে উহা বিক্রয় করেন । সিপাহীযুদ্ধের সময়ে দলীপ সিংহের কতেহ-গড়ের আবাসবাটিতে অনূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয় । গবর্ণমেন্ট উহার জন্ত ৩০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু দলীপ সিংহ তাহা গ্রহণ করেন নাই ।

+ কহিনুরের ইতিবৃত্ত বড় অদ্ভুত । কিংবদন্তী অনুসারে ঐ মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে । তৎপরে উহা উজ্জয়িনীরাষ্ট্রের শিরোভূষণ হয় । খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খান খান দেশ অধিকার করিয়া, উহা লাভ করেন । পাঠানরাজ্যের ধ্বংস হইলে ঐ মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে । ইহার পর নাদীর শাহ দিল্লী আক্রমণ-সময়ে উহা গ্রহণ করেন । নাদিরের হত্যাব পর কাবুলের আহম্মদ শাহ উহা প্রাপ্ত করেন । ক্রমে ঐ মণি শাহ সুজার হস্তগত হয় । মহারাজ বণজিৎ সিংহ শাহ সুজাকে পরাজিত করিয়া, উহা গ্রহণ করেন । কথিত আছে, একদা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি কহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে, বণজিৎ সিংহ হাসিয়া কহিয়া-ছিলেন, “এস্কে কিন্নং পাঁচ জুতি” অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্বাধিকারীর নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে ।

আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় * । নানা কারণে ঐ টাকা হইতে আবার প্রতিবৎসর ৭০ হাজার টাকারও অধিক বাদ যায় । সুতরাং মহারাজ পঞ্জাবকেশবীৰ পুত্র এক সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হইতে বার্ষিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকারও কম পাইয়াছেন ।

যদি আয়েব দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে প্রতীত হইবে যে, লর্ড ডালহৌসী চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবরাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন । বীরশ্রেষ্ঠ শেব সিংহ পিতাব অপমান জ্ঞাত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন ; লাহোর-দরবারেব প্রবোচনায তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন নাই । শাসন-সমিতিতেই যে আট জন সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় জন সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন । অবশিষ্ট দুই জনেব মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ । কেবল একমাত্র শেব সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কবেন, তাহাও স্বীয় জনকেব ঘোবতর অপমান দেখিয়া । অধিকন্তু শাসন-সমিতির যে ছয়জন সদস্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন,— যদি তাঁহাবা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেব সহিত একমত না হইবেন, এবং দলীপ সিংহেব রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকাভেব নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না কবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে । এইরূপে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বদেশেব স্বাধীনতাৰ হানিকাবক অপবিত্র অঙ্গিকাবপত্রে স্বাক্ষর কবান হইয়াছিল । এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লাহোর-দরবারেব অধ্যক্ষ, দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট

* এই আড়াই লক্ষ ব্যতীত দলীপ সিংহের আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ জন্য গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । শেবে আত্মীয়স্বজনের অনেকের মৃত্যু হওয়াতে, গবর্ণমেন্ট বোধ হয়, ৫০ কি ৫০ হাজার টাকা প্রতি বৎসর দিয়াছেন । অবশিষ্ট টাকা দলীপ সিংহের হস্তগত না হইয়া, গবর্ণমেন্টের কোষাগারেই গিয়াছে ।

তাহার অভিভাবক, মহাবাগী বিন্দন বাবানসীতে নির্বাসিত। সুতরাং পঞ্জাবেব শাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব। তথাপি কোন্ দোষে দলীপ সিংহকে রাজ্যচ্যুত, ত্রিচ্যুত কবা হইল? কোন্ দোষে তাহাব পৈতৃক রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইল? বহুসহস্র বৎসব পূর্বে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহ যখন পঞ্জাবে আসিয়া মহারাজ পুরুষকে সমবে পবাজিত কবেন, তখন তিনি পবাজিত শত্রুর অসাধারণ বিক্রম ও সাহস দেখিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে স্বপদে স্থাপন ও তাহার সহিত মিত্রতা বন্ধন কবিয়া প্রস্থান কবিয়াছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যদেশবাসী একজন সুশিক্ষিত রাজপুরুষ সেই পঞ্জাবে আপনাদেব বক্ষাধীন একটি নির্দোষ, নিবীহস্বভাব বালককে সিংহাসনচ্যুত কবিয়া অভিভাবকতাব পবাকাস্তা দেখাইলেন। সময়েব কি অপূৰ্ণ পবির্ত্তন! জ্ঞান ও ধৰ্ম্মেব কি বিচিত্র উন্নতি!

রাজ্যচ্যুতিব সময়ে দলীপ সিংহেব বয়স এগাব বৎসব ছিল। তিনি এই সমবে শ্রাব জনু লজিনু নামক এক ইংবেজেব শিক্ষাধীন হয়েন। ১৯৫৩ অব্দে ফতেহগড়ের একজন খ্রীষ্টধৰ্ম্মপ্রচারক স্বকীয় ধৰ্ম্মগ্রন্থেব অনুশাসন অনুসাবে তাহাকে খ্রীষ্টীয় ধৰ্ম্মে দীক্ষিত কবেন। ইহার এক বৎসব পবে পঞ্জাবকেশবীর খ্রীষ্টধৰ্ম্মাবলম্বী পুত্র ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন*। আব মহাবাগী বিন্দন? যাহাব নির্বাসনে প্রভুতরু খালসা সৈন্ত উন্নত

* ইংলণ্ডে স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করা, প্রথমে দলীপ সিংহের অভিপ্রেত ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এরোচনায় তিনি ঐরূপ বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেন্ট তাহাকে স্বদেশে আসিতে দেন নাই। বহুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া দলীপ সিংহ স্বদেশ-বাসে উদ্যত হয়েন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছানুসারে স্বদেশের কোন স্থানে বাইতে পারিবেন না, তাহাকে গবর্ণমেন্টের নজরবন্দিরূপ থাকিতে হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু হতভাগ্য দলীপ সিংহ ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। এডেন্ পর্যন্ত আসিয়া তিনি আবার ইংলণ্ডের

হইয়া, ভীষণ অনলক্ৰীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি আপনার অবস্থার বহুবিধ পরিবর্তনের পরে বুদ্ধ, ভয়চিহ্ন ও প্রায় অন্ধ হইয়া, ইংলণ্ড পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন । ১৮৬৩ অব্দে বারিধিবেষ্টিত, অপবিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে, প্রাণাধিক তনয়েব পার্শ্বে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যলুপ্ত, শ্রীলুপ্ত মহীষীর জীবনশ্রোত অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া যায় ।

কর্তৃগণের আদেশে বিলাতে প্রতিগমন করেন । অবশেষে সৰ্ব্ববিষয়ে হতাশ হইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলেন । এই স্থানেই তাঁহার দেহত্যাগের সহিত তদীয় দুঃসহ কষ্টের শান্তি হয় ।

দলীপ সিংহ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হইয়া, বিলাত হইতে তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে সঙ্ঘোদনপূর্বক নিম্নলিখিত ভাবে আপনার দুর্নিবাসের হৃদয় বেদনা পরিব্যক্ত করিতেও ক্রটি করেন নাই :—

“প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ ! ভারতবর্ষে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না । কিন্তু সঙ্গত সকলের বিধাতা । তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতালী । আমি তাঁহার আন্তরিক । আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাঁহার ইচ্ছায় ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, ভারতে গিয়া, সামান্তভাবে বাস করিব । আমি সঙ্গতের ইচ্ছার নিকটে মন্থক অবনত করিতেছি ; বাহা ভাল তাহাই হইবে ।

“খালসাগণ । আমি আমার পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, পরধর্ম গ্রহণ করাত্তে, আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । কিন্তু যখন আমি খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল ।

“আমি বোম্বাইতে উপস্থিত হইয়া শিখধর্ম গ্রহণ করিব । * * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলিব এবং গুজ গোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করিব ।

“আমার সবিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও, আমি পঞ্জাবে যাইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না ; এজন্য আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম ।

‘ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী প্র তি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছি । সঙ্গতের ইচ্ছা পূর্ণ হউক ।

গুয়া গুরুজী কি কতে,

প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ,

আমি আপনাদের নিজের মাংস ও রক্ত

দলীপ সিংহ ।’

এইরূপে শিখবাজ্যেব অবস্থান্তর ঘটিল । আদিগুরু নানক আপনার সরলতা ও নির্ভার গুণে যে স্থানে ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ যে স্থানে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, স্বাধীনতাব প্রাণরূপিনী পবনা শক্তিব ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, রণজিৎ সিংহ যে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অসাধারণ ক্ষমতাব মহিমায সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, এইরূপে তাহা পবহস্তগত হইল । পঞ্জাবকেশরী পঞ্চনদ আজ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াব অন্তর্ভুক্ত । দেববাহনীয় কহিহুর আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীস্থবীৰ সর্বশ্রেষ্ঠ বত্তেব মধ্যে পরিগণিত । প্রলয়পযোধির জলোচ্ছ্বাসে সে গোবব, সে মহন্ত, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে । মহাবাজ রণজিৎ সিংহ মুসলমান ভূপতিদিগকে পবাভূত করিয়া, যে বিশাল বাজ্যে আপনাব আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়াছিলেন, সে রাজ্য আজও ভাবতেব মানচিত্রে শোভা পাইতেছে ; যে সপ্ত সিন্ধুর মনোহর তটদেশ শিখদিগেব বিজয় পতাকায শোভিত থাকিত, সে সপ্তসিন্ধু আজও অবিবামগতি প্রবাহিত হইতেছে, ; কিন্তু আজ পূর্বতন সময়ের সে অপূর্ব দৃশ্য নাই । সে সময় চিবদিনের জন্ত অতীতেব অনন্তশ্রোতে মিশিয়া গিয়াছে । কিন্তু সহৃদয় বর্গেব স্মৃতি হইতে—ইতিহাসের পত্র হইতে শিখদিগেব মহাপ্রাণতা ও শুবুদ্ধের কাহিনী কখনও স্থলিত হইবে না এই কাহিনী অনন্তকাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে । যদি ভারত-মহাসাগবেব অতলজলে সমগ্র ভারতবর্ষ নিমগ্ন হয়, যদি হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গপাতে ভাবতেব সমগ্র দেহ সস্তাড়িত, নিষ্পেষিত ও বিচূর্ণিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও শিখদিগেব অনন্ত কীর্তি অক্ষয় থাকিবে, তাহা হইলেও পৃথিবীব সমগ্র সহৃদয়-সমাজে গুরু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ সিংহ এবং শেবসিংহের যশোগান হইবে ।

লক্ষ্মীবাই ।

লক্ষ্মীবাই খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত বীররমণী । যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দণ্ড প্রতাপ, যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সুবিস্তৃতভূখণ্ড ব্রিটনেব বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গোরবান্বিত, তখন লক্ষ্মীবাই, বদ্ধমূল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমুথিত হইয়া, স্বাধীনতার গোবব-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন । লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় যেমন কমনীয়-কামিনীজনোচিত মধুবতা ও স্নিগ্ধতায় আর্জ ছিল, সেইরূপ স্থিরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতায় উহা অটল হইয়া উঠিয়াছিল । যদি কেহ মাধুর্য্যময় কোমল সৌন্দর্য্যেব সহিত ভয়ঙ্কর ভাবের সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলেব অঙ্গবিলাসেব সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন কবিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণাধরিনীর সহিত লোকাবণ্যের পর্কতবিদাবক, ভৈরব রব শুনিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাই তাঁহার নিকটে অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আশ্পদ বলিয়া পবিগণিত হইবেন । এই লাভণ্যময়ী বীণাধরিনীর বীরত্বকাহিনী শুনিতে স্তম্ভিত হইতে হয় ।

লক্ষ্মীবাই কে ? তিনি কি জ্ঞাত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন ? যে শক্তির আবির্ভাবে দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ মণ্ডক অবনত করিয়াছিল ; পঞ্জাবকেশরীৰ পঞ্চনদ পূর্বগোবব-ভ্রষ্ট হইয়াছিল ; বাঙ্গালা ও বিহাবের শ্যামল ভূমিতে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে, সিন্ধু ও মধ্যভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পতাকা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাবে বিকাশ পাইতেছিল, এবং ইংলণ্ডের বণিকসমাজের একজন কৰ্ম্মচারীর ক্ষমতা বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে চক্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা ভোজের

ক্ষমতার গৌরবস্পর্ধিনী হইতেছিল, কি জ্ঞাত সেই মহাশক্তি পৰ্য্যুদন্ত করিতে উত্তত হয়েন ? এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

লক্ষ্মীবাই মোবোপন্ত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। মোবোপন্ত পেশবা বাজীরাওর সহোদর চিমাজী আপ্পা সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আপ্পা সাহেবেব সঙ্গে ইনি কাশীধামে গিয়া বাস করেন। ইহার পতিপ্রাণা ভার্যা ভাগীবথীবাই স্বামীর সহিত কাশীবাসিনী হয়েন। এই পবিত্র স্থানে ইহাদের একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। মাতাপিতা কন্যার নাম মনুবাই রাখেন। মনুবাই পবিশেষে লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই সময়ে পেশবা বাজীবাও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকটে ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া, আপনাব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কাণপুবেব নিকটবর্ত্তী বিঠুরে বাস কবিতেছিলেন। আপ্পা সাহেবেব দেহান্তর হইলে, মোরোপন্ত পত্নী ও কন্যা লইয়া বিঠুরে গিয়া, পদভ্রষ্ট পেশবা বাজীবাওর আশ্রয়ে বাস করেন। এই স্থলে পেশবার দত্তক পুত্র নানা সাহেবের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে মনুবাইব বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। মনুব প্রকল্প শতদলসদৃশ সুখত্ৰী, তপ্ত-কাঞ্চনসদৃশ দেহকান্তি দর্শনে বাজীবাও এবং তাঁহার সহচরবর্গ নিরতিশয় প্রীত হবেন ; একজন জ্যোতিষী বালিকাব জন্মপত্রিকা দেখিয়া কহিয়াছিলেন যে, এক সময়ে ইনি বাজরাণী হইবেন। জ্যোতিষীব গণনা নিরর্থক হয় নাই।

ভাবতেব মানচিত্রের মধ্যস্থলে বৃন্দেলখণ্ডের পার্শ্বত্যা প্রদেশে ঝাঁসি নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থান দেখা গিয়া থাকে। ঝাঁসি প্রকৃতির রমণীয় স্থানে অবস্থিত। উহার উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিকেই সমুদ্রত পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতেব পার্শ্বদেশ হ্রির্দ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। স্থানে স্থানে প্রশস্ত জলাশয় অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ১,৫৬৭ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ঝাঁসি

মহারাজকুলগৌরব পেশবার আশ্রিত ও অনুগত মহারাজবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল ; পরে ১৮১৭ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় । ঝাঁসির শেষ অধিপতির নাম গঙ্গাধর রাও । ইনি ১৮৩৮ অব্দে ঝাঁসির গদিতে আরোহণ করেন । ইহার প্রথম পত্নী লোকান্তরিত হইলে, ইনি দ্বিতীয় বাব মনুবাইব সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়েন । রাজধানীতে প্রবেশকালে পূর্ববাসিগণ মনুবা বাবণ্য সন্দর্শনে “মা লক্ষ্মী” বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কবে । তদবধি তিনি লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।

১৮৫৩ অব্দে গঙ্গাধর রাওব আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় । তিনি নিঃসন্তান ছিলেন । এজন্ত মৃত্যুর পূর্বে যথানিয়মে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নিকটে এই মর্মে এক খানি পত্র লিখেন ;—“আমি এখন সাতিশয অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি । একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেন্টের সর্বিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেও এত দিনের পর আমার পূর্বপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইয়া ভাবিয়া, আমি নিবতিশয ক্ষুব্ধ হইয়াছি । এই জন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত আমাদের যে সন্ধি হয়, তাহাব দ্বিতীয় ধাবা অনুসারে আমি আনন্দ রাও নামক আমার একটি পঞ্চবর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি । যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এবং আপনাব গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে আমি বোগ হইতে মুক্ত হই, আমি যেক্রপ তরুণ-বয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্র জন্মে, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্য করিব । আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততাৰ অনুবোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া, বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন । তাহাব প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসহ্যবহার প্রদর্শিত না হয় ।”

মুম্বু গঙ্গাধর রাওর লেখনী হইতে এইরূপ বিনয়নম্র বাক্য বহির্গত

হইয়াছিল ; এইরূপ সৌজন্য তাঁহার জীবনের শেষ লিপিব প্রতি অক্ষরে পরিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মুম্বুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। যিনি সন্ধিভঙ্গ করিয়া বণজিতের বাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা স্থাপন করেন, যাহার রাজনীতির মহিমায সাতাবারাজ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাবাহীদীগেব আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এক্ষণে ঝাঁসির বিচাৰভাব তাঁহাবই হস্তে আসিল। ডালহৌসী অবসব বুঝিয়া, সাতারার ন্যায় ঝাঁসিগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে আদেশলিপি প্রচাৰিত হইল। ঝাঁসি ডালহৌসীব আদেশ বাওবংশীয়ের হস্ত হইতে স্থালিত হইয়া পড়িল।

ঝাঁসি ব্রিটিশ ঈণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইল বটে, কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার বাজ্য পবহস্তগত হইয়াছে, পবদেশীয় পবপুরুষ অবলীলাক্রমে—অগ্নানভাবে তাঁহাব দত্তক পুত্ৰেব অধিকাব বিলুপ্ত কৰিয়াছে, ইহাতে তিনি মৰ্ম্মাহত হইলেন। লক্ষ্মীবাইয়েব হৃদয় অতি উচ্চভাবে পূৰ্ণ ছিল। মেজর মাল্‌কমের ন্যায় ব্যক্তিও স্পষ্টাক্ষবে নির্দেশ কৰিয়াছেন, —“লক্ষ্মীবাই সাতিশয় মাননীয়া ও রাজপ্ৰতিনিধিৎবেব সম্পূৰ্ণ যোগ্যপাত্ৰী। তাঁহাব স্বভাব অতি উচ্চভাবেব পরিচায়ক। ঝাঁসিব সকলেই তাঁহার প্ৰতি প্ৰগাঢ় সন্মান দেখাইয়া থাকে। এইরূপ বীৰাঙ্গনা স্বকীয় রাজ্য রক্ষা কৰিতে যথাশক্তি প্ৰয়াস পাইলেন ; সন্ধিব নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তকগ্রহণের বিধি দেখাইয়া, ঝাঁসিব রক্ষার জন্য আগ্ৰহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে স্তুবিচাব প্ৰাৰ্থনা কৰিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্ৰাৰ্থনা বা সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। অবিচাৰেব ও অবমাননায লক্ষ্মীবাই সাতিশয় ব্যথিতা হইলেন। দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞা য়াহার প্ৰকৃতি উন্নত কৰিয়াছে, অটলতা য়াহাব হৃদয় অবিচলিত কৰিয়া রাখিয়াছে, এবং অধ্যবসায় য়াহার চিত্তবৃত্তি সমগ্ৰ

বিপ্লববিপত্তির আক্রমণ সহ্য করিবার উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে, তিনি কখনও কোন প্রকার বিপদে অভিভূত হয়েন না। লক্ষ্মীবাই এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন। তিনি আপনার দশাবিপর্য্যয়েও দৃঢ়তর অধ্যবসায় হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ব্রিটিশ এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎকালে লক্ষ্মীবাই মনোগত যাতনা-প্রকাশক তীব্রস্বরে কহিলেন,—“যেবা ঝাঁসি দেখে নেই।” এজেন্ট এই বীরবমণীর দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইলেন। ঝাঁসি কোম্পানির বাজ্যভুক্ত হইল, কিন্তু এই অবমাননাবোধ বীরজায়ার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত বহিল।

১৮৫৭ অব্দেব সিপাহীযুদ্ধেব সময়ে যখন ভাবতবর্ষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সজঘটিত হয় ; কানপুর, মিরাট, লক্ষৌ ও দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে যখন বৃন্দেল-খণ্ডও তবঙ্গায়িত হইয়া উঠে ; তখন ঝাঁসিস্থিত ইউরোপীয়গণ নিহত ও পলায়িত করেন। এই সময়ে লক্ষ্মীবাই উত্তেজিত সিপাহীদিগকে দ্বীভূত করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির নামে ঝাঁসিৰাজ্য শাসন করেন। বাজ-পুরুষগণ তাঁহাব উদ্দেশ্য, তাঁহাব মনোগত ভাব, তাঁহাব সংকল্পের ভাবী ফল বুঝিতে পারিলে, তাঁহাকে কখনও আপনাদেব শত্রু বলিয়া মনে করিতেন না ; তিনিও সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। লক্ষ্মীবাই ঐ দুঃসময়ে ইংবেজের উপকারেব জন্য ঝাঁসিৰাজ্য অশ্রুজ্বলভাবে বাধিয়াছিলেন ; কিন্তু ইংবেজেরা তাহা না বুঝিয়া তাঁহাকে আপনাদেব বিপক্ষশ্রেণীতে নিবেশিত করিলেন। তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ইংবেজের পদানত না হইয়া, আত্মসম্মান বক্ষাব জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি এই সময়ে কামিনীর কমনীয় বেশ পরিচ্যোগ করিলেন। যুদ্ধবেশে এখন তাহাব লাবণ্যময় দেহ সজ্জিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের যুবতী বীরঙ্গন্য সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। বৈদেশিকেব লেখনী হইতে যাহাই নির্গত হউক না কেন, সন্দেহ কবি ও সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকের নিকটে এ চিত্র

চিরকাল সম্মানিত হইবে । কে ভাবিয়াছিল, প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে, ভারতে আবার এ অপূর্ণ দৃষ্টেব আবির্ভাব হইবে ? কে ভাবিয়াছিল, এই পরাধীনতাব সময়ে ভাবতেব কোমলতাময়ী যুবতী অশ্বপৃষ্ঠে অধিক্রুতা হইয়া কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মহাশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইবে না ? যে কমনীয় বহ্নিশিখা লোকলোচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, কে ভাবিয়াছিল তাহা সংহাবিণী মূর্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক চারিদিক্ দগ্ধ কনিতে অগ্রসব হইবে ? অধিক দিন অতীত হয় নাই, ভাবতে এইরূপ অসাধারণ পবিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল । নির্জীব নিচেষ্ঠ ও নিষ্ক্রিয় ভাবতবাসীব মধ্যে এইরূপ পাবকশিখার আবির্ভাব হইয়াছিল । ভারতেব বিধবা বীববমণী এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ কবিয়াছিলেন । পূর্ণবিকশিত শতদল এইরূপ কঠোবতায় পবিণত হইয়াছিল ।

লক্ষ্মীবাই বীবপুকষের বেশ পরিগ্রহ করিলেন । তাঁহার কোমল দেহ কঠিন বর্ষে আচ্ছাদিত হইল, কোমলহস্তে কঠোব অসি শোভা পাইতে লাগিল । সৌন্দর্যালীলাময়ী ললনার লাবণ্যরা শতে এখন অপূর্ণ ভীষণতাব আবির্ভাব হইল । সহৃদয় পাঠক ! হৃৎখদারিড্রাপূর্ণ, হতাশ ভাবতেব শোচনীয় অবস্থাব মধ্যে একবার ঐ অপূর্ণ ভাবের বিষয় চিন্তা কব, কল্পনাব নেত্রে একবাব ঐ ভয়ঙ্করী মহাশক্তির দিকে চাহিয়া দেখ । হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব—অচিন্ত্যপূর্ব্ব—অনাস্বাদিপূর্ব্ব কি এক অনির্ব্বচনীয় রসেব সঞ্চার হইবে । লক্ষ্মীবাই বীবপুকষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে অধিক্রুতা হইয়া, আপনাব সৈনিকদিগকে পবিচালিত করিলেন । ব্রিটিশ সেনাব সহিত তাঁহাব সংগ্রাম উপস্থিত হইল । লক্ষ্মীবাই এই সংগ্রামে কিছুমাত্র কাতবতা প্রদর্শন করেন নাই । তিনি কয়েক মাস নির্ভয়ে, অসীম-সাহসে, ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন । সুদক্ষ ব্রিটিশ সেনাপতি এই বীর্যবতী বীরাজনার অদ্ভুত বণকৌশল ও অসামান্য সাহসে বিস্মিত হইয়া, যুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । লক্ষ্মীবাই ব্যতীত আর

কেহই রণক্ষেত্রে সেনাপতি স্ত্রার হিউ রোজকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করেন নাই। প্রথম যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রামনৈপুণ্যে ব্রিটিশ সেনাপতি স্ত্রার হিউ বোজের সৈনিকদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে বহু সৈন্য নষ্ট হইলেও লক্ষ্মীবাইয়ের তেজস্বিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি আবার মহাপরাক্রমে কল্লিনগবে ব্রিটিশ সৈন্তের সহিত যুদ্ধ কবেন। কিন্তু শেষে কল্লি ইংবেজ-দিগের অধিকৃত হয়। লক্ষ্মীবাই ইহাতেও উৎসাহহীন বা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন নাই। যাহারা তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাব পুত্রকে সামান্য লোকেব অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাব সদভিপ্রায়েও কু-অভিসন্ধি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন প্রকায়ে ইউক, তাঁহাদের ক্ষমতা নষ্ট করাই তাঁহাব একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্মীবাই ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মজীবনের উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বীববমণীর এ প্রতিজ্ঞা কখনও স্থলিত হয় না। বীবদেবও এ উজ্জল ভাবেও কখনও কোনরূপ কালিয়াব ছায়াপাত ঘটে নাই। ১৮৫৮ অব্দে ১৭ই জুন লক্ষ্মীবাই গোবালিয়বেব নিকটে আবার ইংবেজের সৈন্তের সহিত যুদ্ধ কবেন, আবার ভৈরবরবে “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া ব্রিটিশ সেনাপতির সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধই বীব বমণীর জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শেষেই বীববমণীব দেহত্যাগ হয়। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই আপনাদেব সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন। ঘোবতব সংগ্রামের পর তিনি সহচরী-সমভিব্যাহাবে বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া, রণস্থল পবিত্যাগ কবেন। এই সময়ে একজন ইংরেজ সৈনিক তাঁহাব সহচরীকে অস্ত্রাঘাত করে। লক্ষ্মীবাই আপনার অসিব এক আঘাতে সহচরীর হত্যাকারীর শিবশ্ছেদ করিয়া, বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান কবেন। তাঁহার গন্তব্যপথে একটি খাল ছিল। ঐ স্থলে তদীয় বাহনের গতিরোধ হইল; লক্ষ্মীবাই ঘোড়া চালাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে

তাহার অনুসরণকারী, অস্বাক্ষর একজন ইংরেজ সৈনিক সেই স্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীবাই অসিযুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অসির সাহায্যে প্রতিমুহূর্তে আক্রমণকারীকে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শেষে সহসা সৈনিক পুরুষের উত্তোলিত অসি তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। লক্ষ্মীবাই এ অবস্থাতেও অসির আঘাতেও আক্রমণকারীকে মৃত্যুমুখে পাতিত কবিলেন। কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তাহার দেহ অবসন্ন হইল। তদীয় বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহাকে ঐ অবস্থায় নিকটবর্তী একটি পর্ণকুটীরে লইয়া গেল। লক্ষ্মীবাই নিরতিশয় তৃষ্ণাকাতর হইয়াছিলেন। তিনি কুটীরেব অধিস্বামীকে প্রদত্ত পবিত্র গঙ্গাজলে তৃষ্ণাশান্তি কবিয়া, প্রশান্তভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আত্মসম্মান রক্ষার জন্ত যুবতী বীরবর্গীর এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ কি গভীর উপদেশের পরিপোষক! লক্ষ্মীবাই ইংবেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কবিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহা প্রশংসা কবিতোছি না। তাঁহা অসামান্য বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তদীয় পরাক্রম দেখিয়া স্মার হিউ রোজ কহিয়াছেন, “লক্ষ্মীবাই যদিও রমণী, তথাপি তিনি বিপক্ষদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসিনী ও সর্বাপেক্ষা রণপাবদর্শিনী।” বীরপুরুষ বীরাজনার প্রকৃত বীরত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্ত ঐ বীরত্বের গৌরব রক্ষা করেন।

— — —

বালকের বীরত্ব ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খিলজী মন্ত্রী আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধ করেন; চিতোরের অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিপতি লক্ষ্মণসিংহের খুল্লতাত ভীমসিংহ যখন আপনার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন; তখন একটি বীর বালক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়; আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্তে, গরীবসী বীরভূমির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত, নির্ভয়ে

বর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষসৈন্য পরাজিত ও নিশ্চুল করে। এই বীরবালকের বীরত্বকাহিনী কবির রসময়ী কবিতায়, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় গ্রথিত হইবার যোগ্য।

ছবস্ত পাঠান বীরভূমিব দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমবেশে ভীমসিংহের বনিতার মর্যাদানাশ কবিতে হস্ত প্রসারণ কবিয়াছে। আজ বীরভূমি উন্নত - আজ বাজপুতবীবেবা বংশের গৌরবরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাঠান ভূপতি পদ্মিনীব অসামান্য রূপলাবণ্যের কথায় মোহিত হইয়াছেন, অলৌকিক গুণগৌরবের বর্ণনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন ; এ মোহ, এ উত্তেজনার আবেগে তিনি আজ চিতোর আক্রমণ করিতে সমুদ্রত, অকলঙ্ক বাজপুতবংশে কলঙ্কেব কালিমা সমর্পণে সমুথিত। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। চিতোবেব অধিকাবে অকৃতকার্য হইয়া, আলাউদ্দীন অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকালমাত্র দৌখাবাব অভিপ্রায় জানাইলেন। বাজপুত বীব, দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব দেখাইবাব প্রস্তাব কবিলেন। এ প্রস্তাবে আলাউদ্দীন অসম্মত হইলেন না, বন্ধুভাবে চিতোবেব প্রাসাদে আসিয়া পদ্মিনীর পদ্যকাস্তিব প্রতিবিশ্ব দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইল ; মুহূর্ত্তমাত্র লাবণ্যময়ী ললনাব অনুপম লাবণ্যমাগরে তাঁহাব হৃদয় ডুবিয়া গেল। আলাউদ্দীনেব আশা চরিতার্থ হইল, কিন্তু তাহাব হৃদয় হইতে পদ্মিনীর চিত্তবিমোহিনী মূর্ত্তি অন্তহিত হইল না। আলাউদ্দীন ক্লান্তিম বন্ধতা দেখাইয়া ভীম সিংহকে চিতোরেব গিবিভূর্গের বাহিবে লইয়া গেলেন। সরলহৃদয় রাজপুত পাঠানেব চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বন্ধুভাবে আলাউদ্দীনের সঙ্গে গেলেন। আলাউদ্দীন তখন স্নযোগ পাইয়া, ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে আপনার শিবিরে লইয়া গিয়া ঝলিলেন, যাবৎ পদ্মিনী হস্তগত না হইবে, তাবৎ তাঁহাকে মুক্ত করা হইবে না।

পরাক্রান্ত ভীমসিংহ শত্রুর আয়ত্ত হইয়াছেন, পাঠান আবার পবিত্র কুলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। আজ চিতোরের সকলেই বিষম। কিন্তু রাজপুত বীর দীর্ঘকাল বিষমতায় অভিভূত থাকিবায় নহে। অবিলম্বে সকলে প্রসন্নভাবে ভীমসিংহের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল। বীর্ষ্যবন্ত রাজপুতের প্রণয়িনী পাঠানের হস্তগত হইবে, পাঠান অবলীলাক্রমে সৌন্দর্য্যগরিমাব-সতীধর্ষেব মর্যাদা নষ্ট করিবে, পবিত্র কুসুম পাঠানের হস্তস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে, ইহা রাজপুত বীর প্রাণ থাকিতে দেখিতে পাবে না। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে বীরবালক বাদল আপনাদের মর্যাদাবক্ষার জ্ঞাত অগ্রসর হইলেন। ষাটশবর্ষীয় বীর অবিচলিত সাহসেব সহিত জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া, হ্রস্ব শত্রুর হস্ত হইতে ভীমসিংহকে বিমুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তদীয় খুল্লতাত গোঁবা প্রফুল্লহৃদয়ে এই মহৎ কার্য্যে ভ্রাতৃপুত্রের সহকারী হইলেন।

আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া, আপনাব-বিশ্বাসঘাতকতায় আপনাই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, চিতোর-লক্ষ্মী পদ্মিনী বহুসংখ্য দাসী সঙ্গে কবিতা, তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। খিল্জী ভূপতি সংবাদ পাইয়া, আনন্দে অধীর হইলেন, অধীরভাবে কল্পনার সাহায্যে কত সম্মোহন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একে একে সাতশত শিবিকা তাঁহার শিবিরের সম্মুখে, উপস্থিত হইল। এই সকল শিবিকায় পরিচারিকার পবিত্র চিতোরের সাহসী বীরগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুসময়ে এই সকল বীর, শিবিকা হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদের সম্মানরক্ষার জ্ঞাত অগ্রসর হইল। অদূরে পাঠানসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, রাজপুতগণের সহিত তাহাদের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বাদল সাহসী রাজপুতদিগের অধিনেতা হইয়া, বীরত্বের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। ষাটশবর্ষীয় বীরবালকের লোকাভীত পরাক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপক্ষসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল,

মুহূর্তে মুহূর্তে পাঠানেরা বালকের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত ও
 স্তম্ভিত হইতে লাগিল। গোরা ভ্রাতৃপুত্রের সহকারী ছিলেন। পবিত্র
 সমরক্ষেত্রে তাঁহাব পতন হইল। বাদল খুল্লতাতকে সমরশায়ী দেখিয়াও
 হতাশ ও হতোত্তম হইলেন না; দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অশ্বচালনা
 করিয়া শত্রুসেনা ধ্বংস করিতে লাগিলেন। একদিকে দিল্লীর সম্রাটের
 বহুসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সহকাৰী
 কয়েক শত রাজপুত বীর। মাতার কোমল ক্রোড়ে যে লালিত হওবার
 যোগ্য, সে আজ গবীয়দী বীরভূমির সম্মান বক্ষার জন্য, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত
 ও হুর্ভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া, ভীম পরাক্রম শত্রুর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে
 অধিরুদ্ধ; যাহার সৃগঠিত দেহ অপরিক্ষুট কমলব ত্রায লোকলোচনেব
 ভূপ্তিকর, সে আজ কঠোবপ্রকৃতি শত্রুব কঠোর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত।
 ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিবারের যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ দৃশ্যেব আবির্ভাব ইহুয়া-
 ছিল। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, বীরবালক যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের
 পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিজয়লক্ষ্মী বালকের অপূর্ব বীরত্বে আকৃষ্টা
 হইলেন। ভীমসিংহ শত্রুব হস্ত হইতে মুক্তি লাভ কবিলেন। ছরস্ত
 আলাউদ্দীনকে পদ্মিনীব অধিকাবের আশায আপাততঃ জলাঞ্জলি দিতে
 হইল। বাদল ক্ষতবিক্ষত হইয়া বক্তাক্তকলেববে গৃহে উপনীত হইলেন।
 মাতা অপার আনন্দের সহিত পুত্রের মুখ চুশ্বন কবিয়া, তাঁহাকে কোলে
 তুলিয়া লইলেন। বীরবালক জীবনের পবিত্র ব্রত সম্পাদনপূর্বক এইরূপে
 গৃহে আসিয়া খুল্লতাতের পত্নীর নিকটে তদীয় স্বামীর অদ্ভুত বীরত্ব ও
 পরাক্রমের কাহিনী কীর্তন করিতে লাগিলেন। গোবীর অনিতা স্বামীর
 বীরত্বের কথায় প্রকুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে পরলোকগত দয়িতের
 উদ্দেশে অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিলেন। ভারতের বীরবালক এক
 লম্বরে এইরূপ বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিল। বীরবালকের
 এই বীরকীর্তি চিরকাল ভারতের গৌরব ঘোষণা কবিবে।

বীরাজনা ।

দুঃস্থ সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হয়েন, তখন বীৰ্য্যশালী আৰ্য্যগণ গবায়সী জন্মভূমির রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। দিল্লীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশে স্বাধীনতারার্থে, আফগান শত্রুকে ভারতভূমি হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্তে, সমরসজ্জাব আয়োজন করেন; মিবারের অধিপতি পবাক্রান্ত সমবসিংহ, প্রিয়তম পুত্র ও বহুসংখ্য সাহসী সৈন্তের সহিত তাঁহার সহযোগী হয়েন। দিল্লী ও মিবারে যোদ্ধারা একত্র হইয়া এক উদ্দেশ্যে পুণ্যসলিলা দৃশদতীর তটে সমাগত হয়। সে প্রশস্তহৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রাচীন আৰ্য্যগণ জলদগন্তীর মধুর স্বরে বেদ গান কবিতেন; যেখানে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, যোগবত তাপসগণ পবমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, আজ সেই পবিত্র স্রোতস্বতীর তটে আৰ্য্যগণ জীবনের মহত্তর কার্য সাধনের জন্ত একত্র হইলেন। কিন্তু এই মহত্তর কার্য সফল হইল না। দুঃস্থ আফগানের চাতুরীতে হিন্দুদিগের পবাজয় হইল। দৃশদতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবি। পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তিন দিন ঘোরতর বুদ্ধের পব পবিত্র সমরক্ষেত্রে পবাক্রান্ত সমবসিংহের পতন হইল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের, তাঁহার সাহসীদিগের মধ্যে সাহসিতব সৈন্তের দেহরত্ন নদীসৈকতে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। আফগানেরা দিল্লী অধিকার কবিল, কান্যকুঞ্জে জয়পতাকা উড়াইয়া দিল, অবশেষে পুণ্যভূমি রাজপুতনায় উপস্থিত হইল।

পবিত্র সময়ে পবিত্রাত্মা সমরসিংহ দেহত্যাগ করিবাছেন, আজ মিবার অন্ধকার। দুঃস্থ শত্রু দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, আজ বীরভূমি শোকসাগরে নিমগ্ন। রাজপুতনার প্রত্যেক স্থানে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক স্থান বিপক্ষের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া বাইতেছে। তেজস্বিতার—

পবিত্রতার—স্বাধীনতার আশ্রয়ক্ষেত্র আজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত - আজ আফগানের আক্রমণে মহাশ্মশানের সদৃশ । এই বিপত্তিপূর্ণ সময়ে সহসা কোন অনির্ভর্য্যচর্চনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনাস্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল ; সহসা বীরভূমি বীর্য্যমদে মাতিয়া উঠিল । মিবার আপনার গৌরব বক্ষার জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমবভূমিতে অবতীর্ণ হইল । মিবারেব মহাশক্তিরূপিনী যুবতী বীররাশনা বীরসাজে সাজিয়া বিপক্ষের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অগ্রসব হইলেন ।

এই মহাশক্তিরূপিনী যুবতী কে ? মহাবাজ সমব সিংহের বনিতা—কর্ন্দেবী । সমবসিংহের অন্যতম পুত্র—মিবারের উত্তবাধিকারী কর্ণ এই সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন । এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিপক্ষের পদদলিত হইবে ; সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ নিবাহ জীব শত্রুর হস্তে যাতনা পাইবে ; শত্রু অবলীলাক্রমে হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃত্তচ্যুত করিয়া ফেলিবে, ইহা কর্দেবী সহিতে পাবেন না । কর্দেবী আজ শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিতে উদ্বৃত্ত । সমবসিংহ সমবে লোকান্তবিত হইয়াছেন, তাঁহার বিধবা রমণী আজ স্বামীব পবিত্র ধর্ম্মবক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । কর্দেবী বীরবেশ পবিগ্রহ করিলেন । তাঁহাব দেহ বর্শে আচ্ছাদিত হইল ; তাঁহাব হস্তে স্মৃতিস্ক্র অসি শোভা বিকাশ করিতে লাগিল ; বহুসংখ্য রাজপুত, বীবাঙ্কনাব অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল । সাহাবদ্দীন গোবীর প্রিয়পাত্র কোতবদ্দীন ইবক্ বাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কর্দেবী আশ্বেরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । যুদ্ধে বীররাশনা বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন । তাঁহার আক্রমণে বিপক্ষসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল । বিপক্ষের পরাক্রম ক্ষীণতব হইল । কোতবদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্রে লাবণ্যসম্মী যুবতীর ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন । আর তাঁহার জয়ের আশা রহিল না । কর্দেবী অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শত্রুকে পরাজিত করিলেন । বিজয়লক্ষ্যের মহিমায় তাঁহার

দেহলক্ষী অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল । কৰ্ম্মদেবী মিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন । দিল্লীর প্রথম মুসলমান ভূপতিকে বীরাক্তনার পরাক্রমে পরাজিত ও আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল । এক সময়ে মিবার এইরূপে আপনাব স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল ; মিবারের বীররমণী এইরূপে পবাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়াছিলেন । এই অক্ষয় কীর্ত্তিব কাহিনী ইতিহাস হইতে কখন স্থলিত হইবে না । মিবার বার্থার্থই এইরূপ বীরত্বগবিমার লীলা-ভূমি । সহৃদয় ঐতিহাসিক বার্থার্থই কহিয়াছেন, “শত দোষ থাকিলেও, মিবার ! আমি তোমায় ভালবাসি ।”

সন্তোষক্ষেত্র ।

যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পবিচিত আছেন ; ভাবতবর্ষের পূৰ্ব্বতন কাহিনী যাহাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত বহিয়াছে ; তাঁহারা প্রাচীন আৰ্য্যদিগের কীর্ত্তিকলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে বিনম্রভাবে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন । আৰ্য্যগণের কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই শেষ হয় নাই । তিব্বোন্নি বা হলুদিঘাট, দেবীর বা নওশেরা, বামনগর বা চিনিয়াবালাব ক্ষেত্র কেবল তাঁহাদের অবিদ্যব কীর্ত্তিতে ইতিহাসে ববণীয় হয় নাই । বীরত্ববৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকটে পূজা পাইয়া আসিতেছেন । প্রতাপসিংহ প্রভৃতির ত্রায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে ; বুদ্ধ প্রভৃতির ধৰ্ম্মনিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, এবং শীলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতার অপূৰ্ণ মহিমা পবিস্ফুট হইয়াছে । ভারতের ঐ অপূৰ্ণ দানশীলতার কয়েকটি কথা এস্থলে বিবৃত হইতেছে ।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে, যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য কাণ্ডকুজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার বিজয়পতাকায শোভিত করিতেছিলেন ; যখন মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশী আপনার অসাধারণ ভূজবলের মহিমায় মহাবর্জ্জ্বাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন ; চীন দেশের চিরপ্রসিদ্ধ দবিজ্র পবিত্রাজক হিউএন্ থস্জ যখন নালন্দা নামক স্থানেব বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে জ্ঞানবুদ্ধ শীলভদ্রেব পতদলে বসিয়া, আর্য্যগণেব অপূর্ক জ্ঞানগরিমায় প্রীত হইয়াছিলেন ; তখন মহারাজ শীলাদিত্য গঙ্গাযমূনার সঙ্গমস্থলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন । প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঐ মহোৎসবেব ক্ষেত্র ছিল । দীর্ঘকাল হইতে ঐ ভূমি “সন্তোষক্ষেত্র” নামে পবিচিত হইয়া আসিতেছিল । সন্তোষক্ষেত্রেব উৎসব প্রাচীন ভাবতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা । এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিটপরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত । পরিবেষ্টিত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাসও বেসমেব নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অগ্ন্যস্ত্র মূল্যবান্ দ্রব্যস্তু পাকারে সজ্জিত থাকিত । পরিবেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহসমূহ বাজাবেব দোকানের ত্রায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত । এক একটি ভোজনগৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত । উৎসবের অনেক পূর্বে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া, দানগ্রহণের জন্ত আহ্বান করা হইত । মহারাজ শীলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণেব সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন । বল্লভীরাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি এবং আসামরাজ ভাস্কববর্মা করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন ; ঐ ছই করদ ভূপতির ও মহারাজ শীলাদিত্যের সৈন্ত সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিত ।

ঋষপতির সৈন্তের পশ্চিমে বহুসংখ্যক অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্র স্থাপন করিত । এইরূপ স্তম্ভাঙ্কন সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল । বিতরণসময়ে অথবা তৎপূর্বে সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দ্রষ্ট লোকে আশ্চর্য্য করিতে পাবে, এই আশঙ্কায় উহার চারি দিক্ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত । ঐ ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলেব ঠিক পশ্চিমে ছিল । শীলাদিত্য আপনার সৈনিকগণের সহিত গঙ্গাব উত্তর তীরে থাকিতেন ঋষপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্ত স্থাপন কবিতেন । ভাস্করবর্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিকদল রাখিতেন ।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের আৰম্ভ হইত । শীলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্রোৎসব হইলেও হিন্দুধর্মের অবমাননা করিতেন না । তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়েকেই আদর সহকারে আহ্বান কবিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিমূর্তি ও হিন্দু-দেবমূর্তি, উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন । প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত । এই দিনে সর্কাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত এবং সর্কাপেক্ষা স্তম্ভাঙ্কন দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে প্রদত্ত হইত । দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত । প্রথম দিনেব বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরিত হইত চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্যের আৰম্ভ হইত । কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতাপূজকেরা এবং দশ দিন পবিত্রোৎসব সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন । এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃহীন, মাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত । সমুদয়ে পঁচাত্তর দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য চলিত । শেষ দিনে মহারাজ শীলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, গণিমুক্তাখচিত স্বর্ণভরণ, অত্যাঙ্কন মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ-ভিক্ষুক বেশ পরিগ্রহ করিতেন । এই বহুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত ।

চৌর ধারণ করিয়া, মহারাজ শীলাদিত্য ষোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, “আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্যে আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।” এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

হিন্দুব পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থসঙ্ঘ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অস্তিম্বে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্মসঞ্চয়-মানসে ঐ উৎসবেব অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংশ্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইহাদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কবিতো হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেবা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়েই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত। উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিপূরিত হইতেন। এজন্যে ইহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্ব্বারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও ঐ অসাধারণ

ব্যাপাব দেখিয়া, রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিত। অধিকন্তু যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজসিংহাসনগ্রহণে উদ্যত হয়, তাহাবা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থীভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক কার্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্যকীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভাবতবর্ষ পর-বশবর্ত্তী না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতাশ্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গতিবিস্তার না করিত, ভারতের সম্মানগণ যদি আপনাদেব জাতীয়ভাবে বিসর্জন না দিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভাবতবর্ষে ঐ প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তির নিদর্শন দেখা যাইত, আজ ও ঐ অপূর্ণ দানশীলতার অপার মহিমাষ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া একই আফ্লাদ ও আমোদেব তরঙ্গে ছলিতে থাকিত। ভাবতেব হৃদদৃষ্টবশতঃ ঐ অপূর্ণ দৃশ্য চিবদিনের জ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে।

ফুলাসিংহ ।

১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে যখন ইংবেজদূত স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ (ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইলেন) অমৃতসবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইংরেজসেনানী অক্লরলোনীর সহিত একত্র হইয়া যখন তিনি গবর্ণরজেনেরে, লর্ড মিটোর আদেশে মহাবাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এক জন সাহসী

যুবক নির্ভয়ে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, আপনার কয়েকজন অনুচরের সহিত পঞ্জাবকেশরীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত তরবারির আশ্ফালন করিতে করিতে মহারাজকে গম্ভীরস্বরে কহিল,—

“মহারাজ ! বিদেশী ইংবেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে, আমবা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম । কিন্তু তাহারা আমাদের যাব পর নাই ছববস্থা করিয়াছে—অপমান করিয়াছে ; আমার অনুচবদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে । যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন, যদি এই মুহূর্ত্তে বিধ্বাস্ত্রদিগকে সমুচিত শাস্তি না দেন, তাহা হইলে এই তববারিব আঘাতে আপনাব সহিত আপনার বংশেব সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিব ।” রণজিৎসিংহ অকস্মাৎ যুবকের মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইলেন, সবিষ্ময়ে যুবকেব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবক নির্ভয়ে তববারির আশ্ফালন করিতেছে, নির্ভয়ে বিস্তারিতদৃষ্টিতে আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত যেন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে । অসময়ে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবে পঞ্চনদের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া, চপলতার পবিচয় দিলেন না । তিনি স্নেহেব সহিত ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন, “যুবক ! তোমার সাহসের প্রশংসা করি কিন্তু ইংরেজদুতের সহিত আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ বন্ধুব কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না । আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, তোমার অসি, আমার স্বক্কেই পতিত হউক ।” মহারাজ রণজিৎসিংহের এই স্নেহমাথা মধুব কথায় যুবকেব উত্তেজিত হৃদয় কিছু শান্ত হইল । যুবক আর কোন রূপ উদ্ধতভাব না দেখাইয়া, উন্নত মস্তক অবনত করিল । রণজিৎসিংহ সন্তোষের সহিত তাঁহাকে এক ঘোড়া স্বর্ণাভরণ ও তদীয় অনুচরদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য দিলেন । যুবক ধীরভাবে মহারাজপ্রদত্ত পারিতোষিক লইয়া চলিয়া গেল ।

এই তেজস্বী যুবকের নাম ফুলাসিংহ । ফুলাসিংহ জাতিতে জাঠ । শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ অকালীনামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের নেতা । অকালীদিগের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ । ইহারা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্তব্য পালনে অনলস । শত্রুর বাহভেদে, শত্রুর দুর্গাধিকারে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ হয়, ইহাদের কিরূপ ক্ষমতায় বিপক্ষের বিজয়িনীশক্তি বিলুপ্ত হয়, ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহাব বর্ণনা কবিতা থাকেন । ইহারা দুর্বল গবাব দুঃখী পরম বন্ধু এবং অত্যাচাবী ধনশালী পরম শত্রু । কর্তব্যপালনে ইহাবা আপনাদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান কবিতা থাকে । গুরু গোবিন্দ সিংহ আপনাব প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের পবাক্রমেব উপব নির্ভব কবিতা, সম্রাট আওরঙ্গজেবের ক্ষমতাবোধে উদ্যত হইয়াছিলেন । খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুলাসিংহ এই দলেব অধিনেতা হইয়া, ইহাদেব সাহস, ইহাদেব কর্তব্যবুদ্ধি, ইহাদেব বীরত্ব, ইতিহাসের বরণীয় কবিতা তুলিয়াছিলেন । যে দিন ফুলাসিংহ মহাবাজ রণজিৎ সিংহেব সমক্ষে অসাধাবণ সাহস ও তেজস্বিতার পবিচয় দেন, সেই দিন হইতে অকালীদিগের মধ্যে তাঁহাব প্রতিপত্তি ব সঞ্চাব হয় । সেই দিন অকালীবা সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাকে আপনাদেব অধিনেতাব পদে বরণ করে । ক্রমে তাঁহাব দলবৃদ্ধি হয়, ক্রমে প্রায় চারিশত অকালী সর্কদা তাঁহাব আদেশপালনে তৎপব হইয়া উঠে । ফুলাসিংহ ঐ অল্পচরণে পরিবৃত হইয়া, নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ কবিতা লাগিলেন । নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে রক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল । তিনি সকল সময়ে সর্কান্তঃকরণে ঐ কর্তব্যপালনে যত্নশীল হইলেন । যেখানে নিধন, নিরাশ্রয় ও নিপীড়িত ব্যক্তি, দুঃসহ যাতনানলে নিরন্তর দগ্ধ হইত, সেই ধানেই রক্ষাকর্তা ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল ;

যেখানে ক্ষমতাশালী ধনী বিলাস-তরঙ্গে হুলিতে হুলিতে আপনার
 ধনবৃদ্ধির সুখময় স্বপ্ন দেখিতেন, সেই স্থানেই ফুলাসিংহ তাঁহার
 ধনগ্রহণে ও ক্ষমতানাশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; যেখানে নিঃশ্ব,
 নিঃসম্বল, নিঃসহায়, অনাথা শোকেব প্রতীমূর্ত্তিস্বরূপ নির্জ্বল পর্ণকুটারে
 নীরবে বসিয়া থাকিত এবং আপনাব হৃদয়ের প্রচণ্ড হতাশন
 নিবাইবার জন্তই যেন, নিবস্তব নয়ন-সলিলে সমুদয় দেহ
 প্লাবিত কবিত, সেই স্থানেই ফুলাসিংহ তাহাব হৃদয়ে শাস্তিবিধান
 জ্ঞাত চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । ফুলাসিংহেব এই সমস্ত কার্য্যের
 বিবরণ ক্রমে পঞ্জাবকেশরীব কর্ণগোচর হইল । বণজিৎ সিংহ তাঁহাকে
 ডাকাইয়া আনিলেন এবং পূর্বেব ত্রায় স্নেহেব সহিত তাঁহাকে
 অপবেব সম্পত্তি-গ্রহণে বিরত থাকিতে অনুবোধ করিলেন । কিন্তু
 ফুলাসিংহ এই অনুবোধবক্ষায় সন্মত হইলেন না । বণজিৎ সিংহ
 তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, বাগ্জাল বিস্তার করিয়া,
 শাস্তিময় জীবনেব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কবিতে লাগিলেন, কিন্তু
 কিছুতেই কিছু হইল না । তাঁহার পরামর্শ, তাঁহাব অঙ্গীকৃত
 পুৰস্কার, তাঁহাব বাক্চাতুবীব মোহিনী শক্তি, সমস্তই ফুলাসিংহের
 নিকটে পরাভব স্বীকাব কবিল । ফুলাসিংহ বশীভূত হইলেন না ।
 তিনি অটল পৰ্জ্বতেব ত্রায় আপনাব সাধনায় অটল থাকিয়া,
 পূর্বেব ন্যায় বিপন্নর বিপত্ত্বকাবে, দবিদ্রের হুঃখমোচনে "এবং উদ্ধত
 ও গৰ্ব্বিত ধনবীর গৰ্ব্বহরণে ব্যাপ্ত হইলেন । এই সময়ে ফুলাসিংহের
 দলে চারি পাঁচ হাজার লোক ছিল । ইহারা আপনাদের দলপতির
 যে কোন আদেশ পালনে সৰ্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত । মহারাজ বণজিৎ
 সিংহ বেশ বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন, ফুলাসিংহকে ভয় দেখাইলে
 কোন ফল হইবে না । ধীরভাবে স্নেহের সহিত নানারূপ প্রলোভন
 দেখাইলে, তাঁহাকে বশে রাখা যাইতে পারে । বণজিৎ সিংহ

ফুলাসিংহের বিরুদ্ধে প্রথমে এক দল সৈন্য পাঠাইলেও অবশেষে এই উপায় অবলম্বন করিলেন। এই উপায়ে তাঁহার বাসনা ফলবতী হইল। ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর অনুগত ও ক্রমে তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এই সময় হইতে মহাবাজ রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা পবিত্রিত হয়; এই সময় হইতে ফুলাসিংহ এবং তাঁহার দলেব লোকেব অসাধারণ সাহস ও পবাক্রমেব উপব নির্ভব কবিয়া রণজিৎসিংহ অনেক স্থলে আধিপত্য স্থাপন কবেন। ফুলাসিংহেব দলেব একাটি বীবপুরুষেব লোকাভীত সাহসে মূলতান অধিকৃত হয়। ফুলাসিংহ স্বয়ং অসাধারণ পবাক্রম দেখাইয়া ভাবতের নন্দনকানন কাম্বীর হস্তগত কবেন। মহাবাজ রণজিৎসিংহ যখন পেশাবব অধিকাৰে উত্তত হয়েন, বহুযুগেব পব পঞ্চনদেব হিন্দু ভূপতির হিন্দু সৈন্য যখন নওশেবার যুদ্ধক্ষেত্রে আফগানদিগেব সম্মুখীন হয়, তখন ফুলাসিংহ বীবত্ব ও সাহসেব যথোচিত পরিচয় দিষাছিলেন।

পেশাবব আফগানদিগেব অধিকৃত ছিল। কাবুলেব প্রধান অমাত্য মহম্মদ আজিম খাঁ পবাক্রান্ত ইউসফ জীদিগকে লইয়া, পঞ্জাবকেশরীর ক্ষমতাবোধে অগ্রসর হইলেন। আটক এবং পেশাবেব মধ্যবর্তী নওশেরাব নিকটস্থিত খেরাই-নামক স্থানে পবাক্রমশালী আফগান ও যুদ্ধকুশল শিখসৈন্য আত্মপ্রাধাণ্য স্থাপনার্থ পবম্পবেব সম্মুখীন হইল। এই মহাযুদ্ধে সৰ্ব্বপ্রথম শিখদিগের পবাক্রম বিচলিত হইয়াছিল, সৰ্ব্বপ্রথম আফগানেব জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। রণজিৎ সিংহেব ইউরোপীয় সেনাপতিত্বয়ও প্রথমে আফগানদিগেব আক্রমণ নিবস্ত কবিত্তে পরাশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সুকটাপন্ন সময়ে রণজিৎ সিংহ বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈনিকদিগকে একত্র করিতে ব্রথা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ব্রথা জৈয়রের ও আপনাদের গুরু

পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, সৈনিকদিগকে অগ্রসব হইতে অনুৰোধ করিয়াছিলেন, বৃথা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিষ্কোষিত তববাবি হস্তে করিয়া, ভৈবব-ববে সৈনিকদিগকে তাঁহাব পশ্চাৎভর্তা হইতে আদেশ দিয়াছিলেন । তাঁহাব সেই অপূর্ব্ববিক্রমে, অপূর্ব্বস্থিবতায় ও অপূর্ব্বসাহসে কোনও ফল হয় নাই । বণজিৎ সিংহ অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন ; সৈনিকদিগকে বুদ্ধে প্রায় বিষ্ময় দেখিয়া, ক্ষোভে ও বোষে একাকীই তরবারির আক্ষালন কবিত্তে কবিত্তে বিপক্ষের ব্যাহমধ্যে প্রবেশ করিত্তে উত্তত হইলেন । এমন সময়ে “ওয়া গুরুজি কি ফতে” (জয়শ্রী গুরুকে শোভিত করুক) এই আশ্বাসবাক্য তাঁহাব কর্ণগোচব হইল ; এবাক্য দ্বাগত বজ্রনির্ঘোষেব ত্রায় গন্তীবববে তাঁহাব হৃদযে প্রবেশপূর্ব্বক আশা ও আনন্দেব সঞ্চাব কবিল । বণজিৎ সিংহ সবিস্মযে চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ নীল বর্ণেব পতাকা উড়াইয়া, পাঁচ শত মাত্র অুকালী সৈন্তেব সহিত “ওয়া গুরুজি কি ফতে,” শব্দ করিত্তে করিত্তে সেই গণনাভীত আফগান সৈন্তেব বিরুদ্ধে অগ্রসব হইতেছেন । তিনি, ফুলাসিংহকে বিপক্ষেব গুলিব আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন । ঐ আঘাতে ফুলাসিংহেব হাঁটু ভঙ্গিয়া গিয়াছিল । লোকে তাঁহাকে ধবিয়া যে স্থানান্তবিত করিয়াছিল, বণজিৎ সিংহ তাহাও দেখিত্তে পাইয়াছিলেন । এবারে তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া, বিপুল উৎসাহেব সহিত আপনাব সৈন্তচালনা করিত্তেছেন । গুলিব আঘাতে তাঁহাব দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাতে ক্রক্ষেপ নাই ; প্রশস্ত ললাটে ভীতিব্যঞ্জক রেখাব আবির্ভাব নাই বিস্তৃত লোচন দ্বযে হুশ্চিন্তা বা নৈরাশ্রমূচক কালিমার আবেশ নাই । ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভযে জলদগন্তীর-স্ববে কহিত্তেছেন, “ওয়া গুরুজি কি ফতে” তাঁহাব সৈন্ত গুরু-

গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপুত, ঐ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আফগান-দিগের অভিযুগে অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের এই তেজস্বিতা দেখিয়া, পঞ্চনদেব অধীশ্বর প্রীত, চমৎকৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কে বলে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরু গোবিন্দ সিংহেব মহাপ্রাণতা তাঁহার দেহের সহিত চিবাদিনেব জ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, নওশেরাব নিকটবর্তী বুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দ সিংহ বর্তমান রহিয়াছেন, তদীয় উৎসাহপূর্ণ বাক্য এই সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ গুরু গোবিন্দের মহাপ্রাণতার মহিমাষিত হইয়া, তাঁহার মন্ত্রপুত শোণিত অকলঙ্কিত রাখিতে উত্তত হইয়াছেন এ বিনশ্বর জগতে শিখগুরুর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ফুলাসিংহকে আফগানের ব্যুত্থেদে অগ্রসর দেখিয়া অসামান্যবিক্রমে যুদ্ধ আবিস্ত কবিলেন। এবাব ফুলাসিংহের পবাক্রম আফগানেবা সহিতে পারিল না। অকালীরা মুহূর্তে মুহূর্তে বিপক্ষ-দিগেব ব্যুত্থেদ কবিতে লাগিল। ক্রমে বর্ণজিৎসিংহেব অপরাপর সৈন্য আসিয়া, অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাছতের শবীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ কবিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত বিপক্ষেব মধ্যে হাতী চালাইতে মাছতকে আদেশ দিলেন। আহত মাছত এবার আদেশ-পালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃপুনঃ আদেশেও মাছত ষখন হস্তীকে পরিচালিত করিল না, তখন ফুলাসিংহ সক্রোধে মাছতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন। মাছত পরিয়া গেল। ফুলাসিংহ হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালন করিয়া বিপক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈনিকগিদকে উৎসাহিত

করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিয়া, তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীরকেশরী এ আঘাত হইতে পরিজ্ঞান পাইলেন না। তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল অধিনায়কেব মৃত্যুতে অকালীগণ বিশৃঙ্খল হইল না। তাহাবা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসসহকারে বিপক্ষ দগকে আক্রমণ করিল। আফগান সৈন্য এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া বণক্ষেত্র হইতে পলায়ন কবিল। নওশেরাব নিকটবর্ত্তী সময়ক্ষেত্রে ফুলাসিংহেব অসামান্য পরাক্রমে পঞ্জাবকেশবীর জয়লাভ হইল।

পাঠানেরা যাব পাব নাই বিস্ময়ে ফুলাসিংহেব লোকাতীত বীরত্বের প্রশংসা কবিযাছিল। যেস্থলে ফুলাসিংহেব মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি স্তম্ভ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই একটি পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই ঐ পবিত্র তীর্থে সম্মিলিত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ই ভক্তিবসাদ্র্ জনসে ফুলাসিংহেব উদ্দেশে স্তুতিবাদ কবিতেন। ষত দিন একচক্ষু বুদ্ধ শিখভূপতি জীবিত ছিলেন, তত দিন যখন নওশেবাব যুদ্ধেব প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখনই তাঁহাব উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতব হইত, এবং উহা হইতে অবিরলধাবায় মুকুটফলসদৃশ অশ্রু নির্গত হইয়া গগুদেবে পড়িত। বীরভক্ত বীরকেশবী এইরূপ শোকাশ্রিতে বীরেন্দ্রসমাজের ববণীয় ফুলাসিংহের প্রতি:অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় দিতেন।

অসাধারণ পরোপকার ।

খ্রীঃ ১৮৫৭ সাল। সিপাহীরা উন্নত হইয়া ইংরেজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য স্থিতিপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে; চারিদিকে ভয়ঙ্করী শোণিত-তরঙ্গিনী বহিয়া যাইতেছে; ইংবেজ ও সিপাহী উভয়েই অসীম উত্তেজনায হিংসা ও ক্রোধেব আবেগে, উভয়ের প্রতি নির্দয়তার পরাক্রান্ত দেখাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ বায়ুসস্তাড়িত সাগরের তায় চঞ্চল; ভারতের সমগ্র অধিবাসী সর্বদা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির। এই বিপত্তি পূর্ণ সময়ে ভারতের এক দয়াবতী রমণী অপূর্ণ দয়াব পবিচয় দেন। আপনাব জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, বিদেশী, বিধর্মী, নিরাশ্রয় ইংরেজ-কুলকামিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, জগতের সমক্ষে অসাধারণ পরোপকার এবং মানবী প্রকৃতিতে পবিত্র দেবভাবের মহিমা বিকাশ করেন।

বুঁদীব রাজাব ধর্মপবায়ণা বণিতার কোমল হৃদয়ে এইরূপ দেবভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। বুঁদীবাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এদিকে তাহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে; যে সকল কুলকন্তা ও শিশুসন্তান এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত, তাহাবা এখন খাণ্ডবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয় স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বাজির ছরস্তু হিমের মধ্যে নিকটবর্তী জঙ্গলে পড়িয়া বহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসাবে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকটে আহ্বার্য ও পরিবেশ পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পাছকা প্রভৃতি অল্পাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন,

সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রতি পত্নীর এই সন্ধ্যাবহারের বিষয় তাঁহার গোচর হইল না ; রাজমহিষীর সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থশরীরে দিল্লীস্থিত ইংরেজসেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে, ইহাদেব অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্যদানে যে আপনাব প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহা বাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিনী নারী বিপ্লবের সাহায্য করিয়া, হিতৈষিতার গোবব বক্ষা করিলেন। কিন্তু হায় ! এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদারতাই বাণীর জীবন-নাশের কাবণ হইল। বুঁদোবাজের প্রত্যাগমনের কিছুকাল পবে বাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনাব অব্যবহিত পবে বাজাও ইংবেজ সেনাপতি স্ত্রাব হিউ রোজেব সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। কি কাবণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীব অবগ্যস্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য কবাতে, বাজাব আদেশক্রমে রাণীকে বধ করা হয়। দয়াবতী অবলা ভূমণ্ডলে অপরিসীম দয়া দেগাইয়া, ঘাতকেব হস্তে আত্মজীবন বিসর্জন করেন।

উল্লিখিত বিলুপ্ত, বিপ্লব ও নবহত্যাব মধ্যে ভাবতবাসীদিগের এইরূপ দয়া অনেকস্থলে পবিস্ফুট হইয়াছে। অনেক স্থলে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় ইউরোপীয়গণ এইরূপ দয়ায় ঘোবতব অশান্তিব সময়ে শান্তি লাভ কবিয়াছেন।

ফয়জাবাদেব ডেপুটি কমিশনব কাছাবিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসের সিপাহীগণ যুদ্ধে উদ্রত হইয়াছে। তিনি ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা আপনাব স্ত্রীকে অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নদীর তটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইতে আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর কার্য্যাহুরোধে সেনানিবাসে

গমন করিলেন । এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভূত্যেব সঙ্গে নদীকূলে যাইতে লাগিলেন । সিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইংরেজবিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল । ভীতা ও অসহায়া ইংবেজমহিলা সন্ধ্যাসমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ কবিলেন । একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন কবিয়াও তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল । এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীৰ তটে রাখিয়া প্রস্থান কবিল । কমিশনরের পত্নী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত বাত্রি সেই তুন্দুরেব অভ্যন্তরে লুকাইয়া বহিলেন । বাত্রিকালে সিপাহীবা উক্ত গ্রামে প্রবেশ কবিয়া, চারি দিকে পলাতক ইংবেজ পুরুষ ও স্ত্রীৰ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহিব করিয়া না দিলে, প্রাণসংহাব কবা হইবে বলিয়া, সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল । আপনাব জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমলহৃদযা আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংবেজমহিলাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগেব সম্মুখে উপস্থিত কবিল না । যখন ঐ ইংবেজবমণী গ্রামমধ্যে প্রবেশ কবেন, তখন গ্রামেব পুরুষেবা কৃষিক্ষেত্রেব কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না । কিন্তু গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই উহা জানিত, তথাপি তাহাদেব কেহই উহা প্রকাশ কবিল না । ভয়বাকুলা বিদেশিনী দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরেব অভ্যন্তরে নীবেব সমস্ত বাত্রি যাপন করিলেন । ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলেব নিবৃত্তি হইল ; সিপাহীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল । বাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের পূৰ্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভূত্য সেই স্থানেব অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মহারাজ মানসিংহেব নিকটে যাইয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা কবিল । দয়ার্জ মানসিংহ বিপন্নর উদ্ধারার্থ ভূত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা অপনাদের সম্ভ্রানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ।

বাহিরে কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। হুই এক স্থানে ইহাদেব সহিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা ঐ সিপাহীগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জন ভৃত্য ঢুং ও রুটির জন্ত নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এ স্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতী রমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ কবিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে কবিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকাষে ইহাদেব হস্তে শিশুদিগকে সমর্পণ কবিলেন ; ইহাৰা আপনাদের স্তন্যদানে উহাদিগকে পরিতৃপ্ত কবিল। সিপাহীগণ জানিতে পাবিলে এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগেব প্রাণ সংহার কবিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য কবে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিবাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন।

যাঁহাৰা পরোপকারের জন্ত আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান কবেন, তাঁহাদেব সহিত কোনরূপ পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহাৰা সৰ্ব্বদা দেবভাবে পূর্ণ হইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদেব অসাধারণ মহত্বের পরিচয় দেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে, তাঁহাদের গোববে, তাঁহাদের অপার্থিব কার্য্যের অনন্ত মহিমায় এই রোগশোকময় ও দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার স্তম্ভেব শান্তির, প্রীতির অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতেব অবলাগণ এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন, জীবনের মমতা পরিহার করিয়া, অটল সাহস, অবিচলিত ধীরতা ও অপরিমেয় দয়ার সহিত নিরাশ্রয় বিপদগ্রস্তদিগকে এইরূপ স্থখ ও শান্তির

পথে লইয়া গিয়াছিলেন। সহৃদয়সমাজে চিরকাল ইহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার সম্মান থাকিবে।

অবলার আত্মত্যাগ ।

অনন্ত কালশ্রোত অবিবাম গতিতে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের সে প্রবল প্রতাপ সে দিগন্তবিশ্রুত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতি সম্রাট্-গণের বংশধর শীতসঙ্কুচিত বুদ্ধের আয় আপনাতে আপনি লুপ্তায়িত হইয়া মহাশ্মশান দিল্লীর এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। ব্রিটিশ সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে আধিপত্য বন্ধমূল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজগণের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। মহাবাহুবীর ভূপতি—সিক্কিয়া ও হোল্‌কর দক্ষিণপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে যাইয়া আপনাদেব অধিকারবিস্তারে উন্মুখ হইয়াছেন। এই পারিবার্ত্তনের সময়ে ভীম সিংহ মিবারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভীম সিংহের পূর্বপুরুষোচিত সে ভীম পরাক্রম ছিল না। বীরশ্রেষ্ঠ বাঙ্গারার বংশের সম্মান আপনাদের চিরন্তন তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণ সৈনিকদল লইয়া রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আক্রমণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, পবিত্র জনপদ শোকের, হুংখের ও দারিদ্র্যের আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ বা পুস্ত, জয়মল্ল বা বাদল, এখন কেবল রাজপুতের স্বতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে তেজস্বিতা, সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এখন রাজস্থান হইতে অন্তর্দ্বান করিতেছিল। কিন্তু এই শোচনীয় সময়েও একটি স্বর্গীয় কুসুম রাজস্থানে বিকসিত হইয়া, আপনার পবিত্রতার মহিমায় সকলকে

পবিত্র করিয়াছিল ; ষোড়শী রাজপুতবালা কৃষ্ণকুমারী পিতার রাজ্য রক্ষার জন্ত আত্মত্যাগেব পরাকার্য্য দেখাইয়া, পূৰ্ণগৌরবলব্ধ, পরপীড়িত রাজ্যস্থান অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ।

কৃষ্ণকুমারী রাণা ভীম সিংহের কন্যা । সেন্দর্য্যগৌরবে তিনি অতুল-
নীয় ছিলেন । লোকে তাঁহাকে “বাজস্থানের কুসুম” বলিয়া গৌরবান্বিত
ও সম্মানিত করিত । তাঁহাব যেমন অসামান্য রূপলাবণ্য, সেইরূপ
অনুপম দেশভক্তি ছিল । কৃষ্ণকুমারী ষোড়শবর্ষে পদার্পণ কবিলে রাজা
ভীম সিংহ মাড়বারেব অধিপতির সহিত কন্যাব পরিণয়সম্বন্ধ স্থির কবেন
কিন্তু ইহার মধ্যে মাড়বাররাজেব পরলোক প্রাপ্তি হয় । সুতরাং ভীম সিংহ
জয়পুরের অধিপতি জগৎ সিংহেব হস্তে কন্যাবদ্ব সমর্পণ করিতে ইচ্ছা
কবেন । মাড়বাবেব পববর্ত্তী ভূপতি মান সিংহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া
সসৈন্তে মিবাে আসিয়া বজস্থানকুসুম কৃষ্ণাব পাণিগ্রহণার্থী হইলেন ।
এদিকে মহাবাজ সিদ্ধিয়া জয়পুরবাজেব পবিবর্ত্তে মাড়বারবাজেব সহিত
কৃষ্ণকুমারীব বিবাহ দিতে মহাবাজ ভীম সিংহকে অনুবোধ কবেন । জগৎ
সিংহেব সহিত সিদ্ধিয়ার শত্রুতা ছিল । ঐ শত্রুতাব বশবর্ত্তী হইয়া সিদ্ধিয়া
জয়পুরেব অধিপতিকে বঞ্চিত করিয়া, মাড়বাববাজেব প্রার্থনা পূরণ
করিবাব জন্ত মহারাজ ভীম সিংহকে আগ্রহসহকাে অনুবোধ কবিতে
লাগিলেন । ভীমসিংহ সম্মত হইলেন না । সিদ্ধিয়া সৈনিকদলসহ উদয়-
পুরে উপনীত হইয়া, একটি গিবিসন্ধটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।
উদয়পুর ও জয়পুরেব সৈন্ত তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিল না ।
ভীম সিংহ পরিশেষে একলিঙ্গে পবিত্রমন্দিবে সিদ্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ
করিলেন । তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রবলেব অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল ।
রাণা জয়পুরবাজের দূতকে বিদায় দিলেন । জগৎ সিংহ এ অপমান সহিতে
পারিলেন না । অবিলম্বে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল ।
এ দিকে মাড়বাববাজ মান সিংহও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন । বীরভূমি

অপূর্ণবিকসিত পবিত্র বাজস্থানকুসুমের জন্ত নরশোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল।

এই যুদ্ধে মান সিংহ প্রথমে জয়ী হইতে পাবিলেন না। একদল লোক প্রবল হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহা বা আব একজনকে অধিপতি করিয়া, মান সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মান সিংহ ১, ২০,০০০ সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসিলেন। যুদ্ধের আরম্ভ হইলে, মাড়বাবের অধিকাংশ লোক বিপক্ষের দলে গিয়া মিশিল। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় মান সিংহ ক্ষোভে, বোম্বে ও বিরাগে হস্তস্থিত অসি দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কবিত্তে উত্তত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সর্দার অসি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে রাজধানীতে স্থানান্তরিত কবিলেন। শত্রুগণ তাঁহার পাশ্চাত্ত্যবিত হইয়া তদীয় বাজধানী আক্রমণ কবিল। পরাক্রান্ত বাঠোবগণ অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সহিত গবায়সী জন্মভূমি রক্ষা কবিত্তে লাগিল। কিন্তু শেষে তাহাদের বাজধানী শত্রুর হস্তগত ও বিলুপ্ত হইল। মান সিংহ যোধগড়ে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ অভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন সময়ে দুর্গের ঐ গৌরব সর্বোৎকর্ষে বক্ষিত হইল। মাড়বাবের রাজধানী আক্রমণকারী সৈনিকগণের পদানত হইল বটে, কিন্তু যোধগড় অটল ও অজয়্যে রহিল।

এই বিপ্লবের সময়ে মানবসংজ্ঞাধারী একটি পশুপ্রকৃতি নিকৃষ্ট জীব ঘটনাঙ্কলে আবির্ভূত হইল। ইহার নাম আমির খাঁ। আমির খাঁ জাতিতে পাঠান। পাপের ভয়াবহ রাজ্যে যত প্রকাব দুঃস্বপ্নবৃত্তি আছে, তৎসমুদয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল। আমির খাঁ প্রথমে মান সিংহের বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মান সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ দুরাচার নরনাধনকে বহু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ঐ পাবণ বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তদীয় সৈন্য

নিঃশূল হইয়া গেল। আমিরা খাঁ অজ্ঞানভাবে পাপের পরিতর্পণ করিয়া, মান সিংহের দলে মিশিল।

এইরূপে যোবতব বিশ্বাসঘাতক পাপীর যোবতব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্য্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন হুর্কৃত্ত উহা অপেক্ষাও আর এক ভয়ঙ্কর অংশেব সম্পাদনে হস্ত প্রসাবণ করিল। অনন্তসৌন্দর্য্যময় রাজ-স্থানকুসুমের জন্ত এখনও জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখনও উভয় সৈনিকদলের আক্রমণে মিবারের পবিত্র ভূমি অশান্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতেছিল। হুর্কৃত্ত পাঠান এই সময়ে উদয়পুরের রাণার পরামর্শদাতা হইয়া উঠিল। তাহার কুপরামর্শে রাণা অপরিশ্রুত হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত কবিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেন। বাজ্যে শাস্তিস্থাপন জন্ত তিনি এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলেন, কুমঞ্জীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই মিবারের গোববরক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে ঐ সংকল্পসিদ্ধির আয়োজন হইল। মহারাজ দৌলৎসিংহ রাণার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। উদয়পুরের সম্মানরক্ষার জন্ত ঐ যোবতর পাপকার্য্য সাধন করিতে প্রথমে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই দৌলৎ সিংহ অধীর হৃদয়ে তীব্র স্ববে কহিলেন, “যে জিহ্বা দিয়া এমন কথা বাহিব হয়, সে জিহ্বাকে ধিক্, আর যে রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিক্ !” শেষে রাণার ভ্রাতা যৌবনদাস তরবারি হস্তে করিয়া লাণবতী ঘোড়ারি বাণার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কুম্ভকুমারী নিদ্রিত ছিলেন, ঈষদগ্নি কমলদলের ছায় তাঁহার কোমল দেহের সৌন্দর্য্য শয্যার অপূর্ণ শোভা বিকাশ করিতেছিল। এ শোভায় যৌবনদাস স্তম্ভিত হইলেন; ক্রোধে, রোষে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। ষড়্ভুজ ক্রমে প্রকাশ পাইল। ক্রমে উহা কুম্ভকুমারী ও তদীয় জননীর ঐতিপ্রবিষ্ট হইল। মাতা বিবাদে অধীর হইয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না, এ ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্রেও ধীরতার সীমা অতিক্রম কবিলেন না। তিনি প্রসন্নমুখে মাতাকে সাস্থনা দিবার জ্ঞতা কহিলেন, “মা! ঋণস্থায়ী জীবনের জ্ঞতা ঋণস্থায়ী হুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি তোমার কন্তা নই? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব? এ অবস্থায় মৃত্যু আমাব নিকটে পরম সুখং। ক্ষত্রিয়বালা আত্মসম্মানরক্ষার জ্ঞতা আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।” তেজস্বিনী রাজপুতবালা এইরূপ ধীৰভাবে আত্মত্যাগ কবিয়া, রাজ্যেব অমঙ্গল দূর করিতে স্থিৰপ্রতিজ্ঞ হইলেন। বাণীর আদেশে, অল্পচব বিষপূর্ণ পাত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা পিতার আজ্ঞায় অগ্নানভাবে উহা পান করিলেন; আব এক পাত্র আসিল, কৃষ্ণা পূর্বের ন্যায় অগ্নানভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া, পিতৃভক্তিব পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এইরূপে দুই বার বিষপানেও যখন কৃষ্ণার প্রাণবায়ু অবসান হইল না দেববাহুনীয় পবিত্র কুসুম স্রবস্তুচ্যুত হইয়া পড়িল না, তখন “কুসুমবস” নামে আব একপ্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তুত হইল! কৃষ্ণকুমারী পূর্বের ন্যায় প্রফুল্লমুখে ঈশবেব নাম স্মরণ করিতে করিতে উহা পান কবিলেন। এবার তাঁহার গাঢ় নিদ্রা আসিল; এ গভীর নিদ্রা হইতে তিনি আব জাগরিত হইলেন না। পিতৃভক্তিপবায়ণা, স্বদেশহিতৈষিনী, ষোড়শবর্ষীয়া অবলা, অগ্নানভাবে আত্মত্যাগপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ভুলোকে তাঁহার অনন্তগৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয় হইয়া রহিল।

দুর্গাবতা ।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামক একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। খ্রীঃ ৩৫৮ অব্দে যজুবায নামক একজন রাজপুত এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। মণ্ডল, সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্বলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া গড়রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর, বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত। ঐ স্থানের অধিকাংশ অরণ্যময়। প্রকৃতির অমূল্যতাবশতঃ উহা শতসম্পত্তিতে পূর্ণ ছিল। ছত্রিশগড় গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃগামী। পূর্বে উহা রত্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্বতমালায় সমাবৃত।

গড়মণ্ডলরাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার কোথাও জনপূর্ণ পল্লী, সুন্দর জলাশয়, সুবন্দা উপবন প্রভৃতি অপূর্ব দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে; কোথাও স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিনী ধীরে ধীরে তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া, বৃক্ষস্নাতকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে রজতমালাব ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রফুল্ল কুসুমের সজ্জিত হইয়া, সৌন্দর্য্যগোরবের পরিচয় দিতেছে; কোথাও অটল পর্বত আপনার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া, বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও বা প্রস্রবণসমূহ সুশীতল ও পরিষ্কৃত জল দিয়া, অরণ্যচব জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। গড়মণ্ডলের বাজধানী প্রসিদ্ধ গড় নগর নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে, জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে ছিল। চ্যাবিদিক্ পর্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে, শত্রুপক্ষ সহজে এই নগর আক্রমণ করিতে পারিত না। মুসলমান রাজগণ যখন দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমতা স্থাপন করিতেছিলেন, এক বাজ্যের পর আর এক রাজ্য যখন তাঁহাদের

অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল আপনাব স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিল। মুসলমান ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ এই বজ্র্যেব ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম কবিত্তে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড় নগরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও বিস্তার এক মাইল ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর একাংশ অতীত হইয়াছে। সাম্রাট অকবর শাহ দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ কবিয়াছেন। ভাবতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, মোগলশাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের স্বাধীনতা সময়ের অনন্ত স্রোতে ধীবে ধীবে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দিগ্বিজয়ের সময়ে—যুদ্ধ ও নরশোণিতপ্রবাহেব মধ্যে মোগলসাম্রাজ্যের সংগঠনকালে স্বাধীনতার গৌরবভূমি মিবার প্রান্তঃস্ববলীয প্রতাপসিংহের পরাক্রমে শত্রু সমক্ষে অবিচলিত বহিয়াছিল; আব গড়মণ্ডল প্রান্তঃস্ববলীয়া দুর্গাবতীর অসাধারণ ক্ষমতায় দ্রবন্ত শত্রু সমক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা কবিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৫৩০ অব্দে যদুবায়েব বঙ্গীয় দলপৎ শাহ গড়মণ্ডলের অধিপতি হইলেন। এত দিন গড় নগরে ইহাদের রাজধানী ছিল। দলপৎ শাহ সিংহলগড় নামক একটি পার্বত্য দুর্গে আপনাব রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে মহাবারাজ্যে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য কবিতেন। ইহাদের অধিকার এক সময় সিংহলগড় ও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্গাবতী উক্ত মহাবারাজ্যেব একজন ক্ষত্রিয় ভূপতির কন্যা।

দুর্গাবতীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী মহিলা তৎকালে ভাবতবর্ষে কেহ ছিল না। দলপৎ শাহ এই সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণেব প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দুর্গাবতীর পিতা, দলপৎশাহের বংশগৌরবেব স্বীনতার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। দলপৎ অতি সুপুরুষ ও অতি

তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার দেহলক্ষ্মী ও বিরতের মহিমায় সমগ্র গড়রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপূৰ্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত অপূৰ্ণ তেজস্বিতার সংযোগ থাকাতে, দলপতের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী চিরকাল তেজস্বিতার পক্ষপাতিনী ছিলেন। এখন এই মণ্ডলের অধিপতিতে এই তেজস্বিতাব সহিত অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের সম্মিলন দেখিয়া, তিনি তাঁহাব সহিতই পবিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

দলপৎ রাজপুতযুবতীব বাসনাপূরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে সিংহগড়ে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দলপৎ ঐ সৈনিকদল সঙ্গে করিয়া, মহারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহাবাজেব পরাজয় হইল। দলপৎ দুর্গাবতীকে লইয়া আপনাব বাজধানীতে আসিলেন। বীরপুরুষ বীরত্বের সমুচিত পুরস্কার পাইলেন। সুন্দর বস্ত্র সহিত সুন্দর বস্ত্র মিলন হইল; তেজস্বিতা তেজস্বিতাকে আশ্রয় করিল; এক ভাবের দুইটি প্রফুল্ল কুসুম একস্থত্রে গ্রথিত হইয়া, গড়মণ্ডলে অল্পমম শোভা বিকাশ কবিতো লাগিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী তেজস্বী দলপতের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের চারি বৎসর পবে বীরনারায়ণ নামক একটি পুত্র রাখিয়া, দলপৎ শাহ লোকান্তরিত হইলেন। এই সময় বীরনারায়ণের, বয়স তিন বৎসর। বিধবা দুর্গাবতী আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী মন্ত্রিবরের পরামর্শ গুলিয়া, শাসন কার্য্য চালাইতেন। তাঁহার শাসনশৃঙ্গে ক্রমে গড়মণ্ডলের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জঙ্গলপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। দেখাদেখি তাঁহার একটি পরিচারিকাও ঐ জলাশয়ের নিকটে আর একটি জলাশয়

প্রতিষ্ঠা করিল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। পরিচারিকা দুর্গাবতীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যে সকল ব্যক্তি বৃহৎ জলাশয় খনন করিতেছে, তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যাব সময়ে আপনাদের কর্ম শেষ কবিবাব পূর্বে, নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে এক এক বুড়ি মাটি কাটিয়া ফেলিবে। দুর্গাবতী সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশে পরিচারিকাব প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য হইতে লাগিল। ক্রমে দুর্গাবতীব প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে আব একটি সুন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল। প্রধান অমর্ত্য অধরও জব্বলপুরেব তিন মাইল দূরে একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করাইলেন। মণ্ডলনগবে দুর্গাবতীব একটি হস্তিশালা ছিল। কথিত আছে সেখানে চৌদ্দশত হস্তী থাকিত। যাহা হউক, দুর্গাবতীব আদেশে গড়বাজ্যে সাধারণেব নানাবিধ হিতকর সংকার্য্যেব অমুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজারা সন্তুষ্ট হইল। তাহাবা দুর্গাবতীকে আবাহ্য্য মাতা ও বক্ষাকর্ত্তী দেবীর ন্যায় ভক্তি কবিতে লাগিল। দুর্গাবতী পনর বৎসব পুত্রনির্কির্শেষে প্রজা পালন কবিলেন। তাঁহার সুশাসনগোবব চারিদিকে বিস্তৃত হইল; গড়মণ্ডলেব ইতিহাস অবলার অক্ষয় কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মোগল সম্রাট্ অকবর শাহ অবাহ্য্য আমিব ও ভূস্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্ত নানাস্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আসফ খাঁ নামক একজন উদ্ধতস্বভাব সেনাপতি নর্ম্মদাব তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনের জন্ত প্রেরিত ইয়েন। আসফ গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং উহা হস্তগত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। অকবর শাহ নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছু ছিলেন না। তিনি সেনাপতিকে গড়রাজ্য অধিকার কবিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর অধর দিল্লীতে গিয়া, এই আক্রমণ নিবারণে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। আসফ খাঁ খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে ছয় হাজার

অস্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া, গড়মণ্ডলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়া উঠিল । কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতী বহুদূরে কিছুমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না । তিনি সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । অল্প সময়ের মধ্যে গড়রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য একত্র হইল । দুর্গাবতীর পুত্র বীরনারায়ণের বয়স এই সময়ে আঠার বৎসর হইয়াছিল । এই অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবকও অস্তুশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধযাত্রার দলে মিশিলেন । দুর্গাবতী সৈনিকদিগকে একত্র কবিয়াই নিবস্ত থাকেন নাই । তিনি স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, মস্তকে বাজমুকুট, হস্তে শাণিত অসি লইয়া, অশ্বে উঠিলেন । কামিনীর কোমল হৃদয় এখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অটল হইল । দুর্গাবতী অটলভাবে অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া গম্ভীরস্বরে সৈনিকদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । বীরজাঘাব বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, গড়মণ্ডলের সৈন্য ভয়ঙ্কর শব্দে চাবিদিক্ কঁপাইয়া তুলিল । তেজস্বিনী দুর্গাবতী বিধম্মা শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য ঐ উৎসাহিত সৈনিকদলের পবিচালন ভার গ্রহণ করিলেন ।

দুর্গাবতী যখন আট হাজার অস্বাবোহী, দেড় হাজার হস্তী ও বহুসংখ্য পদাতির সহিত সিংহল গড়ের নিকটে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার ভয়ঙ্করী যুত্তি দর্শনে বিপক্ষগণ বিস্মিত হইল । তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ক ভীতি সঞ্চারিত হইয়া, কার্য্যসাধনে বাধা দিতে লাগিল । দুর্গাবতী প্রবলপরাক্রমে দুইবার আসফ খাঁর সৈন্য আক্রমণ করিলেন, দুই বারেই তাঁহার জয়লাভ হইল । শত্রুপক্ষের ছয় শত অস্বারোহী যুদ্ধে নিহত হইল । অবশিষ্ট সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ পূর্কক পলায়ন



যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গাবতী ।

করিল। দুর্গাবতী দ্বিতীয়বার শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। আসফ-খাঁর সৈনিকদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ভারতের বীর-রমণীর এইরূপ লোকাভীত পরাক্রমে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতি হতমান হইলেন। যে বীরপুরুষেরা এক সময়ে ভারতের নানা স্থানে জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা আজ ভাবতের বীরাজনাব বিক্রমে পরাভূত হইয়া পলাইতে লাগিল। দুর্গাবতী অবিচলিত সাহসের সহিত বিপক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে শত্রুসৈন্য সম্ভাড়িত কবিত্তে লাগিলেন। মোগলসেনাপতি এ অপূর্ব ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন : এই ভয়ঙ্করী মহাশক্তির অপূর্ব শক্তিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, সাহস দূর হইল এবং তেজস্বিতা পবিত্রান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কোথায় যেন মিশিয়া গেল। আসফ খাঁ চাবিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গড়বাজ্যেব যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্য্যবতী বীরাজনাব এইরূপ অসাধারণ পবাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। কামিনীব কমনীয় দেহ এইরূপ কঠোরতা পবিচয় দিয়াছিল। শত্রুসেনাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে সূর্য্য অস্তগত হইল দেখিয়া, দুর্গাবতী আপনার সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

এই বিশ্রামসুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডলের সৈন্য সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করিতে দুর্গাবতী চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর, সেই রাত্রিতেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য হইলে আসফ খাঁর সৈন্য সিংসন্দেহ নিশ্চল হইত। কিন্তু বীরজায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈনিকগণের সকলেই বিশ্রাম করিতে উৎসুক হইল; সকলেই তাঁহাকে বিনয়সহকারে নিশীথে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল।

দুর্গাবতী অগত্যা এই প্রার্থনার সম্মত হইলেন । এমিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হওয়ার ঠাঁহার দ্বন্দ্বের আঘাত লাগিয়াছিল । এখন গড়মণ্ডলের সৈনিকগণের বিজ্ঞানের সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান লইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন । প্রভাত হইতে না হইতেই আসফ খাঁ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন । দুর্গাবতীর সৈনিকগণ গড়নগরের ১২ মাইল পূর্বে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের নিকটে অবস্থিত করিতেছিল । আসফ খাঁ রাত্রিকালেই তাহাদিগকে সেই স্থানে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু তখন আসফ খাঁর কামান আসিয়া পঁহুছে নাই । প্রথম আক্রমণে আসফ, দুর্গাবতীর পরাক্রমে পরাজিত ও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ হটয়া গেলেন । পরদিন প্রাতঃকালে কামান পঁহুছিলে বিপক্ষের আবার যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল । দুর্গাবতী গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া ঐ আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন । ঠাঁহার সৈনিকগণ অসামান্য সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল । কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে তাহারা অধিকক্ষণ স্থিতি থাকিতে পারিল না । গোলাব পর গোলার আঘাতে সকলে কাতর হইয়া পড়িল । কুমার বিবনারায়ণ এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন । অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ বীরপুরুষের লোকাভীতি পবাক্রম দর্শনে মোগলসৈন্য স্তম্ভিতপ্রায় হইল । কিন্তু শেষে বহুসংখ্যক শত্রুর আক্রমণে বিবনারায়ণ আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন । দুর্গাবতী প্রাণাধিক শূলের কাতবতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না । তিনি পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমে রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন । বিপক্ষেরা অসময়ে অতর্কিতভাবে ঠাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হইয়েন নাই । স্নেহের অবলম্বন, প্রীতির পুতলী তনয় অজ্ঞাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও হতচেতন হইয়াছে, তাহাতেও ঠাঁহার দ্বন্দ্ব অধীর হয় নাই । দুর্গাবতী ধীরভাবে যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্শ্বত্যা সরিৎ ছিল। রাত্রিকালে ঐ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভাতে যুদ্ধের সময়ে, উহা জলপূর্ণ হইয়া বৃহৎ স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল। দুর্গাবতী উহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ স্রোতস্বতী পাব হইয়া, পশ্চাতে যাইয়া যুদ্ধ কবিতো পারিবে না। শত্রুপক্ষের কামানের মুখে থাকিয়াই তাহাদিগকে আত্মবক্ষা কবিতো হইবে। কিন্তু গোলাব আঘাতে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য একে একে বীরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিল। চারি দিকের মোগলসৈন্য উদ্বেল সাগরের ত্রাঘ ভয়ঙ্কর গর্জনে ক্রমে তাঁহাব সম্মুখে আসিতে লাগিল। তথাপি তেজস্বিনী দুর্গাবতী ভীতা হইলেন না। তিনি তিনশতমাত্র পদাতি লইয়া ঐ উদ্বেল সৈন্যসাগরের গতিরোধে উত্তত হইলেন। এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি স্মৃতীক্ষ বাণে হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী ঐ বাণ বলপূর্ব্বক বাহিব করিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসাবিত ন হইয়া চক্ষুকোটরেই রহিল। দুর্গাবতী ইহাতেও কাতব না হইয়া, গিবিসঙ্কটরক্ষার জন্ত পূর্ব্বের ন্যায অটলভাবে যুদ্ধ কবিতো লাগিলেন। ইহার পর আর একটি তীব প্রবলবেগে তাঁহাব গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। দুর্গাবতী এইরূপ পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। চারিদিক তাঁহার নিকট অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভপ্রায় লক্ষ্য করিয়া মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ কবিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায়ে সমরস্থলে প্রাণাধিক পুঞ্জের শোচনীয় দশাও স্থিবভাবে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায়সিদ্ধিব আর কোনও সম্ভাবনা বহিল না। কিন্তু বীররমণী এ অবস্থাতেও ভীকর ন্যায় যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলেন না ; ভীকর ন্যায় বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, শত্রুর পদানত হইলেন

না । তাঁহার হস্তিচালক পশ্চাতেব নদী পাব হইয়া যাইতে তাঁহার নিকট বারংবার অনুমতি চাহিতে লাগিল । কিন্তু দুর্গাবতী তাহাতে সন্মত হইলেন না । বীরঙ্গনা বীৰধর্ম রক্ষাব জন্য সমরক্ষেত্রেই দেহপাত কবিতে উদ্বৃত্ত হইলেন । যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বাহির হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত কবিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, তেজ ক্ষীণতব হইয়া পড়িল । তখন তিনি হস্তিচালকেব নিকট হইতে বলপূর্বক স্তুতীক্স অবি লইলেন, এবং অম্লানবদনে উহা স্বকীয় দেহে প্রবেশিত কবিয়া, রুধিরবঞ্জিত করিলেন । মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ বিচেতন ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল । ছয় জন সৈনিক পুরুষ দুর্গাবতীব সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল । তাহারা ইহা দেখিয়া জীবনেব আশা ছাড়িয়া শত্রুব মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ কবিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল ।

যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণত্যাগ করেন, পথিকগণ আজ পর্য্যন্ত পথ অতিবাহন-সময়ে সেই স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে । উহা একটি সক্ষীর্ণ গিবিসঙ্কট । উহার নিকটে দুইটি অতি প্রকাণ্ড গোলাকাব পাথব রহিয়াছে । সাধাবণেব বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণডঙ্কা প্রস্তুতবে পরিণত হইয়াছে । যাহা হউক, ঐ গিবিসঙ্কটের সহিত প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাব সংশ্রব থাকাতে, উহা একটি দর্শনীয় স্থানেব মধ্যে পবিগণিত হইয়াছে । ঐ গম্ভীৰ স্থানের গম্ভীৰ দৃশ্য দেখিলে, মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবেব সঞ্চাব হইয়া থাকে ।

যুদ্ধেব সময় দুর্গাবতীব লোকে আহত বীৰনাবাযণকে শত্রুব অজ্ঞাতসাবে চৌবগড় নামক দুর্গে আনিয়াছিল । আসফ খাঁ শেষে ঐ দুর্গও আক্রমণ কবিলেন । এই আক্রমণে বীরনাবাযণ নিহত হইলেন । এ দিকে দুর্গস্থিত মহিলাগণ বিধর্ম্মা শত্রুব হস্তে আত্মসম্মান নষ্ট হওঁয়াব আশঙ্কায় আবাসগৃহে আগুন লাগাইবা দিলেন । আসফ খাঁ দুর্গ জয় কবিলেন । কিন্তু কাগিনীকুলের ধর্ম্ম জয় কবিতে পারিলেন না । রমণীগণ জলন্ত

অনলে আত্মবিসর্জন করিয়া আপনাদের পবিত্রতার গৌরব রক্ষা করিলেন ।

গোগলসৈন্য গড়নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল । আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া, অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন । কথিত আছে, তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন । আজ পর্য্যন্ত স্মৃতগণ দুর্গাবতীর বীরত্ব-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া বীণাসহযোগে নানা স্থানে গাহিয়া বেড়ায় । কালের কঠোর আক্রমণে গড়রাজ্য এখন পূর্বগোরবলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না । যত দিন স্বাধীনতার সন্ধান থাকিবে, যতদিন অসাধারণ বীরত্ব বীৰেন্দ্রসমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যত দিন “জননী জন্মভূমিচ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” এই মধুর বাক্য স্বদেশবৎসল ব্যক্তিব কোমল হৃদয়ে অমৃতপ্রবাহের সঞ্চার করিবে এবং যতদিন আত্মদর ও আত্মসন্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া, অটল গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিবে, তত দিন দুর্গাবতীর কীর্ত্তির বিলয় হইবে না ।





ভারতে ভারতীর অপূৰ্ণ পূজা ।

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইয়াছে । অপূৰ্ণ উৎসব, বিপুল সম্পত্তি নাই, সপ্তম শতাব্দী ভাবতে প্রবেশ কবিয়াছে । এ সময়ে ভারতের বর্তমান কালের জায় মলিন বেশ নাই, দীনতা-হীনতা আবেশ নাই, শোকের উচ্ছ্বাস, নৈবাগ্নের আর্ন্তনাদ, মহামাবীর করাল ছায়া, কিছুই নাই । এ সময়ে ভারত প্রকুল, স্বাধীনতা বলে বলিয়ান, ধনসম্পত্তির মহিমায় গৌরবান্বিত । এ সময়ে আৰ্য্যকীর্তি পূর্ণতা পাইয়াছে । আৰ্য্যসভ্যতায় জগতে অতুল্য দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকাশ পাইয়াছে । জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান গৌরব বাড়িয়াছে । মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সুশাসন-মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তিশালিনী হইয়াছেন । মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীর্তি উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে । নালন্দায় ভারতীর অপূৰ্ণ পূজায় ভারতের গৌরব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ।

নালন্দায় বেদমাতা ভারতীর এই পূজা ভারতের একটি প্রধান কীর্তি । নালন্দা গম্বার নিকটে । কেহ কেহ বর্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দেশ করেন । যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম-পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ । কথিত আছে, এই স্থানে একটি আত্ম-

কানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্‌ উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আশ্র-
কাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের
দানশীলতায় ক্রমে বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দাব
বিদ্যামন্দির এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ-বিদ্যালয় বলিয়া
প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ,
এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও
চিকিৎসাবিজ্ঞাব আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায এই মহা
বিদ্যালয় পবিশোভিত ছিল। ছয়টি চারি-তল অট্টালিকায় শিক্ষার্থীগণ
বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্ত একশতটি গৃহ
ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পবম্পর সম্মিলনের জন্ত মধ্যস্থানে অনেক-
গুলি বড় বড় ঘর সজ্জিত থাকিত। মহাবাজ শীলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থি-
দিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন,
নগরের কোলাহল ঐ স্থানেব শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন
উহার পবিত্রতা বিনষ্ট কবিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থীগণ ঐ পবিত্র
শান্তি-নিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দাব
বিদ্যালয় কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ
সৌন্দর্য্যেও উহা সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ
জ্ঞানে ও দূরদর্শিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উহার শিক্ষার্থীগণ শাস্ত্রালোচনা
ও শাস্ত্রচিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের
প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না,
শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণেব নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত
শাস্ত্রেই ইহার আয়ত্ত ছিল অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায়
ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান পুরুষ নালন্দার বিদ্যালয় অলঙ্কৃত
করিয়াছিলেন।

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউএন্থ্‌সঙ্গ্‌ এই সময়ে ভাবতবর্ষে আসিয়া-
ছিলেন। তিনি ভারতীযঐ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হইলেন।
হিউএন্থ্‌সঙ্গ্‌ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক নালন্দায় উপনীত
হইলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ অপনাদের
প্রসিদ্ধ অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা কবিলেন। ইহাদের পশ্চাতে বহু-
সংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীর-
স্বরে অতিথির প্রশংসাগীত গাইয়া, তাঁহাকে শত গুণে মহীয়ান্ করিয়া
তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানেব সহিত পরিবৃত্ত হইয়া হিউএন্থ্‌-
সঙ্গ্‌ বিদ্যালয়েব শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যক্ষেব নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র
বেদীতে বসিয ছিলেন, হিউএন্থ্‌সঙ্গ্‌ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনম্রভাবে
বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্থ্‌সঙ্গ্‌
শীলভদ্রেব শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্ব্ব-
প্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া
নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছিলেন, সাধাবণে যাহার জ্ঞানগরিমার
নিকটে অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞানসঞ্চয়েব মানসে ভাবতীর এই
লীলাভূমিতে ভাবতেব এই অভিজ্ঞ পুরুষেব শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের
একটি উৎকৃষ্ট গৃহে হিউএন্থ্‌সঙ্গ্‌কে স্থান দেওয়া হইল। দশজন তাঁহার
অনুচর হইল, দুইজন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার্থে নিয়োজিত হইলেন।
মহাবাজ শীলাদিত্য তাঁহাব দৈনন্দিন বায় নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন।
হিউএন্থ্‌সঙ্গ্‌ এইরূপে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আদরনীয় হইয়া, পাঁচ
বৎসর বিদ্যালয়ে রহিলেন। পাঁচ বৎসর, মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রেব পাদমূলে
বসিয়া পাণিনিব ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগেব নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এখন এই বিদ্যামন্দিরে পূর্ব্বতন
সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীয আধিপত্যপ্রভাবে
ভারতীর এই লীলাভূমি এখন শুষ্কদশায় পতিত রহিয়াছে।

সীতারাম রায় ।

যখন সম্রাট কররোধেশ্বর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামতি নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায় গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে সজীবিত হইয়া, যখন ধীরে ধীরে আপনাদের মহাপ্রাণতাব পরিচয় দিতেছিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন মহাবীর শিবাজীর প্রদত্ত শিক্ষাবলে, অসীম সাহস ও অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্তবিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল, তখন বাঙ্গালার যশোহর জেলা, সুরম্য কলাশয়, সুদৃশ্য অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, ভারতের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আপনাদের গৌরব ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরিচয় দিতেছিল। এ জেলাব মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে, মহম্মদপুরে একটি সুবিস্তৃত দুর্গ ছিল। দুর্গের চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর—প্রাচীরের চতুর্পার্শ্বে পরিখা। এই দুর্গের প্রশস্ত প্রাসাদে একদা রাত্রিকালে একটি সুগঠিত, পূর্ণবোবনপ্রাপ্ত পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। যুবকের মুষ্টি গম্ভীর, প্রশস্ত অথচ বীরত্ব-ব্যঞ্জক। যুবক অনন্তমনে, অনন্তসাধারণ পারদর্শিতার সহিত সতরঞ্চের গুটিকা চালনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বাদশাহের সৈন্ত দুর্গের অভিমুখে আসিতেছে, তাহারা শীঘ্রই দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিবে। যুবক কিছু অজ্ঞমনস্ক হইলেন, তাঁহার ক্রয়ুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল, ললাটেরেখা ঈষৎ বিকাশ পাইয়া, প্রশান্ত গান্ধীর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইল; যুবক কিছু অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু খেলা হইতে বিরত হইলেন না; প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্ত, আবার মনিসেষ বিবেচনার সহিত গুটিকা চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইলেন না। কিঞ্চিৎ অস্থিরতাপ্রযুক্ত যুবক সে বাজি হারিলেন। তখন তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—

“আজ যে কষ্ট পাইলাম, যবনের মাথা কাটিলেও সে কষ্ট ঘাইবার নহে ।”

নিকটে একটি দীর্ঘকার, ভীমপরাক্রম বীরপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল । যুবকের কথা শুনিয়া, সে নিঃশব্দে তথা হইতে প্রস্থান করিল ।

রজনী প্রভাত হইল ; নবীন সূর্য্য নবীনভাবে উৎফুল্ল হইয়া, মহম্মদপুরের দুর্গ উদ্ভাসিত করিল । যে যুবক গত রাত্রিতে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, প্রভাতে তিনি মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দীর্ঘকার বীরপুরুষ তাঁহার পদতলে মল্লধোর একটি ছিন্ন মস্তক রাখিয়া, অভিবাদন করিল । এই আকস্মিক ব্যাপারে যুবক চমকিত হইলেন । অসময়ে, অতর্কিতভাবে মল্লধোর ছিন্ন মস্তক দেখিয়া, গম্ভীরস্বরে বীরপুরুষকে কহিলেন,—

“মেনাহাতী ! এ কি ?”

মেনাহাতী অবনতমুখে কৃতাজলিপুটে কহিল,—

“মহারাজ ! বিপক্ষ সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে । ইহা সেনাপতি আবুতোরাপের মস্তক ।”

যুবকের জ্যোতির্ময় চক্ষু অধিকতর জ্যোতির্ময় হইল ; গম্ভীর, প্রশান্ত মুখমণ্ডল অধিকতর গাম্ভীর্যের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল । যুবক কিছু চিন্তিত হইলেন । কিন্তু সে চিন্তার আবেগ বাহিরে পরিত্যক্ত হইল না । যুবক প্রফুল্লচিত্তে মেনাহাতীর যথোচিত প্রশংসা করিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে এইরূপ সাহস ও পরাক্রমের জন্ত তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন,— “নবাবের সহিত বোধ হয়, শীঘ্র তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে । বাহা হউক, ভয়ের কোন কারণ নাই । তুমি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাক ।”

পূর্ণধৌবনপ্রাপ্ত এই তেজস্বী পুরুষের নাম সীতারাম রায় ! আর এই বীরকশালী, ভীমপরাক্রম বীর পুরুষ, তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতী ।

সীতাবাম উত্তররাঢ়ী কায়স্থ তাঁহার কৌলিক উপাধি বিশ্বাস । মধুমতী নদীর পূর্ব্বতীরে হবিহরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সীতারামের জন্ম হয় । সীতারামের পিতার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল । যাহা হউক, সীতারাম তখনকাব প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু পাঠশালায় তিনি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন । নিস্তেজ নিরীহ পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা, সাহসী, তেজস্বী বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে তাঁহার অধিকতর ইচ্ছা ছিল । মহাবাষ্ট্রের উদ্ধারকর্ত্তা শিবাজী, বালাকালে অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, ভাবতের হিন্দু মুসলমান, উভয় জাতিকেই চমকিত করিয়াছিলেন ; পঞ্জাবকেশবী রণজিৎ সিংহ তরুণবয়সে লোকাতীক শুব্ধে পঞ্জাবের গৌরবহর্য্য উদ্ভাসিত কবিতা তুলিয়াছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সীতারাম আপনাব বীৰত্ব ও সাহসের প্রভাবে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যত হইলেন ।

সীতাবাম অল্পবয়সে তীব্রসঞ্চালনে সুদক্ষ হইলেন, লাঠিখেলায় প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, অস্বারোহণে অপূৰ্ব্ব কৌশল দেখাইয়া, দর্শকদিগকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, বন্দুক ধরিতে সবিশেষ যোগ্যতাব পরিচয় দিলেন এবং অসিচালনায় সমগ্র বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন । তিনি যেক্ষেপে চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্য পাতিত করিতেন, যেক্ষেপ দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতেন, যেক্ষেপে নিষ্কোষিত অসি ও সুদৃঢ় লাঠি লইয়া, অসাধারণ চালনাকৌশল দেখাইতেন, তাহা সে সময়ে বাঙ্গালার নবাবের এবং দিল্লীর সম্রাটের অমাত্যগণ বিশ্বয় ও ভীতির সহিত গুনিতেন । বাঙ্গালী এখন সাধারণের নিকটে ভীক বলিয়া বিদ্যুত হইতেছে ; বাঙ্গালী এখন কতিপয় অনভিজ্ঞ বিদেশীর লিখিত ইতিহাসে, অকর্ণণ্য সম্বানের প্রস্তুতি

বলিয়া অবিরত কুৎসা সংগ্রহ কবিতোছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্বে কখনও এক্লপ কলঙ্কের কালিমায় মলিন হয় নাই। অনেক দোষে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছে, অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী মনস্তিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্বে কখনও আত্মগোঁববে বিসর্জন দেয় নাই। যখন দিল্লীব মুসলমান সম্রাটগণ ভাবতে আধিপত্য স্থাপন কবেন, দেশের পব দেশ যখন তাঁহাদেব পদানত হইতে থাকে, তখনও বাঙ্গালী অনেক স্থানে আপনাদেব স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন। বাঙ্গালার বিজয় সিংহ দুস্তর সাগব অতিক্রমপূর্ব্বক দেশান্তবে অধিকার বিস্তাব কবিয়াছেন। বাঙ্গালাব গঙ্গাবংশীযেবা বাহবলে উড়িষ্যা আধিপত্য স্থাপন করিয়া ইতিহাসেব নিকটে সম্মান পাইয়াছেন, বাঙ্গালার পাল ও সেন-রাজারা বিজয়িনী সেনাব অধিনায়ক হইয়া বিজয়মহিমা সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন। বাঙ্গালাব দ্বাদশ ভৌমিক আপনাদেব শুব্র ও বীবত্রে দিল্লীব সম্রাটকে চমকিত কবিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার সীতাবামও ক্ষমতা ও তেজস্বিতায় বীরেন্দ্রসমাজেব শ্রদ্ধাস্পদ হযেন। বাঙ্গালাব বীৰ্য্যবন্ত পুরুষসিংহেরা যথানিয়মে রণকৌশল শিক্ষা করিতেন, এবং প্রশস্ত ক্রীড়াভূমিতে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া, দর্শককিগেব প্রীতি সম্পাদনে ব্যাপ্ত থাকিতেন। বাঙ্গালা পূর্বে কখনও আত্মগোরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। যত দিন ইতিহাসেব মর্যাদা থাকিবে, যত দিন দেশহিতৈষিতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিবে, যত দিন পূর্ব্বস্মৃতি সমবেদনার প্রাধান্য রাখিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন সত্যনিষ্ঠ সহৃদয়গণ মুক্তকণ্ঠে, গভীরস্বরে কহিবেন, বাঙ্গালা পূর্বে কখনও আত্মগোরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম রায় অনেক বীরপুরুষের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে অনেক ভূসম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল।

তিনি বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহম্মদপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সীতারাম আপনার ভুজবলে “বীরভোগ্যা বসুন্ধরা” এই কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি পরপীড়িত, পরপক্ষানত হুঃখীর উপকার করিতেন। যেখানে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল ব্যক্তির কষ্ট দেখিতেন, সেইখানেই সীতারাম তাহার কষ্টমোচনে উদ্বৃত্ত হইতেন। এই সময়ে যশোহরে দ্বাদশ চাকলা ছিল। ঐ চাকলার অধিস্বামিগণ দিল্লীর সম্রাটকে রীতিমত রাজস্ব দিতেন না। সম্রাট্ ফররোখশেব বীরশ্রেষ্ঠ সীতারামের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া- ছিলেন, এখন তাঁহাকেই ঐ অবাধ্য ভূস্বামীদিগের দমন জন্ত অহুরোধ করিলেন। বাদশাহের অহুরোধপত্র পাইয়া সীতারাম সকল ভূস্বামীকে আপনার অধীন করিয়া, দ্বাদশ চাকলার অধিপতি হইলেন সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন। তেজস্বী সীতারাম অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। বৈভবহীন সামান্য লোকের সম্মান আপনার ক্ষমতায় “রাজা” হইলেন। তাঁহার গৃহ সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পরোপকারব্রত হইতে স্বলিত হইলেন না। রাজা সীতারাম রায় পূর্ব্বের ত্রায় হুঃখীর হুঃখ-মোচনে, বিপ্লবে বিপত্তিনিবারণে, অসহায়কে সাহায্যদানে, নিঃসম্বলের সম্বলবিধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ সীতারামের নিকটে রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সীতারাম নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং নবাবের নিকটে কোনও প্রকারে অবনত হইলেন না। তিনি তেজস্বিতার সহিত নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি নবাবের প্রজা নহি। আমার নিকটে রাজস্ব প্রার্থনা করা যুক্ততা মাত্র। আমি যশোহরের স্বাধীন রাজা।” নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন। সীতারামের শাসন জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের সহিত সীতারামের যুদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই

কিছু হইল না। সীতারামের বীরত্বে, সীতারামের সাহসে, অধিকন্তু সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর অপূৰ্ণ কৌশলে, মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল। বাঙ্গালার বীরপুরুষ, স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিলেন এবং প্রকৃত বীরত্ব দেখাইয়া, নবাবকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন।

এই সময় আবুতোরাপ নামক একজন সেনাপতি ভূষণার ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে যথানিয়মে সনন্দ দিলেন। আবুতোরাপ সীতারামের দমন জন্ত রাত্রিকালে তাঁহার মহম্মদপুর দুর্গের নিকটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে সীতারাম সতরঞ্চ খেলিতে ছিলেন। খেলায় হারি হওয়াতে রাজা সীতারাম রায় বিরক্ত হইয়া, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুভক্ত মেনাহাতী প্রভুর কথা সার্থক করিবার জন্যে সেই রাত্রিতেই আবুতোরাপকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তদীয় ছিন্ন মস্তক সীতারামের নিকটে আনিয়া দেন। ঐ মস্তক দেখিয়াই, রাজা সীতারাম রায় সাহসী সেনাপতিকে পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং নবাবের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য জানিয়া, মেনাহাতীকে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি কবিত্তে কহিয়াছিলেন। কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, সীতারামের সহিত যুদ্ধে আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হইলেন।

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ চিত্তিত হইলেন। নাটোরের বাজা বঘুনন্দন নবাবের দেওয়ানি করিতেন। নবাবের অনুরোধে বঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা রামজীবন সীতারামের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সাহসী কর্মচারী দয়ারাম রায় এই কার্যসাধনের উপায় নির্ধারণ করিলেন। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সম্মুখিত হইলেন! হিন্দু হিন্দুদের অবমাননার জন্যে হিন্দুর সর্বসাথে উত্তত হইয়া উঠিলেন! ইহাদের উত্তম সর্বসাথে সফল হইল। ইহারা সমুখ সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া, সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীকে কৌশলক্রমে:

ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চেষ্টা সফল হইল । বিপক্ষেরা কৌশলক্রমে 'নিরস্ত্র মেনাহাতীকে' শূলবিদ্ধ করিল । চক্রান্তকাবী স্বদেশীয় শত্রুর হস্তে মেনাহাতী নিহত হইল । রাজা সীতারাম রায় প্রভুভক্ত সেনাপতির মৃত্যুতে নিরতিশয় কাতর হইলেন । তিনি আর যুদ্ধের আয়োজন না করিলেন, শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন । কেহ কেহ কহেন, নবাবের সৈন্য চারি দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ কবে । বাহা হউক, নবাবের সেনাপতি সীতাবামকে অবরুদ্ধ করিয়া দরবাবে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সীতারাম আপনাব অঙ্গুরীযন্ত্র হীবকলেহনে দেহত্যাগ করিলেন । পূর্ণযৌবনে পুরুষসিংহ আপনার ইচ্ছায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । মতান্তরে, রাজা সীতাবাম মুর্শিদাবাদের কারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয় লেহনে আত্মবিসর্জন কবেন ।

রাজা সীতারাম রায় যশোহরে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছেন : দেবতাব উদ্দেশে অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া আপনাব অচলা দেবভক্তির পরিচয় দিয়াছেন । মহম্মদপুবেব দুর্গ তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি চিহ্ন । তাঁহাব আদেশে সুদক্ষ শিল্পিগণ আসিয়া এইদুর্গে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত কবিত । ঢাকাব শিল্পকবকর্তৃক উৎকৃষ্ট কামান নির্মিত হইত । এই সকল কামানে মহম্মদপুবে ছুর্গেব গোরব বুদ্ধি হইয়াছিল । রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কুম্ভসাগর আজ পর্য্যন্ত যশোহর জেলায় সর্ব্বপ্রধান জলাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । এখন রাজা সীতারাম বায়েব অনেক কীর্ত্তিব ভগ্নাবশেষ অনন্ত কালের অপাব শক্তিব পরিচয় দিতেছে । সীতারামেব শাসনে মহম্মদপুবে সবিশেষ সমৃদ্ধি ও গোরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল । ঐ সময়ে ইদানীন্তন মহানগরী বলকাতা : ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুপূর্ণ জঙ্গলে পবিত্র ছিল এবং ঐ সময়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালার হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা স্বৈতপুরুষগণ বাঙ্গালায় সামান্য বণিকের বেশে ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন ।

কুমার সিংহ ।

বঙ্গালার নবাবের অধিকাবে ব্রিটিশ কোম্পানির অভ্যুদয়সময়ে অন্ধকূপ-
হত্যা যদি সত্য ঘটনাব মধ্যে পবিগণিত হয়, তাহা হইলে উহা নিবতিশয়
আতঙ্কজনক । কথিত আছে, ঐ সময়ে প্রচণ্ড জৈষ্ঠ্যের নিশীথে ১২৩ জন
ইংরেজ একটা ক্ষুদ্র গৃহে বায়ুব* অভাবে, জ্বলের অভাবে চিরনিদ্রায়
অভিভূত হয়েন । উহার ঠিক এক শত বৎসব পরে আর একটা
বিশ্বত্রাস ঘটনায় সমগ্র ভাবতবর্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠে । ঐ আন্দোলন
অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । অন্ধকূপেব ঘটনায় ভারতবর্ষের
কেবল একটা ক্ষুদ্রতব অংশেই নৈরাশ্র, বিষাদ ও আতঙ্কের উৎপত্তি
হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সর্বব্যাপী আন্দোলন সমগ্র ভাবতবাসীকে গভীবতম
আশঙ্কাসাগরে ডুবাইয়া ফেলে । অন্ধকূপের ঘটনার সময়ে ভারতে ব্রিটিশ-
প্রতাপ বদ্ধমূল ছিল না, ব্রিটিশগণ তখন সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল ।
কিন্তু ঐ আন্দোলনের সময়ে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু
হইতে দূবতব ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সমগ্র ভূখণ্ডে ব্রিটিশ-প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল ।
সিন্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্রামল ক্ষেত্রে বোম্বাই
ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছিল এবং ইংলণ্ডের বণিক-
সমিতির একজন অমুগত কর্মচারীর ক্ষমতা, অশোক বা বিক্রমাদিত্য
অথবা পিতবী বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গোরব ও তেজোমহিমার
স্পর্ক করিতেছিল ।

১৮৫৭ অব্দে যখন ভাবতবর্ষে ঐ ভীষণ বিপ্লবের আবির্ভাব হয়,
সিপাহীগণ যখন বণবঙ্গে অধীব হইয়া, আপনাদের অসামান্য সাহসেব পবিচয়
দিতে থাকে, বঙ্গালা হইতে অযোধ্যা, দিল্লী হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত,
সমুদয় স্থল যখন নরশোণিতশ্রোতে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মৃত্যুর করাল ছায়া

নৈরাশ্র ও বিবাদে ঘোর অন্ধকার যখন একটি বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধ ভূখণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন বিহারের একটি বর্ষীয়ান বীরপুরুষ আপনার সম্মম রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুদ্রিত হয়েন ; আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদার গোবব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে জীবনের শেষ অবস্থায় অল্পম শূব্র ও তেজস্বিতা দেখাইয়া ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগকেও চমকিত করিয়া তুলেন । এই তেজস্বী, বর্ষীয়ান বীরপ্রবরের নাম কুমার সিংহ ।

কুমার সিংহ আরা জেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী । হুমরাও রাজবংশের সহিত ইহার সম্বন্ধ ছিল । অনেকের মতে সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে কুমার সিংহ অশীতি বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে, ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হয় নাই । যাহা হউক, ১৮৫৭ অব্দের ঘোর বিপ্লবের সময়ে কুমারসিংহ যে, অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন । এই শেষোক্ত মতানুসারে ১৭৭৭-৭৮ অব্দে কুমারসিংহের জন্ম হয় ।

কুমার সিংহের বাল্যাবস্থার বিবরণ জানা যায় না । যে দেশে জীবনচরিত লেখার প্রথা নাই, মহৎ ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলী জগতেব সমক্ষে প্রচার করিবার পদ্ধতি নাই, কুমারিল বা সায়ণাচার্য্য, বিজয় সিংহ বা গোবিন্দসিংহের আয় পুরুষপ্রধানগণ যে দেশে কল্পনাময় পদার্থের আয় লোকেব মানসক্ষেত্রে নীববে উত্থিত হইয়া, নীরবেই বিলয় পাইয়া থাকেন, সে দেশে কুমার সিংহব বাল্যজীবন জানা বড় সহজ নহে । কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, কুমার সিংহ কেবল বই পড়িয়া কালযাপন করা অপেক্ষা, সহস ও তেজস্বিতাব পরিচয় দিতেই অধিক ভালবাসিতেন । স্মৃতরাং তাঁহার বাল্যকাল গুরুসন্নিধানে অতিবাহিত হয় নাই, সংঘনী গুরুর যুগে শম-দগের গুণগরিমার কথা শুনিয়া, তিনি আপনাকে শাস্ত, দাস্ত, নির্জীব ও নিরীহ করিতে প্রয়াস পান নাই । তিনি লেখাপড়া অপেক্ষা প্রকৃত রাজপুত্রের ন্যায় তেজস্বিতা, বীরত্ব ও সাহস শিক্ষাতে



कुमार सिंह ।

অধিকতর মনোযোগী ছিলেন । প্রতাপসিংহ যেমন সাহসী অনুচরগণের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া লোকাভীত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যেমন তরুণবয়সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভবিষ্য-কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ফুলা সিংহ যেমন অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কুমার সিংহও সেইরূপ নবীন বয়সেই তেজস্বিতা ও দৃঢ়তাব পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অস্ত্রশিক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান আমোদ ছিল । বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে তিনি প্রায়ই মৃগয়ায় মত্ত থাকিতেন । পুরুষসিংহ শের সাহ যেখানে বীরত্বের পরিচয় দেন, হুমায়ূনের বিজ্ঞতা, দিল্লীর ভবিষ্য সম্রাট, যেখানে বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইলেন, কথিত আছে, কুমার সিংহ সেই রোটস্ হুর্গের পার্শ্বত্যা প্রদেশে সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতেন । সর্ব্বদা এইরূপ হুর্গম স্থানে যাতায়াত করাতে এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ কষ্টসাধ্য মৃগয়াকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে কুমার সিংহ ক্রমে সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন । রাজপুত যুবক ক্রমে ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষোচিত বীরত্বগুণে ভূষিত হইয়া, সমগ্র বিহারে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ।

হুমরাওর রাজা বহুকাল হইতে শাহাবাদের উজ্জয়িনীসমাগত ক্ষত্রিয়দিগের অধিনেতা ছিলেন । শেষে ঐ ক্ষত্রিয়গণ হুই দলে "বিভক্ত হয় । সিপাহীবিল্লবের সময়ে বাবু কুমার সিংহ উহার এক দলের অধিনায়ক ছিলেন । হুমরাওর ভূপতি অপব দলে কর্ত্তৃত্ব কবিতেন । আপনার দলস্থ ক্ষত্রিয়গণই কুমার সিংহের প্রধান সৈন্য ছিল । সাহসে ও তেজস্বিতায় ইহার শাহাবাদের ইতিহাসে সর্বিশেষ প্রসিদ্ধ । কুমার সিংহ আপনার দলের সকলকেই নিজের ভূমি দিতেন । গরীব দুঃখীও তাঁহার নিকটে উপেক্ষিত হইত না । কথিত আছে, এইরূপে অনেক নিজের ভূমি দেওয়াত তিনি শেষে ঋণগ্রস্ত হইলেন । ক্রমে তাঁহাকে মোকদ্দমা-

জ্বলে জড়িত হইতে হয় । শাহাবাদের কলেজের নিকটে ক্রমাগত ঐ সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে । শেষে কুমার সিংহ অনেক টাকা জমা দায়ী হইলেন । তিনি এক জনের নিকট হইতে কুড়ি লক্ষ টাকা লইয়া ঋণ পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন । কিন্তু এই টাকা আসিয়া পঁহুঁহিতে কিছু বিলম্ব হইল । ইহার মধ্যে ঘটনাক্রমে আর এক জনের নিকট হইতে কিছু টাকা পাওয়া গেল । কুমার সিংহ এই টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকার একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন । তিনি আশা করিয়াছিলেন যে রেবিনিউ বোর্ড ঋণপরিশোধের জন্ত তাঁহাকে কিছু অধিক সময় দিবেন ; কিছু সময় পাইলে তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন । কুমার সিংহ এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, এইরূপে সমস্ত বিষয়েবই সুবন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার সে আশা বা সে চেষ্টা ফলবতী হইল না । অতর্কিতভাবে রেবিনিউ বোর্ড তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইলেন । কুমার সিংহ যখন টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন রেবিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশন দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, “যদি এক মাসের মধ্যে সমুদয় টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বোর্ড গবর্ণমেন্টকে তাঁহার জমিদারীর সহিত সমস্ত সংশ্লিষ্ট পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন ; গবর্ণমেন্ট আর তাঁহার জমিদারীসংক্রান্ত কার্য্য নিরূহ করিতে বাধ্য হইবেন না ।” কুমার সিংহ হুঃখিত হইলেন । এক মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা সংগ্রহের কোনও উপায় ছিল না । সুতরাং বোর্ডের আদেশে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইল । তিনি গবর্ণমেন্টের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ ছিলেন । তাঁহার আশা ছিল যে, সময়ে সময়ে তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অনেক উপকাব পাইবেন । কিন্তু পরিণামে সে আশা নশ্বূল হইল । তেজস্বী রাজপুত বীর হুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিতা বিলুপ্ত হইল না । ঐ ক্ষতি, ঐ বিরাগ, ঐ অপমানের কথা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে অক্ষরে অক্ষরে লেখা রহিল ।

কুমার সিংহ ক্রুরপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি অকারণে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া, উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দিতেন না। ক্ষত্রিয় বথানিয়মে ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষা করিতেন। কথিত আছে কুমার সিংহ খাজনা আদায়ের জন্তে, প্রায় কোন প্রজার উপর পীড়াপীড়ি করতেন না। প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে বাহা দিত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অধিকারে যদি কাহারও কোন বিষয়ে অধিক লাভ হইত, তাহা হইলে কুমার সিংহ স্বয়ং তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করিতে উদ্ভূত হইতেন, ব্যবসায়ীও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিত। কিন্তু তিনি উৎপীড়নপূর্ব্বক কোন ব্যবসায়ী বা কোন প্রজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। কুমার সিংহের উপাধি “বাবু” ছিল। এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে বাবু কুমার সিংহ নামে অভিহিত হইতেন। সমগ্র শাহাবাদ জেলা বাবু কুমার সিংহের প্রতিপত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সমগ্র শাহাবাদ জেলার লোক বাবু কুমার সিংহের নামে শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে আনত হইত। রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে বাবু কুমার সিংহের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কুমার সিংহ যদিও ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, দুঃসহ দুঃখের গভীর আবেগ যদিও তাঁহার হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি সহসা গবর্ণমেন্টের প্রতিকূলে সন্মুখিত হয়েন নাই; গভীর উত্তেজনায় পরিচালিত হইয়া, সহসা আপনার অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, সহসা কোম্পানীর রাজস্বের উচ্ছেদ করিবার স্বপ্নে মোহিত হইয়া, অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সমরভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন নাহ। তাঁহার হৃদয় যেমন প্রশস্ত ছিল, সাধুতা, কর্তব্যনিষ্ঠাও সেহরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুরুষেরা তাঁহার উন্নত প্রকৃতিব সমাদর করিতে পরাভূত হইতেন না। সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কুমার সিংহ গবর্ণমেন্টের অনুরাগভাজন ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন পাটনার কমিশনার টেলর সাহেব গবর্ণমেন্টে লিখেন,

“অনেকে আমার নিকট, কতিপয় জমীদার, বিশেষ বাবু কুমার সিংহের রাজভক্তিব বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া পত্র পাঠাইতেছে। কিন্তু কুমার সিংহের সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, গবর্ণমেন্টের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি ঐ কথার সমর্থন করিতে পারিতেছি না।” ইহাব পর ৮ই জুলাই কমিশনার উল্লেখ কবেন, “বাবু কুমার সিংহ সকলই করিতে পারেন। কিন্তু এখন তাঁহার কোনরূপ অবলম্বন নাই। তিনি অনেকবার আপনাব রাজভক্তি প্রকাশ কবিয়া, আমার নিকটে পত্র লিখিয়াছেন।” শাহাবাদেব ম্যাজিষ্ট্রেট পাটনার কমিশনরের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে বিমুখ হয়েন নাই। কুমার সিংহের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা দেখাইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেন্টে লিখেন,—

“উপস্থিত গোলযোগেব সূত্রপাত হইলেই বাবু কুমারসিংহেব বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি উহাতে বিশ্বাস করিবার কোন কাবণ দেখিতেছি না। কমিশনের তাঁহাব রাজভক্তি সম্বন্ধে সাতিশয় সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কাবণ দেখা যাইতেছে না।

কুমার সিংহের রাজভক্তি এইরূপ অটল ছিল। অটল রাজভক্তি-গুণে তিনি সৰ্ব্বদা গবর্ণমেন্টেব সমক্ষে এইরূপ সম্মানিত হইতেন। যদি রাজপুরুষেবা হৃদয়ের সরলতা দেখাইতেন, সৰ্ব্বদা দীৰ্ঘভাবে বিবেকের বশবর্তী হইয়া, যদি সদ্যবহাব দ্বাবা এই বর্ষায়ানু রাজপুত বীরকে সন্তুষ্ট বাখিতেন, তাহা হইলে, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস বোধ হয় রূপান্তর পরিগ্রহ কবিত; বোধ হয়, কুমার সিংহ জীবনের শেষ দশায় অপূৰ্ব তেজস্বিতার সহিত রণরঙ্গে মাতিয়া বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে অধিকতর বিপদে ফেলিতেন না। কিন্তু ঘটনাস্রোত অগ্ৰ দিকে ধাবিত হইল। ইংরেজ রাজপুরুষের অপরিণামদর্শিতায় তেজস্বী রাজপুতের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। শাহাবাদে নরশোণিত-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সূত্রপাত হইল।

যখন সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সম্মুখিত হয় গ্রামের পর গ্রাম যখন উচ্ছৃঙ্খল ও উৎসন্ন হইতে থাকে, নগরের পর নগরে যখন ভীষণ শোণিত-তরঙ্গিনী নিরীহ অধিবাসীদিগকে চমকিত করিয়া তুলে ; তখন রাজপুরুষেরা সকল দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত যদি ধীরতা ও পরিণামদর্শিতার সংযোগ থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বস্ত লোক সহসা অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না । গবর্ণ-মেন্টও বিপদের পূর্বে বিপদে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন না । কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর গোলযোগের সময়ে একরূপ ধীরতা বা একরূপ পরিণামদর্শিতাব সম্মান রক্ষা পায় নাই । সে সময়ে যাহাব কিছু ক্ষমতা ছিল, সে সাধা-বণের সমক্ষে কিয়ৎপরিমাণে আপনাব প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি রক্ষা কবিশা আসিতেছিল, সে পূর্বাধি বিশ্বস্ত থাকিলেও রাজপুরুষেরা সহসা তাহার প্রতি অনুচিত সন্দেহ করিতে থাকেন । বিশ্বাস ও ভালবাসা যাহাকে ঐ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবক্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু কবিতে পাবিত, অবিশ্বাস ও সন্দেহ তাহাকে বিরক্ত ও পরম শত্রু কবিতাতুলে । শাহাবাদে কুমাব সিংহের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল ; প্রবীণতা ও তেজোমহিমা-বশত কুমার সিংহ সকলেবই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে এই তেজস্বী রাজপুত্রের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা প্রকাশ করিতে থাকে । কিন্তু পাটনার কমিশনের প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই । তিনি কুমাব সিংহের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি স্বত্বক্কে যেক্রপ সম্ভাষণক মত প্রকাশ করেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবও ঐ সময়ে কুমার সিংহের সহিত সর্বদা সদ্যবহাব করিতে পরামর্শ দেন । তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, “তুই এক জনকে ফাঁসী দিলে লোকে ভীত হইতে পারে, উহাতে ফলও ভাল হয় । কিন্তু যেখানে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে, সেখানে সর্বদা যদি ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে উপকার অপেক্ষা অপকারই

বেশী হইয়া থাকে ।” ইহাব পব তিনি কুমার সিংহের বিষয় লিখেন, “যদি কুমার সিংহের গ্রায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর উপর সন্দেহ করা হয় এবং তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, অপবেও তাঁহাব দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইতে পাবে ।” কিন্তু কমিশনব টেলব সাহেব শেষে এই সংপরামর্শ গ্রহণ কবিলেন না । এই সংপরামর্শ অনুসাবে বিশ্বস্ত বন্ধ বন্ধুকে আপনাব অকুগ্রিম বিশ্বাস ও ভালবাসাব নিদর্শন দেখাইলেন না । যদিও তাঁহার লেখনী হইতে এক সময়ে কুমাব সিংহের প্রশংসাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল, যদিও তিনি এক সময়ে কুমার সিংহকে বিশ্বস্ত বন্ধ বলিয়া, তাঁহাব প্রতি প্রীতি দেখাইয়াছিলেন, তথাপি সহসা তাঁহাব হৃদয় বিচলিত হইল । টেলব সাহেব সহসা কুমাব সিংহের বাজভক্তিতে সন্দিহানু হইয়া তাঁহাকে পাটনায় আনিবার জ্ঞা জগদীশপুবে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়া দিলেন ।

কমিশনবের নিদেশবার্তা লইয়া, দূত জগদীশপুবে উপস্থিত হইলেন । কুমার সিংহ অসুস্থ অবস্থায় শয্যায় শয়ান ছিলেন, এমন সময়ে দূত তাঁহাব নিকটে আসিয়া কমিশনবের আদেশ জানাইলেন । কুমার সিংহ দূতের মুখে ধীবভাবে আপনাব অবিষ্মতাব কথা শুনিলেন, ধীবভাবে পবিত্র মিত্রতার শোচনীয় পরিণাম দেখিলেন । তাঁহাব হৃদয়ে আঘাত লাগিল । কিন্তু তিনি দূতের সমক্ষে কোনরূপ অধীরতার পরিচয় দিলেন না, সহসা ক্রোধে বিচলিত হইয়া, আত্মপ্রকৃতির অবমাননা করিলেন না । তিনি পূর্বেব গ্রায় নির্বিকারচিত্তে নিজের বার্কিক্য ও অসুস্থতাব উল্লেখ করিয়া, কমিশনবের আদেশপালনে প্রথমতঃ আপনাব অসামর্থ্য জানাইলেন ; শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন, শরীব সুস্থ হইলে এবং ব্রাহ্মণেরা যাত্রার শুভ দিন নির্ধারণ করিয়া দিলে, তিনি পাটনায় যাইয়া কমিশনবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । এদিকে দূত কমিশনবের

আদেশে কুমার সিংহের বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, সূক্ষ্ম-
 সূক্ষ্মরূপে তাঁহার অধিকারে সকল বিষয় দেখিতে লাগিলেন । অনু-
 সন্ধানে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তাঁহার
 লোকদিগকেও গবর্ণমেন্টের প্রতি বিবস্ত্র বা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে
 যুদ্ধে উদ্বৃত্ত দেখা গেল না । দত্ত নিবস্ত্র হইলেন । কিন্তু তেজস্বী
 বাজপুত নিবস্ত্র হইলেন না । কথিত আছে, এই সময়ে এক জন
 আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে কুমার সিংহ বরষাতীর দলে অধিকসংখ্যক
 লোক লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুরুষেরা অকাবণে ভীত
 হইয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত হয়েন নাই । অবিচারের উপর
 অবিচারে বুদ্ধ বাজপুতের হৃদয় কালীময় হইল । ইংরেজ বাজ-
 পুরুষের বিচারে তাঁহাব জমীদারীর ক্ষতি হইয়াছিল, এখন তাঁহার
 মর্য্যাদা নষ্ট হইল । তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন
 করিয়াছিলেন, হৃদয়ের সরলতা ও চরিত্রের সাধুতা দেখাইয়া
 মিত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন সে মিত্রতার
 পবিত্রতাব রক্ষিত হইল না । রাজপুরুষেরা অকাবণে তাঁহার চরিত্রের
 উপর দোষারোপ করিলেন, অকুঞ্জিতচিত্তে তাঁহাকে অবিস্ত্রস্ত বলিয়া
 প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন ; একটি বিধর্ম্মী লোক অবলীলাক্রমে
 তদীয় অধিকারে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাব সম্বন্ধে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান
 করিল ; তাঁহাকে সামান্য লোক ভাবিয়া, তাঁহার রাজভক্তির বিরুদ্ধে
 প্রমাণসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল । তেজস্বী রাজপুত এ অবমাননা সহিতে
 পারিলেন না ; এ অত্যাচারে, এ অবিচারে অবনত হইয়া থাকিলেন
 না । তিনি বংশের গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষোচিত সম্মানরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প
 হইলেন । তাঁহার বার্নিক্য অন্তর্হিত হইল । জরাজীর্ণ দেহে
 যৌবনমূলভ তেজস্বিতার আবির্ভাব হইল । ক্ষোভে, রোষে ও
 অপমানে ক্ষত্রিয় বীর গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন ।

উত্তেজনার আবেগে ইংরেজের শোণিতে কলঙ্কের কালিমা মুছিয়া ফেলিতে উদ্ভূত হইলেন ।

লর্ড ডালহৌসীর পরস্বত্বসংহারিণী ও পরবাক্যগ্রহণবিষয়িণী নীতি হইতে বিষময় ফলেব উৎপত্তি হইল । ভারতবর্ষেব প্রধান প্রধান স্থান একে একে সিপাহীযুদ্ধের বঙ্গভূমি হইয়া উঠিল । সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল । পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, ভয়, বিবাদ ও আতঙ্কের মলিন ছবি বিকাশ পাইল । এই ভীষণ বিপ্লবের সময়ে কুমার সিংহ যদি ইংবেজের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে শাহাবাদে বোধ হয় নবশোণিতপাত হইত না ; শাহাবাদের ইংবেজেবা বোধ হয়, সিপাহীদিগের হস্তে নিপীড়িত, নিপুহীত বা নিহত হইতেন না । কিন্তু কুমার সিংহ ইংবেজ কর্তৃপক্ষের বিচারদোষে ঘেরাপ অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরুক ছিল । শেষে ইংবেজের বিরোধী সিপাহীরা যখন তাঁহাব নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাব সমক্ষে ইংবেজের শোণিতে আপনাদের হস্ত রঞ্জিত কবিলে বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল, তখন তিনি বিবেকেব বশবর্তী না হইয়াই তাহাদের সঙ্গে মিশিলেন । ২৭ শে জুলাই দানাপুর্বেব সিপাহীরা আবার উপনীত হইয়া, কুমার সিংহের সঙ্গে একত্র হইল । কুমার সিংহেব ভ্রাতা অমর সিংহও এই সময়ে অজ্ঞশব্দে সজ্জিত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কবিলেন । ক্রমে অনেকে আসিয়া, ইহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল, ক্রমে আরায ইংবেজের বিরুদ্ধে বহুসংখ্য সিপাহীর আবির্ভাব হইল । কুমার সিংহ আরায ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন, কয়েদীদিগকে খালাস দিলেন, আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন । কিন্তু তাঁহাব আদেশে কেহ কলেক্টরীর কোন কাগজ নষ্ট করিল

না । কলেঙ্কটরীর কাগজপত্র নষ্ট হইলে সাধারণের জমীজমার স্বত্বনির্ধারণক্ষে গোলযোগ হইবে ; ইংরেজেরা যখন এদেশ হইতে তাড়িত হইবে, সমুদয় রাজ্য যখন আমাদের হাতে আসিবে, তখন কাগজপত্র না পাইলে স্বত্বনির্ধারণের সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, কুমার সিংহ কলেঙ্কটরীর কাগজ নষ্ট করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন । বুদ্ধ বীর পুরুষের এইরূপ উচ্চ আশা ও গভীর বিশ্বাস ছিল । এইরূপ উচ্চ আশা ও গভীর বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া বীরপুরুষ ইংবেজের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছিলেন । আবার ইংরেজেরা আত্মবক্ষায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া বেলওয়ে সংগঠিত হইতেছিল । আবার নিকটে যাহারা বেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপবে এক জন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । ইঞ্জিনিয়ারের নাম বিকাশ বয়েল । আরায বিকাশ বয়েলের একটি ছোট দোতারা বাড়ী ছিল । বাড়ীটি প্রথমে বিলিয়ার্ড খেলার জন্তে নির্মিত হয় । এই ক্রীড়াগৃহ এখন ইংবেজদিগের আত্মবক্ষার দুর্গরূপ হইল । সমুদয় ইংবেজ দুর্গে সমবেত হইলেন । পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্ত তাঁহাদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবাব জন্ত দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিল । কুমার সিংহ ঐ দুর্গ নষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন । প্রথমে দুর্গপ্রাচীরের নিকটে কতকগুলি ডালপালা ও খড়ের গাদা একত্র করিয়া, আগুন দেওয়া হইল ; কিন্তু পবনদেব ইংরেজদিগের অমুকুল ছিলেন ; দুর্গে আগুন লাগিল না । যে সকল অশ্ব নিহত ও দুর্গসমীপে স্তম্ভীকৃত হইয়াছিল, বায়ু অমুকুল হওয়াতে তাহার দুর্গন্ধও ইংরেজদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না । বিপক্ষেরা কুল্যা খনন করিয়া দুর্গ উড়াইবার চেষ্টা করিল । ইংরেজেরা প্রতিকূল্যা খনন করিয়া সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন । কুমার সিংহ অবশেষে দুইটি কামান আনিয়া দুর্গসমীপে স্থাপিত করিলেন । কিন্তু উপযুক্ত গোলাগুলি ছিল না, স্তত্রাং কামান-
• দ্বারা ফললাভ হইল না । কথিত আছে, ইংরেজেরা এই সময়ে আপনাদের

ভূর্গের নিকটে আক্রমণকারিগণের পুরোভাগে কতকগুলি গোরু সারি করিয়া রাখিয়াছিলেন । গোধন বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কুমার সিংহের লোকে ইংরেজদিগের উপর গুলি চালাইতে পারে নাই । এ দিকে ইংরেজেরা ঐ গো-শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিপক্ষের দিকে গুলিরষ্টি করিয়া-ছিলেন । ইংবেজেরা উপস্থিত বুদ্ধিবলে কিছু কাল এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধ কুমার সিংহকে সহসা নিরস্ত করতে সমর্থ হইলেন না । কুমার সিংহ প্রবল প্রতাপে চারি দিক্ বেটন করিয়াছিলেন ; প্রবলপ্রতাপে সমগ্র আরা আপনাব পদানত রাখিয়াছিলেন ; ইংবেজগণ ভূর্গ হইতে বাহির হইয়া, ঐ প্রতাপ খর্ব্ব কবিতে পারিলেন না । ক্রমে তাঁহাদের খাণ্ড-সামগ্রী শেষ হইয়া আসিল ; ক্রমে তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন ; দশ দিক্ অন্ধকাবময় দেখিতে লাগিলেন ; আকাশেব দিকে চাহিয়া ঈশ্বরের নিকটে বিমুক্তিব জ্ঞাপ্ত প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন । তাঁহাদের এইরূপ বিপত্রিকালে স্থানান্তর হইতে সাহায্যকারী সৈনিকের সমাগম হইল । কুমার সিংহ আবা অববোধ কবিয়াছেন শুনিয়া দানাপুবেব সেনাপতি লয়েড পাটনাব কমিশনর টেলব সাহেবেব পরামর্শে কতিপয় ইউবোপীয় ও শিখসৈন্ত আরায পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । সমুদয়ে প্রায় চারি শত সৈন্ত ও পনর জন আফিসর কাপ্তেন ডানবাবের অধীনে জাহাজে চড়িয়া আবার অভিমুখে আসিতেছিল । ২৯শে জুলাই বৈকালে ইহারা জাহাজ হইতে নামিল । সৈনিকগণ অনাহারে কাতর হইয়াছিল । স্তব্ধবাস জাহাজ হইতে নামিয়া, অনেকে রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল । আরা যাইবার পথে যে একটি খাল ছিল, তাহা পার হইবার জ্ঞে কেহ কেহ নৌকার অহুসন্ধানে গেল । সকালে সাতটার সময় খাল পার হইয়া আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । রাত্রি প্রায় দুই প্রেহর হইয়াছে ; চন্দ্রমা কিরণজাল সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে অন্তমিত হইতেছে, এমন সময়ে পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ সেনাপতি ডানবাবের নিকট সে রাত্রি বিশ্রাম

করিবাব জন্ত প্রার্থনা করিল । কিন্তু ডানবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না ; তিনি অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্তে সেই রাত্রিতেই আরায় যাইবার আদেশ দিলেন । সৈনিকগণ চলিতে আরম্ভ করিল, আবার ধীরে ধীরে গভীর নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল । সৈনিক-দলেব পুৰ্বোভাগ আরার সমীপবর্তী হইয়াছে, এমন সময়ে পথের পার্শ্বস্থিত আশ্রয়স্থান সহসা জ্বলিয়া উঠিল ; সহসা নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইল । মুহূর্ত্তমধ্যে আশ্রয়স্থান হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল । অব্যবহৃত গুলিবৃষ্টি হইল। গুলির আঘাতে পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল । সেনাপতি ডানবার নিহত হইলেন । হতাবশিষ্ট সৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া পশ্চাৎ হটিয়া শোণ নদেব দিকে আসিতে লাগিল । কুমার সিংহেব সৈন্য এইরূপে ইংরেজসৈন্যেব ছুববস্থা ঘটাইল * । আরার অবরুদ্ধ ইংরেজেরা গভীর নিশীথে দূর হইতে বন্দুকেব শব্দ শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদেব সাহায্যের জন্য সৈনিকগণ অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল না । সাহায্যকারী সৈন্যের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না । বন্দুকেব শব্দ ক্রমে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল, জ্যোতির্ময় আশ্রয়স্থানমূহ ক্রমে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল, অবরুদ্ধদিগের হৃদয় ক্রমে বিবাদ ও নৈরাশ্রের গভীর কালিমায় আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল । রাত্রিশেষে একজন শিখ ভগ্নদূত বিপাকগণেব অজ্ঞাতসারে দুর্গে যাইয়া, আপনাদের দুর্গতির সংবাদ জানাইল ।

* এই সময়ে দুই জন সিংহলিয়ান অসীম সাহসের পরিচয় দেন । এক জনের নাম মাজল্‌স্, অপরের নাম মাক্‌ডোনল্‌ মাজল্‌স্ । একজন চলৎশক্তিবিহীন আহত সৈনিককে গিঠে তুলিয়া বিপাকদিগেব গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া চলিয়া আইসেন । ঐরূপ গুলিবৃষ্টির মধ্যে মাক্‌ডোনল্‌ নৌকার হাল ঠিক করিয়া দিয়া অনেকের প্রাণ রক্ষা করেন । এই শেখোক্ত সাহসী পুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের অন্ততম বিচারপতি-ছিলেন ।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এইরূপ দুর্গতির সংবাদে, অবরুদ্ধ ইংরেজেরা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন । পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছিল ; নিদারুণ পিপাসায় সকলের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল । দুর্গস্থিত শিখসৈন্য জলের অভাব দেখিয়া, কূপখননে উদ্ভত হইল । ঐ কূপের জলদিয়া, তাহারা ইংরেজদিগের তৃষ্ণা-শাস্তি করিল । এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল । এক সপ্তাহ কাল ইংরেজেরা একটি সঙ্কীর্ণ গুহে আবদ্ধ থাকিয়া যাতনার একশেষ ভুগিতে লাগিলেন । ২রা আগষ্ট প্রাতঃকালে আবার দূরে বন্দুকের শব্দ হইল । ঐ দুরাগত ধ্বনি আবার অবরুদ্ধদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্য, হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গ তুলিয়া দিল ।

বিন্‌সেন্ট আয়াব নামক এক জন সৈনিক পুরুষ আপনার সৈন্য লইয়া, জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন । দানাপুর হইতে বক্সারে আসিয়া, তিনি আরার ঘটনা শুনিতে পাইলেন । আয়াব পর দিন প্রাতঃকালে গাজিপুর্বে অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সে স্থান তখন বড় নিরাপদ ছিল না । এজন্যে তিনি তথায় দুইটি কামান রাখিয়া, আয়াব বক্সারে ফিবিয়া আসিয়া আরায় যাইতে উদ্ভত হইলেন । এস্থলে আব একদল সৈন্য তাঁহাব সঙ্গে একত্র হইল । আয়ার ঐ সকল সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া আরার অভিমুখে যাত্রা করিল ।

এদিকে সমগ্র আবা কুমার সিংহের পদানত হইয়াছিল । বুদ্ধ রাজপুতবীরের প্রতাপে আরাস্থিত লোক কম্পাবিত হইলেও, সকলে সমান দুর্দশাগ্রস্ত হয় নাই । কুমার সিংহ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ কবিলেন । এষ্ট সময়ে কয়েকটি বাঙ্গালী তাঁহাব সম্মুখে আনীত হইলেন । ইহাবা ইংরেজের পক্ষে ছিলেন ; ইংরেজের চাকরী করিয়া দিনপাত করিতেন । স্মৃতবাং ইহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, কুমার সিংহ ইহাদের প্রাণদণ্ড

করিবেন। বাঙ্গালীরা কাতরভাবে, বিস্ময়স্থে কুমার সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বুদ্ধ রাজপুত বিস্ফারিতলোচনে, গম্ভীরভাবে ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দৃষ্টিতে আবেগের লক্ষণ নাই, জুবতায় বিকাশ নাই, কঠোরতার পরিচয় নাই; সে দৃষ্টি প্রশান্ত অথচ জ্যোতির্ময়। কুমার সিংহ প্রশান্তভাবে বাঙ্গালীদিগের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “নির্ভয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না।” ইহা কহিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তেজস্বী সৌম্য পুরুষ নিরীহ বাঙ্গালীর শোণিতপাত করিয়া বীৰধর্মের অবমাননা করিলেন না। বুদ্ধ কুমার সিংহের প্রকৃতি এইরূপ উন্নত ছিল, এইরূপ পবিত্র বীরধর্মের তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

সেনাপতি আয়ার ১লা আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে গুজরাজগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পথের উভয় পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কিয়দূরে পথের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধের জন্য কুমার সিংহ ঐ স্থানে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। আয়ার ২৮ আগষ্ট প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভেবীধ্বনি হইল। ভেরীর শব্দে সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, অদূরে বিপক্ষগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে কুমার সিংহের সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কুমার সিংহের সৈন্য বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বভাগ হইতে অবিচ্ছেদে গুলি কবিতো লাগিল। আয়ার পূর্বোভাগে কামান স্থাপন করিয়া, বিপক্ষের দিকে গোলাবৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। কুমার সিংহের সৈন্য সবিশেষ সাহসী ও পরাক্রান্ত ছিল। তাঁহার সৈন্য সংখ্যাও ইংরেজদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু তিনি দুই

বিষয়ে বিপক্ষ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন ; প্রথম, তাঁহার কামান ছিল না । এদিকে ইংরেজ সেনাপতি কামানের সাহায্যে বিপক্ষের দিকে অবিরত গোলাবুটি করিতেছিলেন । দ্বিতীয়, তাঁহার সৈনিকদলের বন্দুক উৎকৃষ্ট ছিল না । পক্ষান্তরে বিপক্ষগণ উৎকৃষ্ট “স্নাইডার রাইফল” নামক বন্দুকে সজ্জিত ছিল । যুদ্ধান্তের এইরূপ হীনতায় কুমার সিংহের সৈন্য দীর্ঘকাল বিপক্ষের গতিরোধ করিয়া থাকিতে পারিল না । গোলাবর্ষণে তাহারা হাটয়া যাইতে লাগিল । ইংরেজ সেনাপতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এইরূপে দুই মাইল যাওয়ার পর একটি ক্ষুদ্র নদীতে তাঁহার গতিবোধ হইল । নদীর অপর তটে বিবিগঞ্জনামক ক্ষুদ্র পল্লী । নদী পার হওয়ার জন্য যে সেতু ছিল, কুমার সিংহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন । এজ্ঞে আয়ার সে স্থানে নদী পার হইতে পারিলেন না । তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া রেলওয়ের বাধের দিকে যাইতে লাগিলেন । ঐ বাধ দিয়া আরাব দিকে একটি রাস্তা গিয়াছিল । আয়ার উক্ত পথ অবলম্বন করিবার জ্ঞান অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; এদিকে কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । তিনি সৈন্য সহ নদীর অপর তট দিয়া উল্লিখিত বাধের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন । ইংবেজ সেনাপতি তাঁহার দিকে ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন ; কিন্তু এবার কুমার সিংহ গোলাবুটিতে নিরস্ত হইলেন না । অপ্রতিহতবেগে, অবিচলিত উৎসাহসহকারে, অব্যাহতবিক্রমে বর্ষায়ানু ক্ষত্রিয়বীর বিপক্ষের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন । বিবিগঞ্জের সন্নিহিত ভূখণ্ডে ভয়াবহ সময়ের আরম্ভ হইল ।

বাঁধের নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল । ইংরেজ সেনাপতি বাঁধ ছাড়াইয়া আরার পথে উপস্থিত হইতে না হইতেই কুমার সিংহ ঐ বন অধিকার করিলেন । যুদ্ধের মধ্যে বনের অন্তরাল

হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, ইংরেজ সৈন্তের উপর পড়িতে লাগিল। গুলির পর গুলির আঘাতে সেনাপতি আয়ারের দলস্থ লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমার সিংহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারা এই আক্রমণ সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। বুদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া ইংরেজ সেনাপতি চমকিত হইলেন। তিনি বিপক্ষের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ঐ গুলিতে তাহাদের সাহস ও উত্তম পর্য্যদস্ত হইল না। কামানের নিকটে যে সকল পদাতি সৈন্ত ছিল, তাহারা কুমার সিংহের আক্রমণে কামান ফেলিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল। বিপক্ষেরা এই অবসরে প্রবলবেগে কামানের নিকটে আসিয়া পড়িল। ইংবেজ সেনাপতি আর কোন উপায় না দেখিয়া, সঙ্গীন চালাইতে আদেশ দিলেন। ইংরেজদিগের উৎকৃষ্ট সঙ্গীনের সম্মুখে বিপক্ষেরা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাবা ক্রমে এদিকে ওদিকে ধাবিত হইল। সেনাপতি আয়ার ওরা আগষ্ট প্রাতঃকালে আরায় উপনীত হইলেন। আবাব অবরুদ্ধ ইংরাজেরা আপনাদের উদ্ধারকর্ত্তাকে অক্ষতশরীরে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমার সিংহ স্বকীয় বাসগ্রাম জগদীশপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ কতিপয় যুদ্ধাহত সিপাহী ইংরেজদিগের বন্দী হইয়াছিল। সেনাপতি আয়ার ঐ আহত বন্দীদিগের প্রতিও কিছুমাত্র দয়া দেখাইলেন না। তাঁহার আদেশে দুই জন আহত সিপাহীর প্রাণদণ্ড হইল। ইংরেজ বীরপুরুষ এই রূপে বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়া, ১১ই আগষ্ট জগদীশপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগদীশপুবে শাইবার পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল। কুমার সিংহ ঐ জঙ্গলে সৈন্তসন্নিবেশ করিয়া বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার চেষ্টা শেষে ফলবতী হয় নাই। আয়ার জগদীশপুরে গিয়া, কুমার সিংহের সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ করেন। পবিত্র দেবালয়ও তাঁহার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কুমার সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি অসঙ্কোচে উহা বিনষ্ট করিয়া, হিন্দুধর্মের যাব পর নাই অবমাননা করেন। কুমার সিংহের দুই ভ্রাতা অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাসগৃহও ঐরূপে বিধ্বস্ত হয়। জগদীশপুরের কিছু দূবে জ্যোতরানামক স্থানে কুমার সিংহের আর একটি আবাসবাটী ছিল। সেনাপতি আয়ার সৈন্ত পাঠাইয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

যখন কুমার সিংহ পরাজিত হইয়া, জগদীশপুর পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বংশের অনেক মহিলা ইংরেজ সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্তে তাঁহার সঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন। ইহারাই ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, প্রকৃত বীরান্নার জ্ঞায় যুদ্ধে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কুমার সিংহ যখন স্বকীয় আবাসগৃহ ও দেবালয় ধ্বংসের সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জগদীশপুরে গিয়া, তথাকার সমস্ত ইংরেজ সৈনিক পুরুষকে নিহত করেন। ইংরেজেরা অবিলম্বে সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে কুমার সিংহের দলের জ্যৈষ্ঠ পুরুষ, সকলেই যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করে। ক্ষত্রিয়মহিলাগণ অপরিসীম সাহসের পরিচয় দেন। শেষে যখন জয়ের আশা নির্মূল হয়, তখন তাঁহারা আপনাদের কামানের মুখে মাথা রাখিয়া, আপনাই আপনাদের জীবন নষ্ট করেন। এইরূপে প্রায় দেড় শত যুবতী প্রশান্তভাবে আত্মত্যাগের পরাকর্ষ দেখাইয়া, অনন্তকীর্তির অধিকারিণী হয়েন।

জগদীশপুর বিশ্ববল হইল কিন্তু কুমার সিংহ যত হইলেন না । কেহ কেহ বলেন, তিনি শাশারামের দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন । যাহা হউক, ইংরেজেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারেন নাই । কথিত আছে, একদা তিনি হাতীতে চড়িয়া গঙ্গা পার হইতেছিলেন, এমন সময়ে বিপক্ষের গুলি তাঁহাব বাম বাহুতে প্রবিষ্ট হয় । কুমার সিংহ স্বহস্তে আহত বাহু কাটিয়া “মা গঙ্গে ! তোমার সন্তানের এই শেষ উপহাব গ্রহণ কব ।” বলিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন । শেষে ঐ আঘাতেই ভাগীরথীগর্ভে হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহাব মৃত্যু হয় ।

কুমাব সিংহ একটি গল্প বড় ভালবাসিতেন । কোনও কারণে মন অস্থির হইলেই তিনি তাঁহাব কথকের মুখে ঐ গল্প শুনিয়া, আমোদিত হইতেন । গল্পটি এই :—একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনার ভ্রাতা ভৰ্ভুহরিকে রাজ্যভাব দিয়া, স্বয়ং ছদ্মবেশে নানা স্থান পবিত্রমণে উত্তত হযেন । বিক্রমাদিত্যের যাত্রাকালে ভৰ্ভুহরি তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে, যদি তাঁহাব পবামর্শগ্রহণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সাক্ষেতিক কথা রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে । ঐ সাক্ষেতিক কথাটি প্রচারিত হইলেই, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে । অসমবে ছদ্মবেশে দ্বারদেশে উপনীত হইলে যদি দ্বারবান প্রবেশ করিতে না দেয়, তাহা হইলে তাহার কোন সত্বপায় করা উচিত মনে করিয়া, উভয় ভ্রাতা আর একটি সাক্ষেতিক কথা ঠিক করেন । যে সময়েই হউক, বিক্রমাদিত্য দ্বারে আসিয়া দ্বাররক্ষক দ্বারা ঐ কথাটি জানাইলেই ভৰ্ভুহরি বুঝিতে পারিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপনীত হইয়াছেন । এইরূপে নিয়ম স্থির

হইলে বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলেন। ভর্তৃহরি যথানিয়মে রাজ্যাশাসন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রাজ্যমধ্যে কোন একটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল। ভর্তৃহরি পূর্বপরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট সাক্ষেতিক কথা রাজ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। বিক্রমাদিত্য উহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; নিশীথে রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইয়া ভর্তৃহরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। দ্বাররক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে চিনিতে পারিল না; স্নতরাং নিশীথসময়ে অপবিচিত, অজ্ঞাত পুরুষকে, রাজপ্রাসাদে বাইতে দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে বিক্রমাদিত্য পূর্বনির্দিষ্ট সাক্ষেতিক কথা ভর্তৃহরিকে জানাইতে কহিলেন। দ্বাবান্ ভর্তৃহরির শয়ন-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, সেই সাক্ষেতিক কথার উচ্চারণপূর্বক কহিল, “মহারাজ ! একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া, এই কথাটি বলিয়া পাঠাইয়াছেন।” ভর্তৃহরি উহা শুনিয়া অবিলম্বে সন্ন্যাসীকে আপনার নিকটে আনিতে আদেশ দিলেন। দ্বার রক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে ভর্তৃহরিব অনুমতি জানাইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভর্তৃহরির শয়নমূহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শয্যার পার্শ্ব দিয়া শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ভর্তৃহরি অগ্নানভাবে, অবিকারচিত্তে শয্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। এই দৃশ্যে তাঁহার অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। ভর্তৃহরিকে রক্তস্রোতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভর্তৃহরি অতি সামান্য ঘটনা বলিয়া, উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে শেষে কহিলেন, “বিষয়টি অতি সামান্য। শয্যায় আমার স্ত্রী শয়ান ছিলেন। দ্বাররক্ষক আসিয়া আমাদের নির্দিষ্ট সাক্ষেতিক কথা কহিলে, আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনি দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। আপনি এখানে আসিলে আপনার সহিত রাজনীতিঘটিত অনেক গোপনীয়

পরামর্শ হইবে । সে সময়ে আমাব জ্বর এখানে থাকা উচিত নয় । এই নিশীথকালে তাঁহাকে ঝুহাস্তরে পাঠাইয়া দিলে, অথবা আমি স্থানান্তরে গিয়া আপনাব সহিত সাক্ষাৎ করিলেও তিনি নানাপ্রকার সন্দেহ করিয়া ভবিষ্যতে আমায় বড় বিরক্ত করিবেন । এই জন্তে আপনাব আসিবার পূর্বেই তাঁহাকে অসির আঘাতে দ্বিগুণ করিয়া সমস্ত গোলযোগের শান্তি করিয়াছি । ইহার পব দ্বিতীয় বার দাবপরিগ্রহ করিলেই হইবে । ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ বর্তমান থাকিবে না, গোপনীয় রাজনীতিও অপব-লোকের গোচর হইবে না । আমাব জ্বর ছিন্ন দেহ পর্য্যন্তের নিম্নদেশে রহিয়াছে । উক্ত দেহনিঃসৃত শোণিত-প্রবাহই এখন আপনাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে ।” ভর্তৃহরির কথায় বিক্রমাদিত্যের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, ললাটেরেখা উন্নত হইয়া উঠিল । বিক্রমাদিত্য বিস্মারিতলোচনে কহিলেন, “ভাই ! আর পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন নাই ।” ইহা বলিয়া বিক্রমাদিত্য পূর্বের ত্রায় ছয়বেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । এই গল্প শুনিলেই কুমার সিংহ বলিতেন, “ভর্তৃহরি বেশ কাজ করিয়াছেন । রাজনীতির জন্তে এইরূপ সাহস এবং এইরূপ দৃঢ়তার পবিচয় দেওয়া উচিত ।” কুমার সিংহ রাজনীতির গৌরব কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজনীতির রহস্তধারণে কতদূর সমর্থ ছিলেন, তাহা উপস্থিত গল্পানুসারে পরিস্ফুট হইতেছে । সমগ্র শাহাবাদে কুমার সিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেহ প্রকাশ্য পথে বা ঘৃহের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেও সাহস পাইত না ! সাহসে ও প্রতাপে, কর্মদক্ষতায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, বুদ্ধ রাজপুতবীর শাহাবাদ-বাসীদিগের বরণীয় ছিলেন । জীবনের শেষ দশায় তিনি বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন । হুগ্ধের সহিত বলিতে হইতেছে, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা বা দূরদর্শিতার গভীরতা প্রকাশ পায় নাই ।

সংযুক্তা ।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অতীত হইয়াছে। দিল্লীতে চোহান-কুলববি পৃথ্বীরাজ আধিপত্য কবিত্তেছেন। কাণ্ঠকুজ রাঠোরকুলশ্রেষ্ঠ জয়চন্দ্রের পদানত রহিয়াছে। মিবার পবাক্রান্ত সমবসিংহের শাসন-মহিমায গোববান্বিত হইয়াছে। আৰ্য্যাবর্তে আৰ্য্য মহাপুরুষগণ স্বাধীন-ভাবে শাসনদণ্ডেব পাবিচালনা কবিত্তেছেন। আৰ্য্যগণেব কীৰ্ত্তিকলাপ চারণদিগেব ছন্দোময়ী গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়া, চাবিদিকে উদ্ঘোষিত হইতেছে। কণ্ঠকুজলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসবেব কাহিনী প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দেব রসময়ী কবিতায় গ্রথিত হইয়া, রসজ্ঞ ব্যক্তিদিকে আমোদিত কবিত্তেছে।

সংযুক্তা কাণ্ঠকুজরাজ জয়চন্দ্রের ছুহিতা। ১৭০ খ্রীঃ একে তাঁহার জন্ম হয়। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগেব আদর্শস্বরূপ ছিলেন : তাঁহার কেবল অল্পম সমৌন্দর্য্য ছিল না। ঐ সৌন্দর্য্যেব সহিত অসামান্য উদারতা ও মনস্বিতাও ছিল। মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজধানীতে এই মহালক্ষ্মীর স্বয়ংবরেব উদ্ঘোগ হইতে লাগিল। ভারতেব বহুবলদৃষ্ট ক্ষত্রিয় রাজগণ এই অতুল্য ললনারত্ন লাভেব জন্তে কাণ্ঠকুজে সমাগত হইতে লাগিলেন

আত্মবিগ্রহে ভারতেব সর্বনাশ হইয়াছে। আত্মবিগ্রহেব স্বেযোগে বিদেশী মুসলমান ভাবতবর্ষে আপনাৰ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। উপস্থিত সময়ে দিল্লীখর পৃথ্বীবাজ ও কাণ্ঠকুজবাজ জয়চন্দ্রের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষভাব ছিল ; উভয়েব মধ্যে যুদ্ধাদি হইত। এই আত্মবিগ্রহে শেষে দিল্লী ও কাণ্ঠকুজ উভয়েবই পতন হয়। উভয় জনপদই মহম্মদ গোরীর অধীনতা স্বীকার করে।

মহারাজ জয়চন্দ্র কান্যকুজলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরেব পূর্বে রাজহয় মহাযজ্ঞেব অর্ঘ্যর্পণ করেন। ক্ষত্রিয়েব রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণেব

অভীষ্ট মহাবজ্র সম্পাদনের আয়োজন হয় । আশ্ববিগ্রহগ্রন্থক যজ্ঞস্থলে দিল্লীখর পৃথ্বীরাজ ও তদীয় পবমবজ্র মিবারপতি সমরসিংহেব আগমন হইল না । ইহার। উভয়েই জয়চন্দ্রের নিমজ্জন অগ্রাহ্য করিলেন ; জয়চন্দ্র এতদ্ব্যতীত অভিমানী হইয়া, পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহেব দুইটি হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করাইলেন । এই প্রতিমূর্ত্তিষয় দ্বাবরক্ষক ও স্থালীপরিষ্কারকের বেশে সজ্জিত হইয়া, সভামণ্ডপে স্থাপিত হইল । এদিকে রাজস্বয়ের কার্য্য শেষ হইলে, সংযুক্তার স্বয়ংবরের উদ্যোগ হইতে লাগিল । ভাবতের গুণগৌরবশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ একে একে কাণ্ডকুজের স্বয়ংবর সভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন । রাজগণের অধিবেশনের পর সংযুক্তা স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হস্তে বরমালা লইয়া, ধাত্রীব সহিত সভাপ্রবেশ সমাগতা হইলেন ।

যে গুণাগুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া মানবী প্রকৃতিকে দেবতাবাসিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য বাহ্য আবরণে নিবাসিত হয় না । সংযুক্তা ইহার পূর্বেই পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন । এখন পিতাব শত্রুতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না । তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বরমালা দিতে ইচ্ছা করিলেন । শ্রোতন সভামণ্ডপস্থ স্রসজ্জিত বাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না । সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমালা সমর্পণ করিলেন । জয়চন্দ্র^১ হুহিতাব এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যে ত্রিয়মাণ হইলেন । স্বয়ংবরস্থলীব রাজগণ তাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন ললনারতুল্যভে হতাশ হইয়া, আপনাদিগকে দিক্কার দিতে লাগিলেন ।

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্ণবসংবাদ দিল্লীখরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল । সংবাদ পাওয়ামাত্র, তিনি সৈনিকদল লইয়া কাণ্ডকুজে উপনীত হইয়া সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন । জয়চন্দ্র কন্যারয়ের উদ্ধারার্থে

যথাশক্তি চেষ্টা কবিলেন । কান্তকুজ হইতে দিল্লীতে যাইবার পথে, পাঁচ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল । শেষে পৃথীবাজ জয়লাভ কবিলেন । জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষুদ্রহৃদয়ে কান্তকুজে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল * ।

পৃথীবাজ এই অসামান্য ললনারদ্বৈব অধিকারী হইয়া, অমুক্ষণ তদগত-চিত্তে কালান্তিপাত কবিতে লাগিলেন । সংযুক্তাব অসামান্য গুণে স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল । সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন ।

পৃথীবাজ যখন এইরূপ সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, সংযুক্তা যখন এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়া আশ্লাদসাগবে ভাসিতেছিলেন, তখন শাহবদ্দীন গোবী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন । সংযুক্তা আসন্ন শত্রুর হস্ত হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপব হইলেন । কিরূপে বিপক্ষ সৈন্ত বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ভারতভূমি রক্ষা পাইবে এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত কবিতে লাগিল । তিনি ভর্তাকে চতুবঙ্গ সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্রই বগক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ কবিলেন । সংযুক্তার যত্ন কেবল ঐ অনুরোধমাত্রই শেষ হইল না । তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীবস্বরে পৃথীবাজকে কহিলেন,— “জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । আমবা আজ যে জীবনশ্রোতে দেহ ভাসাইয়া* পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয়ত কালই তাহা অনন্ত-কালসাগবে বিলীন হইতে পারে । ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গু দেহের মমতার আকৃষ্ট

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথীবাজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে হাররক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথীবাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্তসামন্তসমভিব্যাহারে কান্তকুজে গমনপূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন । এই সময়ে সংযুক্তা পৃথীবাজকে বেধিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিবে বরণ করেন । ইহার পর সংযুক্তা পিতৃকর্তৃক সিজাসিতা হইয়া উত্তর করেন, তিনি পৃথীবাজকেই বিবাহ করিবেন । পৃথীবাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া পুনর্বার কান্তকুজে গিয়া, সংযুক্তাকে স্বকীয় রাজধানীতে আনিয়ন করেন ।

হইয়া; চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিতে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া, প্রাণ বিসর্জন কবেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া অমবতাব দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাগিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমাব অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিতশ্রোতে সম্ভরণ করুক, তোমাব চতুবঙ্গ সৈনিকদল “হর হর” ধ্বনিতে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত করুক, এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় কবিও না, বণস্থলের ভয়ঙ্কর ভাবে ভীত বা কর্তব্যবিমূখ হইও না। সাহস, উত্তম ও যত্নেব সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কব, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।” বীরবালা, বীবজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য নির্গত হইয়াছিল; এইরূপ তেজস্বিতা পৃথীবাজেব হৃদয়ে প্রবেশ কবিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈনিকগণ সমবেত হইয়া, যুদ্ধে যাত্রা কবিল। ভারতের প্রায় সমগ্র ক্ষত্রিয়বীৰ এই মহাযুদ্ধে শবীব ও মন উৎসর্গ কবিলেন। আর্য্য্যবর্ত্তের রাজন্যকুলের “হব হব” ধ্বনিতে চাবি দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া শাহবদ্বীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর ভারতের নাবাঘনপুর গ্রামে (তিরোৱী ক্ষেত্রে) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। বিপক্ষ সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের তুর্কার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র, পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। শাহবদ্বীন গোরী পরাজিত হইয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথ্বীবাজ বিজয়ী হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে শাহবদ্বীন আবার ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। এবারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সময়সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈনিকগণ

সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন । কিছু দিনেব মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্বার বিশাল সৈন্তসাগরের আবির্ভাব হইল ।

মহাবীর সময় সিংহ এই সময়ে দিল্লীতে উপনীত হইয়া, যুদ্ধেব প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃথ্বীরাজ তৎসমুদয় যত্নের সহিত লিখিয়া লইলেন । এদিকে যুদ্ধযাত্রাব সকলেই স্ব স্ব পরিবার-বর্গের নিকটে বিদায় লইল । মাতা, ছহিতা, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে বর্ণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণভূমিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিদায় দিল । সংযুক্তা ভর্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাজাইতে সাজাইতে হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল ; সংযুক্তা অনিমেঘলোচনে পৃথ্বীবাজেব দিকে চাহিলেন, অতর্কিতভাবে কয়েকটা মুক্তাফল কপোল বহিয়া বক্ষোদেশে ঞ্জত হইল । পৃথ্বীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া সৈনিক-দলসহ নগর হইতে বহির্গত হইলেন । সংযুক্তা ভর্তার গমন পথ নিবীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে কহিলেন,—“স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয়, আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না ।’

পৃথ্বীরাজ দৃশ্যবতীর তটে উপস্থিত হইলেন । চতুর মুসলমান নদীর অপবিত্র হইতে চাতুরীজ্ঞান বিস্তার করিলেন । হিন্দুগণ চতুরের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন । শাহবন্দীন ঐ সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । হিন্দুসৈন্ত তাড়াতাড়ি অস্ত্র লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল । যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্তমান ছিল, ততক্ষণ তাহাবা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল । কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহরত্ন ভারতভূমির ক্রোড়শায়ী হইতে লাগিল । তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সময়সিংহ সময়ক্ষেত্রে

বীরশয্যায় শয়ন করিলেন । পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত ও শেষে শত্রুব হস্তে নিহত হইলেন । ক্ষত্রিয়শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্যবি ডুবিল ; সংযুক্তাব অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইল ।

অবিলম্বে এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে পঁছছিল । সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন । দেখিতে দেখিতে চিতানলেব শিখা গগন স্পর্শ কবিল । সংযুক্তা বহুময় অলঙ্কারবাশি দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক রক্তবস্ত্র পরিধান ও রক্তপুষ্পমালা ধারণপূর্ব্বক ঐ অনলে প্রবেশ কবিলেন । নিমেষমধ্যে তাঁহার লাণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পবিণত হইল ।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন বণভূমিতে ছিলেন, তত দিন কেবল জল সংযুক্তাব জীবন রক্ষার অবলম্বন ছিল । চাঁদ কবিব গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তাব এই অসাগাশ্রু পাতিব্রত্যেব বিবরণ বর্ণিত আছে । সংযুক্তা পতিব্রতাব দৃষ্টান্তস্থল, স্বর্গস্থ দেবীসমাজে ববণীয়া । পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য ।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তাঘাটত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয় । যে দুর্গ সংযুক্তার বিলাসক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রাচীর আজ পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্তা পাতসোহাগিনী হইয়া অবস্থিতি করিতেন, তাহার স্তম্ভরাজি আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ শোভিত করিতেছে । কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষ মুক্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশ অশ্রু প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না । তাঁহার সরলতা, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসে জ্ঞান্যমান রাখিবে ।



সংস্কৃত।

রাজসিংহের রাজধর্ম্ম ।

আওরঙ্গজেব দিল্লী ময়ূরাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস-ঘাতকেব বিশ্বাসঘাতকায় রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তাঁহার বুদ্ধ পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহোদরগণ ঘাতকের হস্তে রাজ্যপ্রাপ্তির আশার সহিত আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। নিষ্ঠূর্ব সন্ন্যাস্ট দযাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয়স্বজনের শোণিতপাত কবিয়া, চিরভক্তিতাজন জনককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, সাম্রাজ্যস্থখ সম্ভোগ করিতেছেন। এই সময়ে দুই জন হিন্দুবীৰ ধর্ম্মাঙ্ক সন্ন্যাস্টের অত্যাচারের বিবন্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রবাজ শিবাজী অপূর্ব তেজস্বিতাব সহিত হিন্দুব গোবব রক্ষা করেন আর্য্যাবর্ত্তে মিবারের অধিপতি বাণা রাজসিংহ লোকাভীত দুর্জতার সহিত প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় দেন ।

আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, হিন্দুধর্ম্মেব প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মাঙ্কতাব সহিত তাঁহার ভোগস্পৃহা বাড়িতে লাগিল। তিনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রমশোলাঙ্কীর লাভণ্যবতী তনয়ার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। রাজপুতবালাকে আনিবার জন্যে অবিলম্বে রূপনগরে দুই হাজার অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কিন্তু তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী ঐ প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না ; বিধর্ম্মী মোগলের মহিষী হইয়া আপনার বংশের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি স্ত্রণা ও বিরাগের সহিত মোগল সন্ন্যাস্টের দান্তিকতার সমুচিত পরিশোধ দিতে প্রস্তুত হইলেন তাঁহাব স্মৃতিতে বাণা রাজসিংহের অলোকসামান্য গুণগ্রাম বিরাজ করিতেছিল। রূপনগরের রাজবালা ঐ অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষসিংহের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন মোগলের অঐবধ প্রস্তাব

শুনিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না । ক্রোধে ও অভিমানে তেজস্বিনী রাজবালা রাণা রাজসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, “রাজহংসী সারসের সহচরী হইবে? যে রাজপুতকুমারীর দেহে পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে বানরমুখ অসভ্যকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি আমার সম্মান রক্ষা করা না হয়, যদি চিরপবিত্র আৰ্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকে, মোগলের কঠোর হস্ত যদি আমাদের চিরন্তন মর্য্যাদাব বিলোপসাধনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমাদের বংশের প্রাণতঃস্বরূপী পদ্মিনী প্রভৃতি যে পথ অবলম্বন করিয়া, অস্তিসে অনন্তস্থলের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, আমিও অসঙ্কচিতচিত্তে সেই পথ অবলম্বন করিব।” রূপনগরের পূজনীয় কুলপুরোহিত রাণা রাজসিংহের নিকট যাইয়া, রাজপুতবালার এই কথা জ্ঞানাইলেন । রাজসিংহ আপনাদের বংশমর্য্যাদার সম্মান রাখিতে উদাসীন হইলেন না । তিনি একদল সাহসী রাজপুত যোদ্ধা লইয়া আরাবলির পাদদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক রূপনগরে উপনীত হইলেন । তাঁহাব পরাক্রমে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল । তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীর তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালাকে উদ্ধার করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিলেন । প্রবলপ্রতাপ মোগলের বিপক্ষতাতেও রাজপুতের রাজধর্ম্মের সম্মানহানি হইল না ।

এদিকে আওরঙ্গজেবের অপকর্ম্মের শাস্তি হইল না । সম্রাট হিন্দুদিগকে অধিকতর নিপৃহীত করিবার জন্য “জিজিয়া” কর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন । এই কর কেবল হিন্দুদিগকেই দিতে হইত । তাঁহার আদেশে আশ্বেররাজ জয়সিংহ পরাক্রান্ত শিবাজীর প্রতাপ ধ্বংস করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহ রাজকীয় কার্যসাধনের জন্যে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন । ইহার উত্তরেই মোগলরাজ্যের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন । মোগলসম্রাট ইহাদের বিশ্বস্ততা এবং ইহাদের কার্যকুশলতার

উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময়ে অনেক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতেন । “জিজিয়া” কর স্থাপনের সময়ে পাছে ইহারা ঘোরতর আপত্তি করিয়া অসীম বিষয়ের অন্তরায়স্বরূপ হয়েন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব গোপনে বিষ প্রয়োগ করিয়া, উভয়েরই প্রাণনাশ করিবার আদেশ পাঠাইলেন । আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল । বিশ্বস্ত রাজপুতদ্বয় আপনাদেব বিশ্বস্ততা দেখাইতে গিয়া, বিদেশে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । যশোবন্তের মহিষী আপনার শিশুপুত্র অজিত সিংহকে লইয়া, কাবুল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন ; মোগল সম্রাট তাঁহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন । কিন্তু তাঁহাদেব বক্ষক পরাক্রান্ত দুর্গাদাস এই আদেশে অবনত মস্তক হইলেন না । আড়াই শত মাত্র সাহসী রাজপুত একটি গিরিসঙ্কটে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্যকে আটক করিয়া রাখিল । এই অবসরে যশোবন্তেব বনিতা নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন । এদিকে রাজসিংহ স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি অগ্রসর হইয়া, অজিত সিংহ ও তাঁহার মাতাকে রক্ষা করিলেন । তাঁহার আদেশে ইহাদের আবাসস্থান নিরূপিত হইল, তাঁহার আদেশে মোগল সম্রাটের আক্রমণ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সাহসী রাজপুতগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল । রাণা রাজসিংহ স্বয়ং ইহাদের প্রধান বক্ষক হইলেন । ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজসিংহ ক্রুরপ্রকৃতি আওরঙ্গজেবের কঠোর আদেশ উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকচিত্তে অনাথ শিশু ও তদীয় অনাথা জননীর মধ্যাদা রক্ষা করিলেন ।

আওরঙ্গজেবকে “জিজিয়া” কর স্থাপনে উত্তম দেখিয়া, রাণা রাজসিংহ মর্ম্মাহত হইলেন । ভারতভূমিতে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা হইবে, ‘আর্য্যগণ মুসলমান-হস্তে নিপুত হইতে থাকিবে, ধর্ম্মীক সম্রাট আপনার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া, অর্থের জন্যে

কেবল হিন্দুদিগকেই নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এ ক্ষোভ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। রাজধর্ম্যবিৎ রাজন্যশ্রেষ্ঠ নির্ভয়ে ঐ অমুচিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ধমনীতে শোণিতবেগ খরতর হইল ; হৃদয়ে অপূর্ব তেজস্বিতার বিকাশ হইল ; ক্ষোভ, রোষ ও অগমান, মানসক্ষেত্রে একেবারে উদ্ভিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। তিনি হিন্দুগণের অধিনায়কস্বরূপ হইয়া, হিন্দুজাতির সম্মানিত নামে আওরঙ্গজেবকে পত্র লিখিলেন :—

“সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হউক। স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবাধিত আপনার বদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত বাজভক্তিব নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এই হিন্দুস্থানের রাজা, রায় ও সম্ভ্রান্তগণের ইরাণ, তুরাণ, শাণ ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তঋতু জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও জলপথ-যাত্রীগণের সর্বাঙ্গীণ উপকার সাধনে আমি সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। এবিষয়ে বোধ হয়, আপনাব কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যে আমি আমার পূর্বকৃত কার্য স্মরণ এবং আপনার সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণেব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

“আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন ; এবং আপনার শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যে একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

“আপনার স্বর্গীয় পূর্বপুরুষ মহম্মদ জালাল উদ্দীন অকবর সমদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত বায়ান্ন বৎসর কাল এই সাম্রাজ্যের কার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে সকল জাতির লোকই সুখস্বচ্ছন্দে ছিল।

ঈশা, মুসা বা মহম্মদেব শিখাই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও উদারভাব প্রদর্শন করিতেন । এইরূপ সমদর্শিতার জন্যে তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতাব্যবশেষে তাঁহাকে জগদগুরু বলিয়া অভিহিত কবিত ।

“স্বর্গীয় হুবউদ্দীন জাহাঁগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজা পালন করিয়াছেন । মিত্ররাজ্যগণেব প্রতি বিশ্বাস থাকাতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতেন ।

“মহিমাম্বিত শাহ জহাঁ বত্রিশ বৎসর শাসন দণ্ডের পরিচালনা করিয়া, দয়া ও ধর্ম্মেব গৌববযুক্ত পুরস্কার—অক্ষয় স্মৃতিভাতির অধিকারী হইয়াছেন ।

“আপনার পূর্বপুরুষগণের লোকহিতকর কার্য্য এইরূপ । তাঁহাবা এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ কবিতেন, সেই খানেই বিজয়লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যপ্রীতি তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তিনী হইত । তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন । কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্থলিত হইয়াছে । এখন অত্যাচার ও অবিচারপ্রসূত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, স্মৃতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান ঐরূপে হস্তপ্রাপ্ত হইয়া পড়িবে । আপনার প্রজারা পদদলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ হুংখদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে । যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হইলেন, তখন সম্রাট শোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে ? সৈনিকগণ বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাজ্যিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্রে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে ।

“যে রাজ্যাধিপতি এইরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর করভারে

নিপীড়িত করিবার জন্যে আপনার ক্ষমতার বিনিয়োগ কবেন, তাঁহার মহৎ কল্পে রক্ষিত হইতে পারে ? এই দুর্দশার সময়ে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট হিন্দুধর্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন । সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরবংশের গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জনস্থানবাসী নিরপবাধ তপস্বীদিগের উপর আপনার ক্ষমতার বিস্তারে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন । আপনি যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিবই ঈশ্বর ; তিনি কেবল মুসলমানদিগের ঈশ্বর নহেন । হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য । বর্ণভেদ কেবল তাঁহার প্রবর্তিত রীতিমাত্র । তিনিই সকলের অস্তিত্বের আদি কারণ । আপনাদের ধর্মমন্দিরে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয় । দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন । অপরাপব লোকের ধর্ম ও আচারের অবমাননা করা, আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাব বহিভূত কার্য করা, উভয়ই সমান । যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতঃ আমাদের উপর জাতক্ৰোধ হইয়া থাকে । এই জন্যে কবি ষথার্থ ই কহিয়াছেন যে, সর্বিশেষ না জানিয়া গুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে ।

“আপনি হিন্দুদিগের নিকটে যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়পরতাব বহিভূত । উহা সাধু রাজনীতিরও অন্তর্মোদিত নহে । উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে । অধিকন্তু উহা হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী । কিন্তু যদি আপনার ধর্ম্মাঙ্কতা আপনাকে ঐ কার্যে প্রবর্তিত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের প্রধান রাজ সিংহের নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত । পরে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু পিপীলিকা

ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও মহানুভাবতার লক্ষণ নহে । আপনাব অমাত্যগণ যে, জায়পরতা ও সম্মানের সহিত শাসন-কার্য্য নির্বাহ করিবাব নিমিত্ত আপনাকে সহপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমাব নিবতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে ”

রাণা রাজসিংহেব পত্রে এইরূপ সৌজন্য অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল । ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা এবং এইরূপ স্পষ্টবাদিতাব সহিত দিল্লীব সম্রাটকে অপকর্ষে নিবস্ত হইতে অনুবোধ কবিয়াছিলেন । রাজনীতিব উচ্চতায়, ভ্রাবেব গভীরতায়, উদারতাব মহিমায় এবং প্রকৃত বীরত্বেব উচ্ছ্বাসে ঐ পত্র পৃথিবীব যে কোন সভ্য দেশেব রাজনীতিজ্ঞেব নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পাবে । ঐ পত্রেব প্রতি অক্ষবে হিন্দুব হিন্দুত্ব পরিস্ফুট হইতেছে এবং হিন্দু বাজাব প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।

উক্ত পত্র এবং বশোবস্ত সিংহেব জ্ঞীর বিমুক্তির সংবাদ পাইয়া, মোগল সম্রাট ক্রোধে অধীর হইলেন । ক্রোধেব আবেগে তিনি রাণা রাজসিংহের বিবন্ধে যুদ্ধ কবিবাব উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন । এই জন্তে বঙ্গদেশ, কাবুল ও দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহাব পুত্রগণ রাজধানীতে আসিলেন । ইহাদেব প্রতি এক এক দল সৈন্যেব পরিচালনভাব সমর্পিত হইল । আওরঙ্গজেব এইরূপে বহু সেনাপতি ও বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, মিবারেব অভিমুখে যাত্রা করিলেন । এদিকে রাজসিংহও আপনাদের বংশেব গৌবববক্ষায় উদাসীন ছিলেন না । তিনি সৈনিকদল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগের অধ্যক্ষতা জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহের উপর সমর্পণ কবিলেন । ভীমসিংহ অন্য ভাগের অধিনায়ক হইলেন । রাণা স্বয়ং প্রধান ভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া, সম্রাটের গতিবোধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পার্শ্বত প্রদেশের আদিম

অধিবাসিগণও আর্য্যাবর্তের হিন্দুস্বর্ঘ্যের সাহায্যের নিমিত্ত মিবারের রক্তবর্ণ পতাকা আশ্রয়ে সজ্জিত হইল ।

মিবারের অধিপতি এই সকল সাহসী সৈন্ত ও আরাবলি পর্ব্বতের উপর নির্ভর করিয়া, মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । রাজকুমার জয়সিংহের পরাক্রমে বিপক্ষের খাণ্ড সামগ্রী সংগ্রহে পথ নিরুদ্ধ হইল । আওরঙ্গজেব দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে অনাহারে কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগিলেন । তাঁহার শিবিরে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল । তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী রক্ষকগণে পরিবৃত্তা হইয়া, পর্ব্বতের অপব পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন । তিনি রাজসিংহের নিকটে আনীত হইলেন । রাজসিংহ তাঁহার প্রতি সমুচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন কবিলেন, এবং উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, আওরঙ্গজেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । এদিকে তাঁহার আদেশে মোগলের খাণ্ড সামগ্রী আনয়নের পথ বিমুক্ত হইল । তিনি পরাক্রান্ত শত্রুও অনাহার-কষ্ট দেখিতে পারিলেন না । রাজসিংহ বিধর্ম্মী বিপক্ষের খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন । রাজপুতবীরের হৃদয় এইরূপ উচ্চতর গুণে অলঙ্কৃত ছিল । এইরূপ উচ্চতর রাজধর্ম্মে রাজপুতবীর প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন ।

কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি মোগল উক্ত গুণ ও রাজধর্ম্মের সম্মান রাখিলেন না । তিনি স্ত্রীপুত্র সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্ষত্রিয় বীর ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না । তাঁহার সৈন্ত সাহসসহকায়ে শত্রুকে সম্মুখীন হইল । আওরঙ্গজেব বহু চেষ্টা করিয়াও, তেজস্বী রাজপুতগণের গতিরোধ করিতে পারিলেন না । তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন । তাঁহার পতাকা, তাঁহার হস্তী, তাঁহার যুদ্ধাস্ত্র বিজয়ী রাজসিংহের হস্তগত হইল । ১৭৩৭ সংবতের ফাল্গুন মাসে এই মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল । ১৭৩৭ সংবতে পূণ্যপুঙ্কময় রাজপুতভূমিতে রাণা রাজসিংহ বিজয়লক্ষ্মী কর্তৃক

সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। ১৭৩৭ সংবতের মধুর বসন্তকালে পলাশীতে উৎসবে মধ্য মিষাবের অধিগতি শত্রুর সম্মুখে অসামান্য কৌশল ও পবিত্র দিয়াছিলেন।

বাজসিংহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পলাশীতট্টদেগের আনিষ্টসাধন করিয়া নাই। ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া, হুদ্রাতের নিজে অধিকার হইতেছিলেন। এইস্থানে বহুসংখ্য লোক পলাশীতভাবে ছিল। বাজসিংহ উহাদিগকে নিপীড়িত কবিত্তে ইচ্ছা করিলেন না। দয়া, ধর্ম ও সৌজন্যের উপদেশ তাঁহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। তিনি ভীমসিংহকে স্ববাত আক্রমণ করিতে নিষেধ কবিয়া পার্শ্বাইলেন।

বাজসিংহ উদাবতা গুণে এইরূপে বাজধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। সাহসে বীৰ্য্যে ও অধিকৃত বাজ্যবন্ধনে তিনি প্রশংসার অতীত, রাজধর্মের মর্যাদা পালনে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসে অধিতীত, হুদ্রাচারের দোষাশ্রদমনে তিনি হিতৈষণার অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই ভরীত মন ও মনস্তিভাব পবিত্র দিতেছে। তিনি পরোপকাররূপেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে কবিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাজসমূহে * তদীয় শিল্পবিদগণ সুকচিব পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ঐ শিল্পকীর্ত্তি রাজপুতনার শোভা সম্পাদন করিতেছে।

* রাণা বাজসিংহের আশিষ্যকালে দিব্যায় কবিত্ত রাজ্যের অধিকার বহুসংখ্য রাজা বৃত্তাস্তে পবিত্র হইতে থাকে। বাজসিংহ একজন রাজ্যের অধিকার নিয়োজিত হইয়া উদারের সংস্থান করিতে পারে, অথচ রাজ্যের অধিকার হাপিত হয়, রাজসিংহের কাছাই উচ্চত হইয়া উঠে। এই উচ্চতর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বাজসমূহ একটি বৃহৎ সন্ন্যাস। উচ্চতর রাজ্যের অধিকার উত্তরে এবং আরাবি পর্বতের পার্শ্বদেশের প্রায় ৫০০ মাইল অধিক প্রসারিত। বাজসিংহ নামে একটি বহুগতি গিরিবর্গের প্রান্ত একটি বিশাল বাজ্য রাজ্যের অধিকার হয়। বাজসিংহ অপিসায়, নামাধিকার উদার মনে রাজ্যের

তেজস্বিতায় হুমায়ুনকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতের সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই । - দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি রাজ্যব্যুদ্বিগ্ন সঙ্কল্প করিলেন । বীরভূমি রাজপুতনা তাঁহার লক্ষ্য হইল । শের শাহ আশী হাজার সৈন্য লইয়া মাড়বার আক্রমণ করিলেন ।

মাড়বাব প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত নহে । মনোহর বৃক্ষলতা বা শস্যসমাকীর্ণ শ্রামল ভূখণ্ডে উহার সৌন্দর্য্য পরিবৰ্দ্ধিত হয় নাই । বিত্তীর্ণ বালুকাসমুদ্র নিরন্তর মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে । মাড়বার প্রকৃতির মনোহারিণী শোভার পরিবর্তে ভয়ঙ্করভাবে অপরূপ বিকাশক্ষেত্র হইয়া বহিয়াছে । উপস্থিত সময়ে পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অলোকসামান্য বীরত্বের মহিমায় এই মরুস্থলীর স্বাধীনতার গৌরব বক্ষা করিতেছিলেন । শের শাহ এই গৌরব হরণে উদ্বৃত্ত হইলেন । আশী হাজার সৈনিক পুরুষ বিপুলবিক্রমে মাড়বারের অভিমুখে আসিতে লাগিল । সংবাদ মরুস্থলীতে প্রচলিত হইল । 'রাঠোরগণ গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্তে সজ্জিত হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল । দেখিতে দেখিতে মরুস্থলীর অধিপতি মহারাজ মালদেব পঞ্চাশ হাজার তেজস্বী রাঠোবের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর অভিনব সম্রাটের গতি রোধার্থে দণ্ডায়মান হইলেন ।

বীরভূমির বীরত্বের গৌরব অক্ষত রহিল । পঞ্চাশ হাজার রাঠোরের পরাক্রমে দিল্লীর আশী হাজার সৈন্যের গতিবোধ হইল । হুমায়ুনের বিজ্ঞতা মরুস্থলীর বীরগণের বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন । মালদেবের কুহভেদ কবা অসাধ্য দেখিয়া, শের শাহ প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার উপায় দর্শিতে লাগিলেন । কিন্তু রাঠোর সৈন্যের বিক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল । চতুর মুসলমান ভূপতি অতঃপর চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন । মুসলমানের চাতুবীতেই ভাবতের সর্বনাশ হইয়াছে । শাহবন্দীন গোয়ীর চাতুরীতে

পৃথ্বীরাজ দশবতীর তটে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন । আলা উদ্দীনেব চাতুরীতে বিধাতার অপূৰ্ণ সৃষ্টি পদ্মিনীর কমণীয় দেহ ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইয়াছে । এখন শেব শাহের চাতুরীতে রাঠোরভূমির সৰ্বনাশ হওয়াব উপক্রম হইল । শের শাহ আপনাব নামে একখানি পত্র লিখিলেন । সবিশেষ কৌশলেব সহিত ঐ পত্রে মালদেবের প্রধান প্রধান সর্দাবগণেব নাম জাল করা হইল ; যেন সর্দাবগণ শের শাহকে লিখিতেছেন যে, তাঁহাবা মালদেবের উপব সাতিশয্য বিবক্ত হইয়া উঠিয়া-ছেন । যুদ্ধের সময় সকলেই আপন আপন সৈনিকদল লইয়া দিল্লীব সৈন্যেব সহিত সম্মিলিত হইবেন । চতুব মুসলমানের কৌশলে পত্র মালদেবেব হস্তগত হইল । পত্র পাইয়া, মালদেব স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন, আপনাব সর্দাবদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতে লাগি-লেন । চতুরেব চাতুরী ফলবতী হইল । মালদেব সর্দাবগণেব সহিত বিচ্ছিন্ন হইবাব উদ্যোগ করিলেন । এই আকস্মিক ব্যাপাবে তেজস্বী রাঠোর সর্দার কুস্তেব হৃদয়ে আঘাত লাগিল । কুস্ত মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন, সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আপনাদেব বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন, হ্রস্ব শত্রুেব চাতুরীেব কথা কহিয়া, পবিত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বক্ষা কবিতে অনুবোধ কবিলেন । কিন্তু মালদেব কিছুই শুনিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না । তাঁহাব হৃদয় ঘোব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কুস্তের চেষ্টায় উহা আব আলোকিত হইল না । কুস্ত নাবব হইলেন । তাঁহাব জ্যেগল অক্লিষ্টত হইল । জ্যোতির্গয় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিশূলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল । তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা কবিলেন, এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যে আপনাব সৈনিকদল লইয়া, ‘হব হর’ ববে বিপক্ষেব অভিমুখে ধাবিত হইলেন ।

তুমুল সংগ্রাম ঘটিল । কুস্ত দশ হাজাব মাত্র সৈন্য লইয়া অগিত পবাক্রমে শের শাহের আশী হাজার সৈন্তেব উপব পতিত হইলেন । তাঁহাব

প্রশস্ত হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের বিকাশ নাই । উজ্জল মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র কালিমার সঞ্চাব নাই । পরাক্রান্ত বিপক্ষ তাঁহাদের পবিত্র চবিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, পবিত্র বীরধর্ম্মের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কুস্ত অরাতির শোণিতে সেই কলঙ্করেখা মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত, সগরক্ষেত্রে আত্মপ্রাণেব উৎসর্গ করিয়া, অনন্তমহিমায় বীৰত্বকীর্ত্তি উজ্জল হইতে উজ্জলতর করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তুমুল সংগ্রামে কুস্ত লোকাভীত তেজস্বিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন । বিপক্ষগণ এ তেজস্বিতাব গতিবোধ করিতে পারিল না । তাহাদের অনেকে সমবক্ষেত্রে চিবনিদ্রিত হইতে লাগিল । অনেকে শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রাণবক্ষাব জ্ঞাত ব্যস্ত হইল । শের শাহ হতাশ হইলেন, চাবি দিক্ অন্ধকাবময় দেখিতে লাগিলেন । রাঠোরগণেব পরাক্রমে তাঁহাব অন্তঃকরণে ভয়েব সঞ্চাব হইল । ইহার মধ্যে আব একদল সৈন্য তাঁহাব সাহায্যার্থে আসিল । কুস্ত অবিশ্রান্ত ভাবে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত কবিত্তে কবিত্তে পবিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে অভিনব সৈনিকদল তাঁহাকে আক্রমণ কবিল । পবাক্রান্ত বাঠোব বীৰ ঐ আক্রমণ নিরস্ত কবিত্তে পারিলেন না বটে, কিন্তু বণে ভঙ্গ দিয়া ভীকৃতার পরিচয় দিলেন না । তিনি আপনাদেব বিশ্বস্ততা দেপাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণেব মমতায় এ প্রতিজ্ঞা হইতে স্থলিত হইলেন না । মক্কাহলীর পুণ্যক্ষেত্রে—শত্রুব ভৈবব কোলাহলমধ্যে তেজস্বী বীবেব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল । কুস্ত অকাতবভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্তধামে গিয়া, অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইলেন । তাঁহাব রাঠোব সেনা সম্মুখ-সমবে অরাতি নাশপূর্ব্বক নশ্বব জগতে অমবস্থ লাভ কবিল । আর্য্যকীর্ত্তির মহিমায় আর্য্যাবর্ত্তের মক্কাহলী চিরপবিত্র হইয়া বহিল ।

রাঠোবেব বীরত্বে শেব শাহ চমকিত হইয়াছিলেন । যুদ্ধাবসানে তিনি মাড়বাবেব অতুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া, ভীতিব্যঞ্জকস্ববে কহিয়াছিলেন, “আমি একমুষ্টি ভুট্টার জন্যে এখনই ভাবত-সাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম ।”

সোমনাথ ।

ভাবতের ইতিহাসে সোমনাথ চিব প্রসিদ্ধ । ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু'র নিকটে সোমনাথ চিবপবিত্র । সোমনাথের মন্দির প্রকৃতির অতি রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত । গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে ঐ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল । 'সমুদ্রে বিশাল' সমুদ্র সর্বদা বিশালভাবে পবিপূর্ণ হইয়া, তৈলবববে উপকূলভূমি বিস্তৃত, কবিতোছে, যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল নীল বাসিরাশি ; ফেনিল বাবিধি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া, অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নভাগে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির । হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ বর্মণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । প্রকৃতির এইরূপ গম্ভীর ভাবের মধ্যে শাস্তিময় মন্দিরের সৌন্দর্য্যে উপাসকদিগের হৃদয় শান্তিবসে পবিপূর্ণ হইত ।

প্রাচীন সময়ে ভাবতবর্ষে শিবমন্দিরসমূহ যে ভাবে নির্মিত হইত, সোমনাথের মন্দিরও সেই ভাবে নির্মিত হইয়াছিল । মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ফীট এবং বিস্তার ৭৪ ফীট । 'ইউরোপ'খণ্ডের মন্দিরের তুলনায় ভাবতের এই দেবমন্দিরটি অল্প ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । হিন্দু উপাসকগণ জনতাগ্রিয় ছিলেন না, লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহারা শান্তভাবে শাস্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন না । নিজনস্থানে নীরবে, তদগতচিত্তে বর্গীয় দেবের ধ্যান করাই তাঁহারা পবন পুরুষার্থ বলিয়া মনে কবিতেন । সুতরাং তাঁহাদের উপাস্ত দেবের মন্দির তদনুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইত । হাঁহা বা ইউরোপের উপাসনাপুং দেখিয়াছেন, তাঁহারা সোমনাথের মন্দির দেখিয়া, হিন্দুদিগের ঐ অভ্যস্তবীণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অবশ্য সমর্থ হইবেন । মন্দিরটি কঙ্কবপ্রস্তবে নির্মিত ও চারিখণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক

যেও বিবিধ কারুকার্য্যখচিত এক একটি সুন্দর মণ্ডপ ছিল। মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ এখন আক্রমণকারীদের কঠোর ভাঙের পবিচয় দিতেছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি খোদিত থাকিতে উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক অংশে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক ছিল। উহার নাম গজবৃহৎ। অন্য অংশে বিভিন্ন-বেশে সজ্জিত, বিভিন্ন-ভাবে স্থাপিত কতকগুলি মূর্তি রহিয়াছিল, উহার নাম অশ্বশালা। অন্য অংশে মণ্ডলীবদ্ধ স্তম্ভসমূহের মূর্ত্যভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহার নাম রাসমণ্ডল। খোদিত মূর্তিগুলি সুগঠিত ও বৃহদাকার। কিন্তু আক্রমণকারীদের কঠোরতার সকলগুলিই লীভষ্ট হইয়াছে। বাসমণ্ডলের সুবসুন্দরী-গণের বিচ্ছিন্ন হস্ত, পদ ও মস্তক ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, কাণ্ড-জানশূন্য মুসলমান আক্রমণকারীর লোহদণ্ডের ভীষণ ভাবেব পবিচয় দিতেছে।

মধ্যভাগেব মণ্ডপটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ মণ্ডপেব একটাটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপকরণ লইয়া, ঐ অংশ নির্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ অংশে মুসলমান কৃত শিল্পকার্য্যেব অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের যে অংশে সোমনাথেব পবিত্র লিঙ্গমূর্তি ছিল, তাহা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে। সে বিচিত্র কারুকার্য্য নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ পরিবর্তনশীল কালের অসীম শক্তিব পবিচয় দিতেছে। মন্দিরের এক স্থানে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ আছে। ইহা ২৬ ফীট দীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশস্ত। পূর্বোহিতগণের নির্জন ধ্যান-ধাবণার জগ্রেই বোধ হয়, উহা নির্মিত হইয়াছিল।

একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ উচ্চখণ্ডে সোমনাথেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার চারিদিক অত্যুচ্চ প্রাচীরে পবিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে

বহুসংখ্য প্রভুভক্ত দেবমূর্তি বিভিন্ন ভাবে দ্বাপিত হইল। সাক্ষী-
কারীদিগের অত্যাচাব সহিতে না পারিয়া, তাহা হইতে দূরত্ব
বহুত্বাব সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কতকগুলি অক্ষয়ী দেবতার
অস্থায়ী প্রাসাদ বা মন্দিরের শোভাবর্ধন, অস্তিত্ব হইয়াছে।
প্রেরিত হইয়াছে।

এখন সোমনাথের মন্দিরের উদ্বাস্তব, দেবিত্বের প্রভাব
নানাক্রম চিত্তপ্রবাহে অন্দোলিত হইতে থাকে। সোমনাথের
সৌভাগ্যে সময়ে উদ্বাস যে শোভা ও বেগে প্রেরিত হইল, এখন
তাঁহা নাই। পুণ্যশীলা অহল্যাবাইব যত্নে এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের উপাসকদিগের প্রেরিত হইল। এই
দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্ত প্রেরিত হইল।
ফিবিয়া আইসে নাই। হিন্দুগণ আপনাদের দেবতার প্রেরিত হইল।
জন্তে অসীম সাহসে যুদ্ধ কবিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঁচ মাস পর্যন্ত
মন্দির বক্ষা করেন, পাঁচ মাস পর্যন্ত মুসলমানের হিন্দুদিগের
পবাক্রমে নিবস্ত থাকেন। শেষে চতুর্থ মুসলমান মহম্মদ আল-মুহাম্মদ
সৈনিকদল ফিরাইয়া, পাঁচক্রোশ দূরে গিয়া, শিবির স্থাপন করেন।
হিন্দুগণ দেখিলেন, প্রবল আক্রমণকারী সৈন্য-সহ প্রেরিত হইল।
তাঁহাদের মন্দির পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে, প্রেরিত হইল। তাঁহারা
প্রফুল্লচিত্তে আমোদ কবিত্তে লাগিলেন। মুসলমান প্রেরিত হইল।
সুযোগে, একদা রাত্রিশেষে জাহব ও মজবব এই দুই প্রেরিত হইল।
একদল সাহসী সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। মুসলমান
প্রাচীর অলক্ষিতভাবে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রেরিত হইল।
পবাক্রমে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ইহাব মধ্যে মুসলমান প্রেরিত হইল।
সৈন্য লইয়া বিপুলবিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। প্রেরিত হইল।
আক্রান্ত হইলেও বাজপুতরীরগণ মুহূর্ত মধ্যে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন । প্রাণিত-ভবঙ্গী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল । ক্রিয়গণ
আর্য্য দেবতার কৃপা জ্ঞানপ্রাপ্তির উৎসর্গ করিতে লাগিলেন । অবশেষে
সাত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে
প্রতিষ্ঠান হইলেন । কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ উদ্দেশ্য বিফল হইল ।
অসিধা শোণিত-প্রবাহের মধ্যে আর্য্য বীরপুরুষগণের দেহরত্নের সহিত
আর্য্যকীর্তি বসন্ত বিনষ্ট হইল ।

বর্ষীয়সী বীরাজনা ।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাত প্রদেশে উদয়ন নামে একটি
জনপদ আছে । ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাজবাই নামে একটি
তেজস্বিনী মহিলা এই জনপদ শাসন করিতেন । বাজবাই রাজ্যশাসনোচিত
সমস্তগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন । তাঁহার যেকোন তেজস্বিতা, সেইকোন
দৃঢ়তা ও শাসনক্ষমতা ছিল । তিনি কোমলতাময় অঙ্গনুহদয়েব
অধিকাবিগ্ন হইয়াও, কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতায় তেজস্বী পুরুষের
শিক্ষাভ্যাস ছিলেন ; ধনসম্পত্তির অধীশ্বরী হইয়াও বিলাস স্নেহে উপেক্ষা
করিয়া, অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন ; অবলানামে অভিহিতা
হইয়াও, আত্মবলের পবিচয় দিয়া জন সাধাবণকে বিন্মিত করিয়া তুলিতেন ।
সে সময়ে জনশ্রুতি তাঁহাকে অনেক অপবাদে জড়িত করিয়াছিল ।
তিনি স্বামী পুত্র প্রভৃতি কাহাবও নাকি প্রিয়পাত্রী ছিলেন না । যে
হেতু, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব তাঁহাব মনোমত ছিল না ।
তিনি সকলের সমক্ষেই আত্মপ্রাধান্তপ্রিয়তাব পবিচয় দিতেন , আবগুক
হইলে, তরবারি নিক্ষেপিত কবিতোও সঙ্কুচিত হইতেন না । এইকোন
অঙ্গরও অনেক কাহিনী লোকমুখে শুনা যাইত , কিন্তু এ সকল জনশ্রুতিব

সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। রাজবাই রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্তপাত্রী ছিলেন। তিনি ক্রাঞ্চিও কথার কর্ণপাত করিয়া, রাজ্যেব অনিষ্টসাধনে উদ্বৃত্ত হইলেন না। তাঁহার রাজ্য সুশাসিত, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ বলিয়া গোরখাবাদ ছিল। ব্রিটিশ বাঙ্গপুরুষও উদয়নব শাসনশৃঙ্খলার জগ্রে রাজবাইর রাজ্যশাসনকর্মতার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ক্রমে রাজবাই বার্কক্যাদশায় উপনীত হইলেন। তাঁহার বয়স সপ্ততি বৎসর হইল। তিনি জরাগ্রস্তা হইয়া, পূর্ণাঙ্গকায়ের বাসনার পুত্র তীর্থ দর্শনে উদ্বৃত্তা হইলেন। অবিলম্বে তীর্থযাত্রার আয়োজন হইল। রাজবাই তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্রকে রাজ্যাবিকারী কবিয়া ছিলেন। এখন তীর্থযাত্রার সময়ে তিনি একটি আত্মীয়কে রাজ্যরক্ষার ভাব দিয়া গেলেন। ক্রমে অনেক দিন অতীত হইল, উদয়ন রাজবাইব নিষোজিতা বক্ষয়িত্রীকর্তৃক অনেকদিন শাসিত হইতে লাগিল। ক্রমে বক্ষয়িত্রীব সেই রাজ্যেব লোভ জন্মিল। তিনি রাজবাইকে আব রাজ্য না দিয়া, আপনি উহা অধিকাৰে বাধিতে ইচ্ছা করিলেন।

অনেক দিন পরে রাজবাই অমুচবগণসহ তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাবর্তিত হইলেন। কিন্তু নগর স্বাক্ষক সৈনিকগণ বক্ষয়িত্রীব আদেশে তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না। নগরপ্রবেশেব সমস্তদ্বার আবদ্ধ হইল। রাজবাই নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। বক্ষয়িত্রী কহিলেন, এখন তিনি জরাগ্রস্তা হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইতেছে, এ সময়ে সংসার হইতে অবসৃত হইয়া ধর্মজিহ্বার মনোযোগ দেওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্তব্য। এ কথা তেজস্বিনী রাজবাইর মনোমত হইল না। রাজবাই রাজকোটে বাইরা, ব্রিটিশ বেন্ডিডেন্টকে সমস্ত কথা জানাইলেন।

যখন ব্রিটিশ বাঙ্গপুরুষের নিকটে তাঁহার অতীষ্টসিদ্ধির সুবিধা

হইল না, তখন তিনি স্বকীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, বাজ্যেব উদ্ধার সাধনে উদ্যত হইলেন। বার্ককে তাঁহার চর্ম শিখিল হইয়া ছিল, যৌবনের অপূর্ব প্রভা বস্ত্রচ্যুত পটিলান কুসুমের গায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ সময়েও তাঁহার অতুল্য তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা অন্তর্হিত হয় নাই। রাজবাই সৈনিকদল সংগ্রহ করিলেন। ক্রমে এক হাজার সৈনিক পুরুষ একত্র হইয়া, তাঁহার যে কোন আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইল। রাজবাই যুদ্ধবেশে সজ্জিতা হইলেন। সূর্য্যকটন বর্ষ তাঁহার অঙ্গচ্ছদ হইল। সূর্য্যক তববাবি তাঁহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। সপ্তবিধীয়া বর্ষীয়সী অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া সৈনিক দলসহ উদয়নের অভিযুখে যাত্রা করিলেন।

রাজবাই এইরূপ যুদ্ধবেশে নগবদ্যবেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু নগররক্ষক সৈনিকেরা এবাবেও তাঁহার আদেশ পালন করিল না। তাহার গুলিরুষ্টি করিতে লাগিল। গুলিব আঘাতে রাজবাই একজন প্রধান অধিনায়ক দেহত্যাগ করিলেন; কিন্তু রাজবাই নিরস্তা হইলেন না। বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, গুলিব পব গুলি চালাইতে ছিল; গুলির আঘাতে তাঁহার একজন সেনানায়ক 'তাঁহার পাশ্বেই ভূপতিত হইয়াছিলেন। বর্ষীয়সী বীৰাঙ্গনা ইহা দেখিয়াও তেজস্বিতায় বিসজ্জন দিলেন না। তাঁহার সাহস বর্দ্ধিত হইল। যৌবনের সেই অতুল্য পরাক্রম পুনর্ব্বার যেন ফিরিয়া আসিল। তেজস্বিতা যেন নবীনতর হইয়া, তাঁহার শিখিল অঙ্গযষ্টিকে অপূর্ব বলসম্পন্ন করিল। রাজবাই অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, সৈনিক পুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। নগররক্ষকেরা এই বর্ষীয়সীর পরাক্রম দর্শনে স্তম্ভিত হইল। তাহার আর কোনরূপ বাধা দিতে সাহসী না হইয়া, ঘর খুলিয়া দিল। রাজবাই নগবে প্রবেশ করিলেন। তদীয় অসামান্য তেজস্বিতায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র উদয়ন তাঁহার পদানত হইল।

বলা বাহুল্য, তাঁহার নিয়োজিতা রক্ষয়িত্রী পলায়ন করিলেন । রাজবাই পুনর্বার উদয়নের অধীশ্বরী হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে ভাবতেব সপ্ততিবর্ষীয়া বীরবমণীর পরাক্রম পরিফুট হইয়াছিল । মাহুষ যে বয়সে চলৎশক্তিশূন্য হয়, সেই বয়সে বীরবমণী অতুল্য পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক প্রনষ্ট বাজ্যেব উদ্ধার করিয়াছিলেন । চির-স্ববলীয সিপাহীবুদ্ধেণ সনয় পর্য্যাপ্ত বাজ্যবাই ত্রিশবৎসবকাল, সমান বিক্রম ও সমান দক্ষতাব সহিত রাজ্য শাসন করেন । ব্রিটিশ রাজ-পুৰুষেবাও কখন তাঁহার তেজস্বিতা ও দৃঢ়তাব অবমাননা করেন নাই ।

রাজভক্তির একশেষ ।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ধীবে ধীবে অনন্ত সমবেব স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অতীতেব গর্ভশায়ী হইয়াছে ; উনবিংশ শতাব্দী তাহার স্থান অধিকার কৰিয়া চাৰিদিকে আপনাব আবিপত্য বিস্তার করিতেছে । তাহার, পরাক্রমে অনেকেব অবস্থান্তর ঘটিয়াছে । অনেকে উন্নতিসোপানে পদ-বিক্ষেপ কৰিয়া, আনোদেব তবঙ্গে ছলিতে ছলিতে গৰ্জ্জবিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিতেছে । অনেকে আবাব অবনতিতে পড়িয়া, শোকের ও অহুতাপের তাদ্র কশাঘাতে জর্জরিত হইতেছে । অনেকে স্নেহের ও সম্পদেব অপূৰ্ণ বিভ্রমে পরিতপ্ত হইতেছে । অনেকে চণ্ডেব দারুণ আবণ্ডে পড়িয়া, হতাশদবে যুরিষা বেড়াইতেছে । কালের পরিবর্তনে ভাবতভূমিও অবস্থা পৰিবৰ্ত্তিত হইয়াছে । ভাবতে এখন সে স্বাধীনতার বিকাশ নাই ; স্বাধীনভাবে বিভোব বীরগণেব সে বীৰ্য্যবহ্নির অত্যাঞ্ছল স্কুলিজেব আবির্ভাব নাই , তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের শাস্ত্রানুশীলনের সে আমোদ

নাই। ভারতের আখ্যায়িকার, পুণ্যসলিলা দৃশ্যতীব্র তীবে আখ্যায়িকাবর্তী
পৃথ্বীরাজের সহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব করিয়াছে। ভাবতে মুসলমানের ক্ষমতা
আওরঙ্গজেবের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। সে তাজমহল বিরাজমান বহিয়াছে,
সে জুম্মা মসজিদ, মতি মসজিদ প্রভৃতি শিল্পীর অপূর্ণ শিল্পচাতুর্য্য বিকাশ
করিয়া দিতেছে, সে দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস মোগলের বিলুপ্ত
ক্ষমতার সাক্ষ্যরূপ বহিয়াছে, কিন্তু এখন সে ক্ষমতা বা সে আধিপত্য
নাই। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই এখন এক মহাশয়ানে একবিধ দুর্দশাব
আক্রমণে শোচনীয়ভাবে পড়িয়া বহিয়াছে। যে বিদেশী বণিকেরা পণ্যদ্রব্য
লইয়া ক্ষতিভারের গণনা ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারা এখন
রাজ্যেশ্বরের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী
ফরাসীরা মস্তক অবনত করিয়াছে। মুসলমান ভূপতিদিগের প্রতাপ
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংবেজ এখন কালবশে অসাধারণ বিক্রমে
আবেশে ভাবতের নানাস্থানে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। মার্ক'ইস্
অব্ ওয়েলস্‌লি (লর্ড মর্গিটন) ভাবতের গবর্ণরজেনারেলের পদে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চক্রগুপ্ত বা শালেমেন, নেপোলিয়ন বা পিতলের ক্ষমতা
ও তেজোমহিমার সহিত স্পর্ধা করিতেছেন। ভবানীভক্ত, প্রাতঃস্মরণীয়
শিবাজী যে বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে সম্প্রদায়ের মহাবীর-
গণ এক সময়ে সমগ্র ভারত আপনাদের পদানত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়া-
ছিলেন, তাহারা এখন নানাদলে বিভক্ত হইয়া পবম্পর্বে বলক্ষয়পূর্ব্বক
ইংরেজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

কেবল ইংরেজের তরবারির বলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে, যিনি
ইহা বলেন, তিনি ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ও প্রকৃত ঘটনায় অদূরদর্শী।
দরায়ুসের ছহিতা সুন্দরী না হইলে সেকন্দের শাহের ধর্ম্ম ইতিহাসের
বরণীয় হইত না, ভারতের অধিবাসিগণ সহায় না হইলে ইংরেজ বোধ
হয় ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। পলাশীর আগ্র-

কাননে ভাবতবাসীৰ ক্ষমতাৰ ইংবেজেৰ জয়লাভ হইয়াছে, আসাইয়-
প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাবতবাসী ইংবেজেৰ হস্তে বিজয়শ্ৰী আনিয়া দিয়াছে ;
বৰ্ণনীয় সমবে একজন ভাবতীয় বীৰেব অসামান্য বিক্রমে ইংবেজ মহাবাষ্ট্ৰ
চক্ৰেব পবাক্ৰান্ত ভূপতি মহাবীৰ যশোবন্ত ৰাও হোলকাৰেব গতিবোধে
উদ্ধত হইয়াছেন ।

খ্ৰীঃ ১৮০০ অৰ্দ্ধে মহাবাষ্ট্ৰচক্ৰে পাঁচ জন মহারাষ্ট্ৰীয় ভূপতি ছিলেন ।
ইহাদেব রাজধানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল । পশ্চিমঘাটেব পার্শ্বত্যাগ্ৰদেশে
পুণায় পেশবা আধিপত্য কৰিতেন । গুজৰাটের অন্তৰ্গত বরদায় গাইক-
বাড়েব কর্তৃত্ব ছিল । মধ্য ভাবতবৰ্ষেব অন্তৰ্গত গোবালিযেব সিদ্ধিয়া
এবং ইন্দোৰে হোলকাৰ আপনাদেব প্রাধান্য বক্ষা কৰিতেছিলেন ।
পূৰ্বাংশে নাগপুৰে বঘুজী ভোঁসলা বহাব হইতে উড্ডিয়ার উপকূল পর্য্যন্ত
ভূগণ্ডে আপনাব শাসনদণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছিলেন । ভাবতবৰ্ষেব গবৰ্ণ-
জেনাৰেল লৰ্ড মণিংটন এষ্ট সকল মাৰাঠা ভূপতি দিগকে বশীভূত কৰিতে
উদ্ধত হইলেন । পবাক্ৰান্ত যশোবন্ত ৰাও হোলকাৰেব সহিত ইংৰেজদিগেব
যুদ্ধ উপস্থিত হয় । হোলকাৰ মহাবাষ্ট্ৰচক্ৰেব বিলুপ্ত গোববেব উদ্ধাৰে কৃত-
সঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধেব আয়োজন কৰিলেন । মনুসনু নামক একজন ইংবেজ
সেনাপতি তাঁহাব বিৰুদ্ধে প্রেৰিত হইলেন । এই সময়ে হোলকাৰ প্রতাপ-
গড় নামক স্থানে অবস্থিতি কৰিতেছিলেন । ইংবেজসৈন্তেব আগমনবাস্তা
শুনিয়া, তিনি সহসা সে স্থান পরিত্যাগপূৰ্ব্বক চম্বল নদ উত্তীৰ্ণ হইয়া
মনুসনেব পঞ্চাশ মাইল দূৰে আসিয়া পহঁছিলেন । ইংবেজ সেনাপতি বিপ-
ক্ষকে অতৰ্কিতভাবে উপস্থিত প্রায় জানিয়া, কিয়দূৰ ফিৰিয়া যাইতে উদ্ধত
হইলেন । নিকটে যুকুন্দব নামে একটি গিরিসঙ্কট ছিল । এই গিরি-
সঙ্কট অধিকাৰে রাখিয়া, কৰ্ণেল মনুসনু আত্মবক্ষাব জন্তে প্রত্যাবৰ্ত্তন
কৰিতে লাগিলেন । সৈন্যপতি জিনোফনেব বসময়ী লেখনীৰ গুণে “দশ
সহস্ৰেৰ প্রত্যাবৰ্ত্তন” গ্রীষেব ইতিহাসে মধুবভাবে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।

এই প্রত্যাবর্তন কাহিনী আজ পর্য্যন্ত অনমনীয় বীৰত্ব, অবিচলিত উৎসাহ ও অশ্রুতপূৰ্ণ অধ্যবসায়ের পৰিচয় দিতেছে । যদি ভাবতে একটি জিনো-ফন্ পাকিতেন, তাহা হইলে সেনাপতি মনুসনের প্রত্যাবর্তনকাহিনীও ঐরূপ মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইত । সেনাপতির প্রত্যাবর্তনের পথ নিরুপেক্ষ বাথান জন্ত এক জন ভাবতীয় বীর কিরূপ আত্মত্যাগের পবাকার্ত্তা দেখাইয়া-ছিলেন, ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে আপনাব হৃদয়ের শোণিত দিয়া, কিরূপে প্রতিজ্ঞা পালন কবিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গদয় ঐতিহাসিক বিস্ময় ও প্রীতির সহিত বর্ণন কবিতেন । এই বীর পুরুষ পুণ্যভূমি হুবহুতীর রাজপুতদিগের অধিনায়ক অমর সিংহ । অমরসিংহ বীরত্বের অনন্ত প্রতিমূর্ত্তি আত্মত্যাগের অপূৰ্ণ দৃষ্টান্তভূমি । পবিত্র মিত্রতাব অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র । ইনি সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া, বিদেশী ও বিধর্ম্মী ঠংবেজের বক্ষাব জনে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ কবিত্তে প্রস্তুত হইলেন ।

- সেনাপতি মনুসন্ পশ্চাৎ হটিয়া মুকুন্দব গিবিসঙ্কটের অভিমুখে যাত্রা কবিলেন । তাঁহাব প্রত্যাবর্তনের পথ নিকপদ্রব থাকে, এজন্যে তিনি পথে কোটাব রাজপুতদিগকে বাগিয়া গেলেন । এই রাজপুতদিগের অধিনায়ক অমর সিংহকে বলা হইল যে, বিপক্ষগণ অগ্রসর হইলেই যেন পথে তাহাদেব গতিবোধ করা হয় । বীরপ্রবর অমর সিংহ এই অনুরোধ-বক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । পিপ্লীনাংমক একটি পল্লীব নিকটে আগজব নদ প্রবাহিত হইতেছে । অমর সিংহ এই নদের উত্তর তীরে উপনীত হইয়া, অশ্ব হইতে অববোহণ কবিলেন । অশ্বশল্পে সুসজ্জিত এক হাজার বীরপুরুষ তাঁহাব চাবিদিকে দণ্ডায়মান হইল । অমর সিংহ এক সহস্র সৈনিকেব বাহুবলেব উপব নির্ভব কবিয়া, নির্ভীকচিত্তে আগজব নদের পথ অববোধ কবিয়া বহিলেন । মুহূর্ত্তমধ্যে হোলকাবের সৈন্য উপস্থিত হইল । দেখিতে দেখিতে অমর সিংহেব পক্ষ হইতৈ বিপক্ষদলে গুলির; পব গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল । বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই, গুলিব আঘাতে

প্রতিমুহূর্তে বিপক্ষদিগেব গতাস্থ দেহ আমজবেব জলে পরিতে লাগিল। কিন্তু শত্রুগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী হইলে, সহসা একটি গুলি অমবসিংহেব কপালে এবং আব একটি গুলি তাঁহাব এক্ষঃস্থলেব দক্ষিণ ভাগে প্রবিষ্ট হইল। অমব সিংহ ভূপতিত হইলেন। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁহার চেতনাব সঞ্চাব হইল; মুহূর্ত মধ্যে তিনি উঠিয়া, একটি আকমাড়ী কলেব গুড়ি হেলান দিয়া, অসি হস্তে কনিয়া, আপনাব সৈনিক পুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অমব সিংহ তুই স্থানে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাব প্রশান্ত মুগমগুণে নিবাদের আবির্ভাব নাহ, প্রদীপ্ত নয়নযুগলে ভয়েব নিকাশ নাহ, প্রশান্ত ললাটকলকে তুঁচিস্তাব চিহ্ন নাহ; আহত অনব সিংহ বিপক্ষদিগকে আপনাব তত্ত্বস্থিত তরবাণি দ্বাবা লক্ষ্য কনিয়া, তববংশীয় বাজপুতদিগকে পূর্বেব ন্যায উৎসাহিত কনিতে লাগিলেন। কিন্তু আহত স্থান হইতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে অমব সিংহ নিঃশ্রেয় হইয়া পড়িলেন। বীবেশ্রেষ্ঠ সেই ঈক্ষুমস্থানদণ্ডে পৃষ্ঠ রাগিয়া, আপনাব তত্ত্বস্থিত তরবাণি দ্বাবা সেইভাবে বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য কনিয়া, ইংবেজ ভূপতিব জন্যে অস্মানভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মোটার সাদ্ধ চাবি শত বীবপুরুষ তাঁহাব চাবিপার্শ্বে থাকিয়া হত ও আহত হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বিপক্ষগণ আব অগ্রসব হইল না। মুকুন্দব গিবিসঙ্কট নিবাপদ্ বহিল। সেনাপতি মনুসন্ অমব সিংহেব পবাক্রমে অক্ষতশবীবে প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

যে স্থানে অমব সিংহ ইংবেজবক্ষাব জন্যে প্রাণ বিসর্জন কবেন। মুক্তিকাব একটি সামান্য বেদী ব্যতীত সে স্থানে আব কোন স্মৃতিচিহ্ন নাহ। হববতীব হবশ্রেষ্ঠেব আত্মত্যাগেব ভূমি এখন অনাদবে অযত্নে পড়িয়া বহিয়াছে। যদি ইংবেজেব হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে, এই স্থানে এখন অল্লভেদী স্মরমা কীর্তিস্তম্ভ দেখা বাইত।

স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান ।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। প্রাতঃ-স্মরণীয় শিবাজী বীরত্বের গৌরবে, তেজস্বিতার মহিমায় আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রতাপ ও তাঁহার মহাপ্রাণতায় সমগ্র দক্ষিণাপথ গৌরবান্বিত হইয়াছে। ক্ষমতাশালী মোগল কিছুতেই এই হিন্দুবীরের বীরত্বকীর্ত্তি সঙ্কুচিত করিতে পারিতেছেন না। দিনেই পর দিন অতীত হইতেছে, সপ্তাহে পর সপ্তাহ, মাসে পর মাস, অবিরাম গতিতে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু স্বাধীনতার উপাসক, ভবানীভক্ত হিন্দুবীরের প্রতাপ মন্দীভূত হইতেছে না। হিন্দুবীর বীর-ধর্ম্মে বিসর্জন দিয়া, মুসলমানের নিকটে কিছুতেই অবনতি স্বীকার করিতেছেন না। ঘোবতর ছুর্দ্দিনে, পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে, ধর্ম্মান্ধ মোগলের কঠোর পীড়নে আর্য্যভূমি আবার যেন আর্য্যবীরের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তামসী নিশীথের আকাশতলে যেন একটি ধ্রুবতারা ধীরে ধীরে উদিত হইয়া পথহারা পথিকে বহুদূরে নৈবাশ্রে আশা, অনাশ্বাসে আশ্বাস দিতেছে; কাদম্বিনীর পার্শ্বে যেন চিরদীপ্ত প্রভাকর জগজ্জীবনী প্রভা বিকাশ করিয়া, জীবগণকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুলকিত করিতেছে।

আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বশীভূত করিবার জন্যে আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবাজীর ক্ষমতারোধ হয়, তাঁহার রাজ্য ও তাহার দুর্গ মোগলের অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্যে, এই নবনিয়োজিত সুবাদারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে



ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣେ ଶିବାଜୀ ।

শায়েস্তা খাঁ বহুসংখ্য সৈন্ত লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে পুণার অভিযুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুণা অধিকৃত হইল। শায়েস্তা খাঁ এক দল পরাক্রান্ত সৈন্ত ঘাটপর্কতের পার্শ্ববর্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। তিনি শিবাজীর অধিকৃত জনপদে মোগলের জয়পতাকা স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সুতরাং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার তেজস্বিতার বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্ররাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবাজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহসী ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল; স্বাধীনতার গোঁরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং আত্মসম্মানের মহিমায় স্বদেশহিতৈষিতা তাহাদের হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্তজাতির স্বাধীনতার সম্মান নষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চাকন নামে ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবাজী ফেরঙ্গী নামক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফেরঙ্গী ১৭ বৎসর কাল, দুরন্ত মুসলমানের অধিকারের মধ্যে, চাকনের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ চাকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ করিবামাত্র ঐ সজীর্ণ দুর্গের শাসনকর্তা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফেরঙ্গী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও ক্ষমতায় ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না, আত্মস্বাধীনতার বিসর্জন দিলেন না। তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইল, পরাক্রম প্রবল হইল। বীরপ্রবর লোকাভীত বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগলসৈন্তের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্ভূত হইলেন। ক্রমে এক মাস গেল; আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘাইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতিসপ্তাহে ফেরঙ্গী নবীন সাহস,

নবীন উদ্ভম, নবীন বীরকে প্রমত্ত হইয়া স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন । এইরূপে এক মাস পঁচিশ দিন অতিবাহিত হইল । চাকন শায়েস্তা খাঁর অধিকৃত হইল না । ষড়্বিংশ দিনে হঠাৎ দুর্গপ্রাচীরের এক দিকে একটি কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল । আক্রমণকারী মোগল সৈন্য মহোন্মাদে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া নগরপ্রবেশে উন্মুখ হইল । এই সঙ্কটকালে সাহসী ফেরঙ্গজী সৈনিকগণের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষের প্রতিরোধে উদ্ভত হইলেন । তাঁহার পরাক্রম, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার বীরত্ব, কিছুতেই পণ্যুদন্ত হইল না । ফেরঙ্গজী এমন কোশলে, এমন তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না । তিনি সমস্ত দিন এইরূপে আত্মবক্ষা করিলেন, এইরূপে সমস্ত দিন নগর-প্রাচীরেব ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বহুসংখ্য মোগলসৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা-খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতাব সহিত মহাবীর শিবাজীর মহামন্ত্রের গৌরব রক্ষা করিলেন । ক্রমে রাত্রি আসিল ; অনন্ত নৈশ-গগনে দুই একটি তারতান্তবক ধীবে ধীরে ফুটিতে লাগিল । রাত্রিসমাগমে মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল । পর দিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফেরঙ্গজী শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । শায়েস্তা খাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত মর্যাদা করিতে ক্রটি করিলেন না । তিনি ফেরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন যে, যদি তিনি মোগলসরকারে চাকরি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে । কিন্তু তেজস্বী ফেরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় করিলেন না । তিনি শায়েস্তা খাঁর অহুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন । শায়েস্তা খাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন । ফেরঙ্গজী বীরকে গৌরবান্বিত হইয়া, শিবাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন । বলা বাহুল্য যে, শিবাজী তাঁহার সাহস ও ক্ষমতার

পুরস্কার করিতে ক্রটি করেন নাই । ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, অশ্বগৌরবে বিসর্জন না দিয়া, এক সময়ে এইরূপে তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন ।

মহারাজ্যে মহাকীর্ত্তি ।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে আপনার অধিকাবিস্তারে উত্তত হইয়াছেন । বীরপ্রধর শিবাজী সম্রাটের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন । তাঁহাব সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে, উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ পাইয়াছে । তিনি অতুল্য সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক অধ্যবসায়গুণে স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতারক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন । সাগবেব প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ ভৈরব রবে ভাবতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উত্তত হইয়াছে । শিবাজী দক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, লোকাভীত তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গ-প্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন । খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্বকীর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল । পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ হইয়া, লোকের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল । ঘোরতর হুর্দ্দিনে মেঘমালায় একদেশ হইতে সূর্য্যের অনতিশূট আলোক নিঃসৃত হইয়া, অন্ধকারময় স্থান এইরূপ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল ।

আওরঙ্গজেব শিবাজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্যে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান্ মাজুম্ ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া

দিয়াছেন । ইহার পূর্বে রাজা জয়সিংহ শিবাজীর সিংহগড় ও পুণ্ডর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । মোগলপক্ষের অনেক রাজপুতসৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল । উদয়ভানু নামক একজন রাজপুত বীর ইহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন । এখন শিবাজী ঐ দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত, মোগলের সমক্ষে প্রাধান্যস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । বীরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে এই জন্তে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, নীরবে গভীরভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবনা করিতেছেন ।

সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত । উহা উন্নত পর্বতমালায় পাববেষ্টিত । এক দিকে সছাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া অপূর্ব গান্ধীর্থ্যের পরিচয় দিতেছে । সছাদ্রির পূর্বপ্রান্তে সিংহগড় । উত্তরে ও দক্ষিণে সমুদ্রত পর্বত লম্বভাবে রহিয়াছে । এই পর্বত অতিশয় দুরারোহ । অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম গিবিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসব হওয়া যায় । পশ্চিম দিকেও ঐরূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্বত বিস্তৃত রহিয়াছে । দুর্গটি ত্রিকোণাকার । উহাব মধ্যভাগেব পবিধি প্রায় দুই মাইল । ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গেব বহির্ভাগ বন্ধা করিতেছে । যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনন্ত নীল গগনে সূর্যালোক প্রকাশ হয়, তখন পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীবা নদীর বৃক্ষলতাপরিশোভিত শ্রামল তটদেশ নয়নেব ভূগুপ্ত সাধন করিতে থাকে । উত্তরদিকে—পর্বতেব বহিঃপ্রদেশে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র । শিবাজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুণানগরী ঐ ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয় । দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে । এই অল্পভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । এই দিকে শিবাজীর রায়গড় অবস্থিত । শিবাজীর সেনাপতি তানাজী এই দুর্গম দুরারোহ গিরিদুর্গ অধিকার করিবার ভার

গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে এই দুর্গ কোওনা নামে অভিহিত হইত। শিবাজী দুর্গাধিক্য তানাজী পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্তে উহার নাম সিংহগড় রাখিয়াছিলেন।

মাঘ মাস। দুর্গম গিরি প্রদেশে দ্রুত শীত দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তানাজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকারময়ী রাত্রিতে এক হাজার মাবালা সৈন্ত লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা কবিলেন। গিরিপথগুলি সৈনিকগণের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয়ে, নিঃশব্দে ঐ পরিচিত গিরিপথ দিয়া, দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তানাজী আপনার সৈন্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, ইহারা সন্ধেত প্রাপ্তিমাত্র অগ্রসর হইবে। অপব ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, সবিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দিল। শিবাজীর মাবালা সৈন্ত ষোরতর অন্ধকারের মধ্যে ঐ সোপান অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিনশত সৈন্ত উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটি শব্দ হইল। ঐ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা চমকিত হইয়া, যে দিক দিয়া মাবালা সৈন্ত উপরে উঠিতেছে; সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একজন সৈনিক, ঘটনা ক্রি, জানিবার জন্তে যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি একজন মাবালার নিকৃষ্ট তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু ঐ শব্দে দুর্গরক্ষকগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। তানাজী তখন বিপুলসাহসে তিন শত মাত্র সৈন্ত লইয়া, বহুসংখ্য দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। মাবালাগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের উপর অতীব্রণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকণমধ্যে তানাজী প্রকৃত বীরপুরুষের

ভ্রায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন । তখন তাঁহার সৈন্ত
রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্তে দৌড়িতে লাগিল । এমন সময়ে
তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে তাহা-
দিগকে কহিলেন, “কোনু নরাদম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া
যাইতে ইচ্ছা করে ? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে । সকলে যে, মহারাজ
শিবারাজীর মাঝালা সৈন্ত, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত ।”
সূর্য্যাজীর এই তেজস্বিতাময় বাক্য মাঝালাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল ।
মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আবার “হর হর” শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল ।
ঐ গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথেব শাস্তিভঙ্গ করিয়া পৰ্ব্বতকন্দরে প্রতিধ্বনিত
হইতে লাগিল । এবার মাঝালাগণ এক্রপ বেগে দুর্গরক্ষাদিগকে আক্রমণ
করিল যে, তাহাবা কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত কবিত্তে পাবিল না ।
পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সৈনিকপুরুষ তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায়
অভিভূত হইল । সূর্য্যাজী বিজয়ী হইলেন । দুরারোহ পৰ্ব্বতশিখরস্থিত
সিংহগড়ে আবার শিবারাজীর বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল ।

এই বিজয়বার্ত্তা শিবারাজীর নিকটে পহঁছিল । কিন্তু শিবারাজী বখন
শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তানাজী নিহত হইয়াছেন, তখন
তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, “সিংহের
আবাসস্থান অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ নিহত হইল । আমরা দুর্গ
হস্তগত করিলাম ; কিন্তু হায় ! তানাজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল ।”

বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব।

মোগল সম্রাট অকবরের মৃত্যু হইয়াছে। কথিত আছে, অপরের প্রাণনাশ করিতে গিয়া, সমগ্র ভারতের মহিমাম্বিত ভূপতি আপনার প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন *। কুমার সলিম, জাহাঙ্গীর নাম পরিগ্রহ করিয়া, দিল্লীর রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনি ভারতের চারি দিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার পিতা যে বিজয়িনী শক্তিতে গোববাসিত হইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর সেই শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুত-রাজ্য অকবরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মির্জাবাব প্রতঃস্বরনীয় প্রতাপ সিংহ লোকাভিত বীরত্ব ও দেশভক্তিতে দীর্ঘকাল মোগল সৈন্তের সমক্ষে স্বাধীনতার গৌরব বক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ঐ বীরত্ব, রাজপুতদিগের ঐ তেজস্বিতাব বিষয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছেন। এখন তিনি স্বয়ং বাজোন্মব হইয়া সেই পুণ্যভূমি মির্জাব পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এ সময়ে মহাবীর প্রতাপ সিংহ অক্ষয় স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বীরভূমি প্রতাপের বীরত্ব হইতে আলিত হইয়াছিল। দিল্লীর অভিনব সম্রাট এই সুযোগে চিতোরের প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি হুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে গিয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যেব সীমান্তভাগে^১ অন্তল

* রাজস্থানের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, মহারাজ নানসিংহ, পাছে সলিমের পরিবর্তে খসরুকে রাজ্যাধিপতি করেন, এই আশঙ্কায় সম্রাট অকবর তাঁহাকে হত্যা করিবার অভিযে যে ঋদ্যাসান্দ্রী প্রস্তুত করেন, তাহার কিয়দংশ বিবাক্ত করা হয়। কিন্তু ভুলক্রমে ঐ বিবাক্ত অংশ নানসিংহকে না দিয়া, আপনাই ভোজন করেন। ইহাতে অকবরের প্রাণবিয়োগ হয়।

নামে একটি দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রান্ত রাজপুতগণ ইহাতে উত্তমশুভ্র হইল না*। যে স্বাধীনতা বগোরবে, যে স্থিবপ্রতিজ্ঞার মহিমায়, যে বীরত্বের গরিমায় এক সময়ে তাহারা চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সে গোরব, সে মহিমা ও সে গবিমা এখনও রাজপুতগণ হইতে একেবারে অস্তহিত হয় নাই। চিতোবেব অধিপতি আপনাদের চিরন্তন স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজপুতনার বীৰত্বদৃষ্ট রাজপুতগণ আপনাদের প্রনষ্টগোরবের উদ্ধার-বাসনায় আত্মজীবনের উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার একটি বীরপুরুষ মহা প্রাণতার পবিচয় দেন, তেজস্বিতার সহিত আত্মত্যাগপূর্বক নখর জগতে অবিনশ্বর কীৰ্ত্তিস্তম্ব স্থাপন করেন।

রাজপুতনার বীরগণ দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে একত্র হইয়াছেন, মিবারেব বাণ। পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্যে এই বীরগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এখন সকলেই আপনাদের বীরত্বগোরব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের পবিত্র ভূমিতে শত্রুগণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্গে শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আক্রমণে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এখন সকলেই এই দুর্বল শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে আগ্রহ যুক্ত। বীরভূমির সাহসসম্পন্ন, রণকুশল চন্দাবত ও শক্তাবতগণ * একত্র হইয়াছেন। এখন সকলেই আপনাদের পূর্বপুরুষোচিত তেজস্বিতায় উদ্দীপিত, সকলেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, রাণার আদেশপালনে সমুত্তত। চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈনিকগণেব অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতগণও ঐ সম্মান পাইবার জন্যে লালায়িত হইয়াছেন, এখন উভয়

* চিতোরের একজন প্রাচীন রাণার ছোট পুত্রের নাম চন্দ। ইহার দলদলগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শক্ত, রাণা উভয় সিংহের পুত্র। এই নামে শক্তাবত দল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বীই পরস্পরের অগ্রবর্তী হইবার জন্তে আগ্রহান্বিত, উভয়েই পরস্পরের অগ্রে গিয়া, আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া, উৎস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । কিন্তু রাণা কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের গতি রোধ করিলেন । তিনি ধীর-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “যিনি শত্রুর অধিকৃত অন্তল হুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই, সৈনিকদলের অগ্রে যাওয়ার সম্মান লাভ হইবে ।” চন্দাবত ও শক্তাবতগণ রাণার আদেশে ঐ গৌরবান্বিত সম্মান পাইবার আশায় বিপুল উৎসাহসহকারে অন্তল হুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অন্তল মিবাবের একটি সমধরাতলবর্তী হুর্গ । উহা বাজ্যের সীমান্ত-ভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্তী । হুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নিশ্চিত । একটি শ্রোতস্বতী উহার প্রাচীরের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত । উহা অসীম নভোমণ্ডলে প্রসারিত হইয়া, আপনার বিশালতাব পরিচয় দিতেছে । হুর্গে যাইবার জন্তে কেবল একটি মাত্র পথ । ঐ পথ হুর্গের লৌহকীলকময় সূদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে ।

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই, আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখার আশায়, এ হুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । চারণগণ মধুরকণ্ঠে তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল । উভয় দল, এই সময়সঙ্গীতে উৎসাহযুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্নপথে অগ্রসর হইতে লাগিল । প্রভাতসময়ে শক্তাবতগণ হুর্গদ্বারের নিকটে উপনীত হইলেন । এই সময়ে শত্রুগণ নিরস্ত ছিল । কিন্তু তাহারা আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, হুর্গপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইল । রাজপুতগণ প্রবলবেগে হুর্গ আক্রমণ করিল ; মোগল সৈন্যও দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে

বাধা দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জম্বাভূমি পার হইয়া দুর্গের অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাঁহারা কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবতদলের অধিনায়ক ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাব সঙ্গে মই ছিল না; সুতরাং তিনি দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অগ্রেই দুর্গে প্রবেশ করিতে উত্তত হইলেন। এদিকে শত্রুর গোলার আঘাতে চন্দাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য উভয় দলকেই সমানভাবে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু শক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনায়ক নিবস্ত হইলেন না। তিনি যে হস্তীতে ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ দ্বার সুতীক্ষ্ণ লোহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল; সুতরাং হস্তী আপনার বলপ্রকাশের সুবিধা পাইল না। সাহসী শক্তাবত ইহা দেখিয়া হাওয়ালা হইতে নামিলেন এবং ধীরপ্রশান্তভাবে সেই তীক্ষ্ণলোহশলাকায় ঘারে বক্ষঃস্থল পাতিয়া, মাহতকে আপনার পৃষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে কহিলেন। মাহত অধিনায়কের আদেশ পালন করিল। হস্তী তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীরপুরুষ আত্মপ্রাধান্ত রক্ষাব জন্ত ধীরভাবে লোহশালাকায় বুক পাতিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠের এই অক্ষয় বীরত্বকীর্তিতে বাজপুত্রের পবিত্র ভূমি পবিত্রতর হইল।

কিন্তু শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের ঐ লোকাভীত ভেজস্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাবা অধিনায়কের মৃত দেহের উপর দিয়া, দুর্গদ্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর একজন সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালনভাব গ্রহণ করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বাধিয়া, বি'লবিক্রমে অগ্রসর হইলেন, এবং হস্তস্থিত শালিত অস্ত্র দ্বারা আপনার 'াথ পরিষ্কার করিয়া,

পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরবরবে কহিলেন,
 “চন্দাবত অর্গ্রে অস্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন ; স্তত্রাং তিনিই যুদ্ধযাত্রী
 ‘সৈনিকদলের অগ্রণী ৷’

— — —

বীরাজনার বীরত্বমহিমা ।

মোগল সম্রাট অকবর শাহ দিল্লীর শাসনদণ্ড পবিগ্রহ করিয়াছেন ।
 ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে মোগলেব বিজয়পতাকা
 বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া, যেন বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন কবিতোছে । যে সকল
 সামন্ত স্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তাঁহাবা একে একে অকববেব অধীনতা
 স্বীকার করিতেছেন । সম্রাট অকবব বাহুবলে ও মন্ত্রকোশলে বিশাল
 সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কবিয়া বিপুল বৈভবে, সুশাসনের গোববে সকলের
 বরণীয় হইয়াছেন । আর্য্যাবর্ত্তেব শ্যামল প্রান্তবে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত
 ক্ষেত্রে, আফগানভূমির পার্বত্য প্রদেশে, তাঁহার গোববকাহিনী
 উদ্দোষিত হইতেছে । জনসাধারণ তাঁহাব ক্ষমতা, তাঁহার প্রাধান্য, তাঁহার
 অলোকসাধারণ গুণগরিমা দেখিয়া, মহতী দেবতা জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি ও
 শ্রদ্ধার পুষ্পাজলি দিতেছে ।

অস্ত্র অকবর শাহের খোষ্-রোজ । বিশাল রাজপুৰীতে সুন্দর বাজার
 বসিয়াছে । এ বাজারে পুরুষের সমাগম নাই ; কেবল কমনীয় কামিনী-
 কুল সারি সারি দোকান সাজাইয়া, চারি দিকে অপূৰ্ণ শোভার বিস্তার
 করিয়াছে । সম্রাটপত্নী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন ; সামন্ত ললনাগণ
 হাসিতে হাসিতে বাজারের চারি দিকে বেড়াইতেছেন । রাজপুত-কামিনী-
 গণ সুদৃশ্য বেশভূয়ায় পরিশোভিত হইয়া, উহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত করিয়া
 দিতেছেন । নানা স্থানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ, যাহা

কিছু তৃপ্তিপ্রদ শিল্পদ্রব্য আছে, সমস্তই রমণীর ঐ রমণীর বাজারে সজ্জিত হইয়াছে। রমণীই ঐ সকল অপূৰ্ণ শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কারিণী—

“রমণীতে বেচে, রমণীতে কিনে,

লেগেছে রমণীরূপেব হাট ”

লাবণ্যবতী ললনাগণে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের পুরী আজ এইরূপ পরিপূর্ণ। শিল্পচাতুরীর অপূৰ্ণ সৌন্দর্য্যে—কামিনীর কমনীয় কাস্তিতে আজ রাজভবন এইরূপ উদ্ভাসিত। সম্রাট ছদ্মবেশে রূপবতীকূলেব বাজারে বেড়াইতেছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি কামিনীগণের সৌন্দর্য্যগরিমা ও ক্রয়বিক্রয় দেখিয়া, আমোদিত হইতেছেন। বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ ললনাকুসুমের তাঁহার প্রাসাদ সুশোভিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে এক দোকান হইতে আর এক দোকানে যাইতেছেন এবং প্রতি দোকানেই কোন না কোন দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিক্রয়কারিণী রমণী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিতেছে; সম্রাট স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, সেই দ্রব্য কিনিয়া লইতেছেন। রমণী আবার পূৰ্ণের ত্রায় ঈষৎ হাসিয়া স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইতেছে। বিকশিত কমলদলেব প্রশান্ত কাস্তিতে বাজার এইরূপ বিভাসিত হইয়াছে। অকবর শাহ স্নেহের আবেশে ঐ কমলবনে বিচরণ করিতেছেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্ত্তী নবম দিবসে ঐ বাজার হইত। এই জন্তে উহা “নওরোজ” * নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অকবর ঐ বাজারের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। তিনি আদর করিয়া, উহার নাম “খোশরোজ” বা আনন্দের দিন রাখিয়াছিলেন। সম্রাট এই আমোদের দিনে আনন্দের তরঙ্গে ছলিয়া বেড়াইতেছেন।

একটি রূপবতী যুবতী এই বাজার দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাব

* নওরোজের সাধারণত অৰ্ধ নববর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু এখানে ঐ অৰ্ধ হইবে না।

সৌন্দৰ্য্য-গরিমায়—তাঁহার স্থিরগম্ভীরভাবে স্তম্ভিত হইয়া, বাজাবেব রমণীকুল তাঁহারদিকে দৃষ্টিযোজনা করিতেছে। যুবতীৰ স্থির বিদ্যুৎ-প্রভায় সমগ্র বাজারের ঘেন অপূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্যের বিকাশ হইয়াছে। যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে দোকানে দোকানে গিয়া সমস্ত দেখিতেছেন। সুসজ্জিত দ্রব্যের শিল্পচাতুৰী দেখিয়া, তাঁহার আহ্লাদ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি কোন কোন ক্রয়বিক্রয়কারিণী রমণীর লজ্জাহীনতায় মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেছেন। ঐ ললনাকুল হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, কিন্তু সে হাসিতে লজ্জানীলতার আবেশ নাই; সুতরাং সে হাসি লজ্জানীলতাময়ী যুবতীকে আমোদিত করিতে পারিতেছে না। যুবতী স্মন্দরী গণের মধ্যে সৌজ্ঞেয় এইরূপ ব্যতিক্রম—পবিত্র সৌন্দৰ্য্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন লজ্জার এইরূপ অধোগতিতে ক্ষুধ্ণ হইয়া, বাজার পরিত্যাগ করিয়া বাইতে উজ্জতা হইয়াছেন। সম্রাট্ ক্রিয়ৎক্ষণ অনিমেঘনেত্র ঐ লাভণ্যবতী ললনাকে দেখিলেন। স্থির সৌদামিনীর অপূৰ্ণ কান্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। যুবতী বাজার হইতে বাহির হইলেন। নির্গমনের পথ অতি কুটিল। যুবতী সেই কুটিল পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ তিনি সন্মুখে দেখিতে পাইলেন, সম্রাট্ অকবর শাহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। :সম্রাট্ যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গমন পথ অবরুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইহাতে পবিত্রস্বভাবা কুলমহিলার অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার হইল। অসময়ে, অতুক্তিভাবে ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতিকে সন্মুখে দেখিয়া, তিনি কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। ক্রোধের আবেগে তাঁহার আরক্তলোচনদ্বয় হইতে অগ্নি-শূলিক বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি মুহূৰ্ত্তমধ্যে আপনার অঙ্গাবরণ হইতে স্তূতিক তরবারি বাহির করিলেন এবং মুহূৰ্ত্তমধ্যে সেই তরবারি সম্রাটের বক্ষস্থলের দিকে ধরিয়া, আত্মসম্মান রক্ষার জন্তে প্রস্তুত হইলেন। যুবতী এইরূপে ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া,

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধনি', গভীবস্বরে কহিলেন, “যে নরাদম পবিত্র ক্ষত্রিয়কুল
কলঙ্কিত কবি- উত্তম হয়, তাহাকে এই অস্ত্রদ্বারা সমুচিত শিক্ষা
দেওয়া উচিত।” সম্রাট্ লাণ্যবতী ললনার এইরূপ ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শনে
স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোনরূপ দুঃশীলতা বা উদ্ধততাবের পবিচয়
দিলেন না। পিনাব বীরস্বৈ ও তেজস্বিতায় তাঁহাব হৃদয়ে আল্লাদেব
সঞ্চাব হইল। পাপক্ষপাতী সম্রাট্ গুণেব অমর্যাদা কবিলেন না।
তিনি সৌম্যভ- প্রভূত সম্মানের সহিত তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়মহিলাকে
বিদায় দিলেন।

এই বীবনানন্দ পাপসবিনী মিবারভূমির শক্তাবতবংশের স্থাপয়িতাব
হুহিতা এবং পাপসমুত্ত সাহসী পৃথ্বীরাজেব বনিতা। সম্রাট্ অকবর
এক সময়ে এ লাণ্যবতী বীরাক্ষনার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়া-
ছিলেন। তিনি পাপান্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সুনিয়মে প্রজা-
বঞ্জনগুণেব পি- স্মাজিলেন, অবিকাবচিত্তে ত্রায় ও ধর্ম্মের সম্মানবক্ষার
সংযত ছিলেন, পাপকিক ক্ষমতায় সাধারণেব সমক্ষে দেবভাবে সম্পূজিত
হইয়াছিলেন, পি- এক সময়ে অপথে পদার্পণ কবিতে সঙ্কচিত হয়েন
নাই। চিবপ্রতি- পাপপুতনার রাজমহিলা এই পুরুষসিংহের সমক্ষে
তেজস্বিতা দেখা- বংশোচিত গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধাতার
অপূর্ব সৃষ্টি- পাপগম্য, প্রকুল প্রেহন আপনার গৌরবের মহিমায়
অকলঙ্কিত নারী- পাপ।

বীরবালার আত্মবিসর্জন।

ভাইনশ্রোর চিবপ্রতি- মিবারেব একটি অধীন জনপদ। মিবারেব সামন্ত
রাজগণ ঐ স্থানে শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতেন ভাইনশ্রোর দুর্গের
এক দিকে উন্নত পর্বতমালা আকাশ ভেদ করিয়া, অল্পপম প্রাকৃতিক

শোভার পরিচয় দিতেছে । পৰ্ব্বতের পাদদেশে চঞ্চল নদ স্রোতের আবেগে তরঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিয়া, বহিয়া যাইতেছে । দুৰ্গ হইতে প্রকৃতিরাজ্যের ঐ রমণীয় দৃশ্য দেখিলে, হৃদয়ে অপূৰ্ণ আনন্দের আবির্ভাব হয় । তাইনু-স্রোতের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী নদী খরতর বেগে পৰ্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইতেছে । স্রোতস্বতীৰ প্রবাহ শৈলমালায় প্রতিহত হইয়া, ভয়ঙ্কর তরঙ্গাবলীর উৎপত্তি করিতেছে । এই নিসৰ্গ সুন্দর জনপদে এক সময়ে প্রমববংশীয় এক জন রাজপুত্রশ্রেষ্ঠ আধিপত্য করিতেছিলেন । বেইণ্ড জনপদের মেঘাবতবংশীয় এক জন ক্ষত্রিয়ের দুহিতা, প্রমবকুলোদ্ভব তাইনুস্রোতরাজের সহধর্মিণী ছিলেন । বিবাহের পর এই দম্পতীর মধ্যে কোনরূপ বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই । উভয়েই তাইনুস্রোতের সেই রমণীয় প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন । অদুববর্তী গিরিবরের অপূৰ্ণ গাভীর্য্যে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইতেন । পৰ্ব্বতের পার্শ্বস্থিত স্রোত-স্বতীর স্রোতোগরিমা উভয়কেই সমভাবে আনন্দিত কবিত । এই সংসারে উভয়েই উভয়কে আপনাব ভাবিতেন । পবিত্র প্রণয়ে, অপার্থিব ভালবাসায় উভয়েই একসূত্রে গ্রথিত ছিলেন ।

এই ভালবাসায় বিভোর হইয়া, দম্পতী একদা তাইনুস্রোতের প্রাসাদে পঁচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । উভয়েই আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান, উভয়েই উভয়কে হারাঁইবাব জন্তে সবিশেষ মনোযোগের সহিত খেলিতে-ছেন । জয়শ্রী এব বার নায়কের, পরক্ষণে নাযিকাব হৃদয়ে যুগবৃৎ আশা ও আহ্লাদের সূত্রপাত করিতেছে । একবার প্রমরপত্নী সগর্বে ঈষৎ হাসিয়া পতিকে আপনার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছেন, আর একবার প্রমররাজ প্রণয়িনীর সেই ক্রীড়াগর্ভ খর্ব করিতে, হাসিতে হাসিতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন । এইরূপে পঁচিশী ক্রীড়াকৌতুকে দম্পতী তাইনু-স্রোতের দুৰ্গে অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন ।

দেখিতে দেখিতে ঐ অনন্ত সুখের প্রশবণ হইতে তীব্র হঠাৎ

উৎপত্তি হইল। ভালবাসার খেলায় বিদ্বৈষ স্থান পবিগ্রহ কবিল। ক্রীড়ার আমোদ ঘোরতর অসুখজনক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হইল। তাইন্-শ্রোবাজ ক্রোধের আবেগে আপনার স্বস্ত্রবকুল লক্ষ্য করিয়া একটি মানিকর কথা কহিলেন। তেজস্বিনী বাজপুত্ৰহিতা পিতৃকুলেব ঐ মানি সহিতে পাবিলেন না। তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল; কমণীয় হৃদয় জ্বালাময়ী প্রতিহিংসায় অধীব হইল। তিনি পিতৃকুলের অবমান্তা, ভালবাসার, আদরের ধনকে ঘোরতর বিদ্বৈষভাবে দেগিতে লাগিলেন। এ অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ দিতে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। মর্ম্মাহতা প্রমরপত্নী পবদিন বেইগু জনপদে দৃত পাঠাইয়া, পিতাকে এই অপমানের বিষয় জানাইলেন।

বেইগুবাজ দূতমুখে আত্মবংশের নিন্দাবাদ শুনিয়া, সক্রোধে জামাতার বিকন্ধে যুদ্ধেব উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈনিকগণ রাজধানীতে সমবেত হইল। বেইগুব অধিপতি এই সৈনিকদল লইয়া, অবণ্য অতিবাহনপূর্ব্বক, তাইন্শ্রোবের কয়েক ক্রোশ দূরে উপনীত হইলেন। এই স্থলে সৈনিকদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বেইগুবাজ্যধিপতি একদল লইয়া, কুটিল গিবিপথ দিয়া আসিতে লাগিলেন। বেইগুবাজপুত্র আব এক দলেব অধিনেতা হইয়া, ব্রাহ্মণী নদীব তটদেশ দিয়া অগ্রসর হইলেন। এই শেষোক্ত দল অগ্রে তাইন্শ্রোরে উপনীত হইল। • বেইগুবাজপুত্র নিষ্কোষিত তববারি হস্তে করিয়া তাইন্শ্রোরপতিব সমক্ষে আসিলেন। প্রমররাজ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনিও তববারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধে বেইগুবাজপুত্র বিজয়ী হইলেন। পিতার উপস্থিতির পূর্ব্বকই তিনি পিতৃকুলের অবমাননাকাবীকে নিহত করিয়া, হৃদমণীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

সকল শেষ হইল। গতানু পতির দেহনিঃসৃত রুধিরশ্রোতে তেজস্বিনী প্রমরপত্নীর সমস্ত বিদ্বৈষ, সমস্ত ক্রোধের চিহ্ন মুছিয়া গেল। এখন

তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে আবার সেই পতিপ্রেম, পতিব প্রতি সেই অনুরাগের সঞ্চান হইল। বীরনারী পতির সহগমনে দৃঢ়প্রাতিজ্ঞ হইলেন। বেইগুৱাজ, হুহিতার এই অভিপ্রায়ে বাধা দিলেন না। ব্রাহ্মণী ও চম্বলেব সঙ্গমস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। রাজপুতবালা প্রফুল্লহৃদয়ে মৃত পতিব পার্শ্বে শয়ন করিলেন। বেইগুৱাজ স্বহস্তে সেই চিতা প্রজ্জলিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রমররাজেব সহিত প্রমবপত্নীও ফুল্ল কমলদলেব আয় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তেজস্বিনী ক্ষত্ৰিয়নারী এইরূপ কঠোর ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লইয়া, শেষে প্রশান্ত ভাবে পরলোকে পতির অনুগমন করিলেন।

বীরনারী ।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী জগতের পবিবর্ত্তন শীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময়ে ভাবতবর্ষে মুসলমান আধিপতিগণের আধিপত্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে। লোদীবংশীয় রাজাদিগের পর মোগলবংশীয় রাজগণ ভারতে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত মোগলের জয়পতাকা উড়িতেছে। বঙ্গে গুজরাটে, মধ্যভারতবর্ষে মুসলমানের আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছে। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহের পরলোক প্রাপ্তির পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা পরিবর্ত্তনশীল সময়ের স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দুঃখাবহ সময়ে একটি বীরনারী অপূৰ্ণ তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। শত্রুবেষ্টিত পুৰীতে শত্রুর সম্মুখে অগ্নান ভাবে আত্মবিসৰ্জনপূৰ্ব্বক স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

গুজরাটে হিন্দুরাজত্বের উচ্ছেদ হইলে, মুসলমানদিগের আধিপত্যের

স্বত্বপাত হয়। যখন হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গুজরাটে আধিপত্য করিতেছিলেন। খ্রীঃ ১৫২৮ অব্দে বাহাদুর শাহ বহ্মার বা বেরারের মুসলমান অধিপতির সাহায্যার্থে অহমদনগরের অধিপতি নিজাম শাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধযাত্রায় তাদৃশ কললাভ হয় নাই। অহমদনগরের অধিপতি নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু কার্যে আপনাব স্বাধীনতা সর্ব্বাংশে অব্যাহত রাখিয়া শাসনকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইহাব তিন বৎসর পবে খ্রীঃ ১৫৩২ অব্দে খন্দেশে বাহাদুর শাহের সহিত নিজাম শাহের সাক্ষাৎ হয়। এবাব বাহাদুর নিজামের সম্মান বক্ষা করেন। বাহাদুরের সম্মুখে নিজাম শাহ রাজকীয় উপাধিতে গৌরবান্বিত হইলেন। এই সময়ে রাইসিন্ হুর্গ হিন্দুভূপতির অধিকৃত ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ শিল্লাদি ঐ দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। বাহাদুর শাহ হিন্দুভূপতিকে আক্রমণ করেন। শিল্লাদি মুসলমান ভূপতিব হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর শিল্লাদির ভ্রাতা লক্ষণও মুসলমান আক্রমণকারীর অধীনতা স্বীকার করেন। লক্ষণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দুর্গ ছাড়িয়া দিলেই শিল্লাদি মুক্তি লাভ করিবেন। মুসলমান ভূপতিও লক্ষণের নিকটে এ বিষয়ে ঐক্লপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আর এই অঙ্গীকারে আশ্রয় হইয়া, লক্ষণ, যুদ্ধে আর প্রবৃত্ত হইলেন না। তেজস্বিতার সহিত আত্মবক্ষা করিয়া ক্ষত্রোচিত গোবর দেখাইলেন না। দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইল। মুসলমান দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, অত্যাচারের পরাক্রান্ত দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অঙ্গীকার, তাহাদের প্রতিশ্রুতি, সমস্তই তখন আকাশকুসুমের পরিণত হইল। তাহারা ভৈরবরবে অগ্রসর হইয়া, দুর্গবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতায় দিল্লীর রত্নসিংহাসন হিন্দুভূপতির হস্তপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুর অধিকৃত রাইসিন্ হুর্গ,

হিন্দুনরনারীর শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ এই আকস্মিক উপদ্রব দর্শনে “বিস্মিত হইয়া, মহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন। শিলাদির বনিতা তেজস্বিনী দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লক্ষ্মণেব দর্শনে দুর্গাবতীর ক্রমুগল আকুঞ্চিত হইল, ললাটবেথা বিস্তারিত হইয়া, কমনীয়তার মধ্যে অপূর্ব তীব্রতা প্রকাশ কবিতে লাগিল। লাবণ্যবতী নাবী ক্রোধেব আবেগে, ঘৃণা ও বিরাগের আশ্রয়ে অধীর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ‘এই দুর্গ ভূর্ভেদ্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তুমি এক্ষণে ভূর্ভেদ্য দুর্গ কবলীলাক্রমে শত্রুব হস্তে সমর্পণ করিয়াছ! শত্রুর সহিত যুদ্ধ না কবাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসম্মানে বিসর্জন দেয়, তুচ্ছ প্রাণ বন্ধাব জন্তে নীচতার সহিত শত্রুর পদানত হয়, আপনাব চিরন্তন বংশ-গৌরব অনায়াসে কলঙ্কিত করিয়া তুলে, সেই নীচাশয়, কাপুরুষকে দিচ্!’ তেজস্বিনী দুর্গাবতী ইহা কহিয়া আপনার প্রাসাদে আগুন দিলেন। দেখিতে দেখিতে কবাল অনলশিখা গগনস্পর্শী হইল। দুর্গাবতী অগ্নান-বদনে অবিকাবচিন্তে সাত শত পুবনারীর সহিত সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিয়া, লোকাভীত তেজস্বিতার পবিচয় দিলেন। এই ঘটনায় লক্ষ্মণেব প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। লজ্জার সহিত তাঁহার মনে অপরিসীম ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তরবারি হস্তে করিয়া, কতিপয় সাহসী অমুচরের সহিত দুর্গরক্ষক-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সমুদয় শেষ হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই ভূর্ভেদ্য রাইসিন্ দুর্গে মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুসলমান ভূপতি দুর্গ-অধিকার করিলেও, দুর্গের গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। বীরনারী দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তিতে রাইসিন্ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল।

রমণীর শোঁধ্য

খ্রীঃ ১৪৭৪ অব্দে রায়মল্ল মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন । অসাধারণ বীৰ্য্যে ও পবিত্র চরিত্রে এই বাজপুত ভূপতি রাজস্থানের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ । সংগ্রামসিংহ, পৃথীবাজ ও জয়মল্ল নামে ইহাব তিনটি পুত্রছিল । আপনাব উদ্ধত প্রকৃতির জন্তে পৃথীবাজ পিতার আদেশে দেশান্তরিত হয়েন । অপর দুইটি পুত্র পিতাব নিকটে ছিল । কিন্তু কিছুকাল পবে সৰ্ব্ব কনিষ্ঠটিব আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় । জয়মল্ল-ক্ষত্রকুলেব অগৌরবকরকার্য্যের অতুষ্ঠানে উদ্ধত হওয়াতে, একজন তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অসির আঘাতে মানবলৌলাব সংবরণ কবেন ।

শোলাকীবংশীয় বাও শুবতনেব অস্ত্রাঘাতে জয়মল্ল নিহত হইয়াছেন । অবৈধ উপায়ে পবিত্র রাজস্থানকুসুম সুন্দবী তাবাবাইব পাণিগ্রহণে উদ্ধত হওয়াতে তাঁহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে । পরাক্রান্ত বায়মল্ল ক্ষত্রকুলকলঙ্ক পুত্রের হত্যাকাবীকে সমুচিত পারিতোষিক দিয়াছেন । শুবতন মিবাবেব অধিপতির পুত্রকে নিহত করিয়া রাজপ্রাসাদস্বরূপ বেদনোব জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন * । ক্রমে এই কথা চারি দিকে প্রচারিত হইল । ক্রমে চারণগণ এই অপূৰ্ব্ব কাহিনী মধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া নানা স্থানে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল । ক্রমে পৃথীবীরাজ এই কথা শুনিতে পাইলেন । তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে বিষয় লাভ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, তিনি এখন সেই বিষয় অধিকার করিতে উদ্ধত হইলেন । পৃথীবীরাজ বেদনোরে যাইয়া রাও শুবতনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি 'টোডা' অধিকার করিয়া, রাও শুবতনকে উহার আধিপত্য দিবেন । যদি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হয়, যদি তাঁহার বাহুবলে পাঠানেরা পরাজয়

* প্রথম ৭৩ আধ্যাকীর্ত্তির ৫-৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে ।

স্বীকার না করে, তাহা হইলে তিনি কখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না ।

তেজস্বিনী তাবাবাই তেজস্বী পৃথ্বীরাজের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমেব কথা শুনিয়াছিলেন । এখন সেই সাহসী ও পরাক্রমশালী যুবককে উপস্থিত দেখিয়া, তারাবাই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন । অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল । তারাবাই পিতার অমুমতি লইয়া, পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে যাইতে উত্ততা হইলেন ।

মহরমের দিন । ধর্ম্মরত মুসলমানগণ আপনাদের ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে । দলবদ্ধ মুসলমানের শোক-সঙ্গীত চাবি দিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে । পৃথ্বীরাজ এই দিনে তারাবাই ও পাঁচ শত অশ্বারোহীব সহিত টোড়া অধিকার কবিত্তে যাত্রা করিলেন । সকলে টোড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহরমের তাজিয়া চকে সন্নিবেশিত হইতেছে । ইহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজ, অশ্বারোহী সৈনিকদল দূরে রাখিয়া তারাবাই ও আপনাব চিরসহচর সেনগড়াধিপতিকে সঙ্গে লইয়া, সেই তাজিয়ার সমভিব্যাহারী লোকদিগেব সঙ্গে মিশিলেন । এই সময়ে তাজিয়া পাঠান-রাজ লিল্লীর প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল । লিল্লা, তাজিয়াব সঙ্গে যাইবাব জন্তে পবিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন । সহসা তিনটি অপরিচিত অশ্বারোহীকে তাজিয়াব সঙ্গী লোকের মধ্যে দেখিয়া, তিনি যেমন তাঁহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইর নিষ্কিণ্ত বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল । পাঠানরাজ বিচেতন হইয়া প্রাসাদতলে পতিত হইলেন । আব তাঁহার চেতনা হইল না । এষ্ট আকস্মিক ব্যাপাব দর্শনে সমবেত পাঠানেবা ভীত হইয়া, কোলাহল করিয়া উঠিল । ইহার মধ্যে বীরপুরুষগণ ও বীরবালা অশ্বারোহণে তড়িৎগে নগরদ্বারে উপনীত হইলেন । এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদের নির্গমপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল । কিন্তু তেজস্বিনী

তাবাবাই কিছুমাত্র কর্তব্যবিমুখ হইলেন না । তিনি বিপুল সাহসে আপনার তরবারি দ্বাৰা হস্তরশ্মি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । হস্তী যন্ত্রণায় অধীব হইয়া, পলায়ন করিল । বীরবালার অসাধারণ বীরত্বে নির্গম্ভীর বিমুক্ত হইল । অনন্তর তাঁহাৰা অগ্রসব হইয়া, আপনাদের অধারোহী সৈনিকগণের সহিত মিশিলেন ।

অবিলম্বে আফগানেৰা দলবদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । কিন্তু তাহারা রাজপুত নৈশ্বেয় পরাক্রম সহিতে পাবিল না । তাৰাবাই এই যুদ্ধে পরাক্রমের একশেষ দেখাইলেন । তিনি অস্বাবোহণে বিদ্রাঘেণে বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়া, শত্রুসংহারিণী শক্তিব পৰিচয় দিতে লাগিলেন । এই মহাশক্তিতে পাঠানেরা পবাজিত হইল । অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন কবিল । অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগের অজ্ঞাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেহত্যাগ করিল । টোডায় পুনৰ্দ্ধাব বাজপুতের বিজয়পতাকা উড়িতে লাগিল । বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল । পৃথ্বীৰাজ, রাণ শূরতনকে টোডাব আধিপত্য দিলেন । শূরতন পূৰ্ণ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না । তিনি যথাবিধানে পৃথ্বীৰাজের হস্তে তাৰাবাইকে সমৰ্পণ করিলেন । স্তম্ভরে স্তম্ভরে মিলন হইল । তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী তেজস্বী বীরপুরুষের সহধর্মিণী হইয়া, রাজস্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ।

পৃথ্বীৰাজ মিৰাবে যাঁইয়া, নব পবিত্রতা বণিতার সহিত কমলমীব প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তিনি ইহারপৰ অনেকস্থানে যুদ্ধ কবিয়াছিলেন । এই সকল যুদ্ধে তাৰাবাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে বিমুখ হয়েন নাই । বীররমণী সৰ্বদা তেজস্বিতা দেখাইয়া, বীরভূমি মিৰাবের গৌরব রক্ষা করিতেন । কিন্তু দম্পতী দীর্ঘকাল এ নখর সংসারে একত্র থাকিতে পারিলেন না । দুঃস্বপ্ন শত্রু ইহাদের পার্থিব সুখের ব্যাঘাত জন্মাইল । সিরোহীৰাজ প্রচুরাণ্ডের সহিত পৃথ্বী-

রাজের ভগিনীবিবাহ হইয়াছিল। সিবোহীপতি স্ত্রীর সহিত সন্ধ্যাবহার কবিতেন না। এজন্তে পৃথ্বীবাজ সিরোহীতে যাইয়া, প্রভুবাওকে শাসন করেন। ক্ষত্রকুলাজীব প্রভুবাও এই অপমানের প্রতিশোধের নিমিত্ত আপনাদের চিবন্তন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং বিষমিশ্রিত খাণ্ড দ্রব্য প্রস্তুত কবিলেন। বিদায়সময়ে পৃথ্বী-রাজের হস্তে সেই খাণ্ডসামগ্রী সমর্পিত হইল। পৃথ্বীরাজ ত্বরন্ত চক্রীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই হলাহলময় খাণ্ড লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। দূর হইতে কমলমীব প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পৃথ্বীবাজ আফ্লাদের সহিত সেই বিষমিশ্রিত সামগ্রী ভোজন করিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইল। গামাদেবীর মন্দিরের নিকটে আসিয়া, তিনি আব চলিতে পারিলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহা হলাহলে তাঁহাব দেহ অবসন্ন হইয়াছে। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, পৃথ্বীরাজ প্রণয়িনীর নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু তাবাবাইর উপস্থিতির পূর্বেই তাঁহাব প্রাণবায়ু অবসান হইল। তাবাবাই আসিয়া দেখিলেন, প্রিয়তম স্বামী লোকান্তবিত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাব সহিত পরলোক যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অবিলম্বে চিতা সজ্জিত হইল পতিপ্রাণা রমণী সেই মামাদেবীর পবিত্র মন্দিরের নিকটে আপনার আদবের ধনকে পার্শ্বে রাখিয়া, ধীরভাবে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিলেন।

— — —

দেবীরের যুদ্ধ ।

মিবারের অধ্বিতীয় বীব—স্বাধীনতার অধ্বিতীয় উপাসক প্রতাপসিংহ দেহ-তাগ কবিয়াছেন। তাঁহার অনন্তকৌত্তিকাহিনী রাজস্থানের নানা স্থানে ঘোষিত হইতেছে। রাজপুতগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-

ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে । তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন । প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্তে সর্ব্বভেদে, সর্ব্ববনে বনে বেড়াইয়াছিলেন ; অবলীলাক্রমে দুঃসহ কষ্ট সহিয়া, মহাপ্রাণতার পবিচয় দিয়াছিলেন ; অমরসিংহ বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিয়া ঐক্যপন্থী কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠেন । তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন হইতেই তিনি দুঃখে, বিপদে, পরিশ্রমে, পিতৃসহচর হয়েন । পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অমর সিংহ এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন । নানা বিপদে পড়িয়া, তিনি অনলস, উদ্যোগী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়াছিলেন । পিতৃ-দেবের অসীম সাহস ও স্বাধীনতার জন্তে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বাধীনতাস্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, রাজ-পুত্রের কঠোর ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল । প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন, অমর সিংহ সৌখীন যুবক, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ তাঁহার সহ্য হইবে না । এই জন্তে তিনি মৃত্যু সময়ে আপনার আবাসকুটার লক্ষ্য করিয়া কহিয়া-ছিলেন,—“হয়ত এই কুটারের পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্তে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয়ত, তাহা এই কুটারেব সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে ।” আসন্নমৃত্যু পিতার এই বাক্য অমর সিংহের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল । অমর সিংহ মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ।

মিবারের সর্ব্বপ্রধান বৈরী অকবব, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে প্রায় আট বৎসর জীবিত ছিলেন । ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আর মিবার আক্রমণ করেন নাই । তাঁহার মনোযোগ অত্র দিকে গিয়াছিল । তিনি ঐ আট বৎসর কাল আপনার বিশাল সাম্রাজ্যেব শৃঙ্খলাবিধানে যত্নবান ছিলেন । সুতরাং অমর সিংহকে পিতৃবৈরীর বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই । মিবারে শান্তি বিরাজিত ছিল । অমরসিংহ এই

শান্তিময় রাজ্যে শান্তভাবে বাজধর্ম পালন করিতেছিলেন । তিনি অধিকৃত জনপদে শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন ও ভূমিব কবনির্দ্ধায়ণেব অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করেন এবং পেশলাহুদের তটভূমি একটি সুদৃশ্য প্রস্তরময় অট্টালিকায় শোভিত করিয়া তুলেন । ঐ অট্টালিকা ‘অমরমহল’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবে ; প্রকৃতির ঐ রমণীয় রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত অমর-মহল রাজস্থানের গৌরব বিস্তার করিতেছে ।

কিন্তু অমরসিংহ দীর্ঘকাল শান্তিযুগ ভোগ কবিতে পারিলেন না । মিবার আবার হ্রস্ব মোগলের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপিত করিল । অকবরেব মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাহাঁগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । চারি বৎসর কাল, তাঁহাকে বাজ্যের গোলযোগনিবারণে ব্যাপৃত থাকিতে হয় । ইহার পব তিনি পররাজ্য জয়ে মনোযোগী হযেন । আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল জনপদই তাঁহাব অধীন হইয়াছিল । সকল জনপদের অধি-স্বামিগণ তাঁহাকে সমগ্র ভারতের অধিতীয় সম্রাট বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন । কেবল মিবার তাঁহার বশতা স্বীকার করে নাই । মিবারের প্রাভঃস্বরূপ প্রতাপ সিংহের পুত্র অমরসিংহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া, বীরধর্ম জলাঞ্জলি দেন নাই । জাহাঁগীর প্রথমে ঐ রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন । তাঁহার পিতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে, যে বিশাল জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, অসির পর অসির আঘাতে, যে জনপদের বীরপুরুষদিগকে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, মাসের পর মাসে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু সৈন্য পাঠাইয়া, বাহাব অমূল্য স্বাধীনতারত্বের অপহরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, জাহাঁগীর এখন আবার সেই জনপদে প্রাধান্তস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । তাঁহার আদেশে সৈনিকগণ দিল্লীতে সমবেত হইল । তিনি ইহাদিগকে মিবারের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন ।

এইরূপে মোগল সৈন্য আবার মিবারের দ্বারদেশে উপনীত হইল ।

পবিত্রাত্মা প্রতাপসিংহ অমরলোকে গমন কবিয়াছেন। আজ তাঁহার আবাসভূমি অন্ধকাব! কিন্তু এই অন্ধকাবময় প্রদেশের দুই এক স্থানে দুই একটি উজ্জ্বল আলোকপ্রভা বিকাশ করিতেছিল। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর স্বাধীনতাভক্ত বীর্যবন্ত রাজপুতেরা আপনাদের বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছিলেন। ইহারা স্বাধীনতার অবমাননা করিলেন না, আত্মদরের গৌরব ধ্বংস করিতে উত্তত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জন দিয়া, আত্মাবমাননার তৃপ্তিসাধনে চেষ্টা পাইলেন না। ইহাদের সাহস ও পরাক্রম অটলভাবে রহিল। ইহারা প্রতাপসিংহের মহামন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্যে আক্রমণকারী মোগলের সম্মুখে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

মিবারের ইতিহাসে ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দ একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র বৎসর। ঐ বৎসরে মিবারের রাজপুতগণ স্বাধীনতার উদ্দেশে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করেন। অমরসিংহ মোগল সম্রাটের আদেশের অনুবর্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, মিবারের বীরপুরুষগণ ঐ পবিত্র বৎসরে তাঁহাকে সে বিষয়ে নিরস্ত করিয়া, চিরন্তন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন। সাহসী চন্দাবত-কুলতিলক ঐ পবিত্র বৎসরে আসন্নমৃত্যু প্রতাপসিংহের মহৎ উপদেশের অনুসরণে স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করেন, অমরসিংহ ঐ পবিত্র বৎসরে মিবারের ভেজস্বী যুদ্ধবীরদিগের অপূর্ণ ভেজস্বিতা দেখিয়া, আপনার পূর্বতন সঙ্কল্পের জন্য বিরাগ ও অনুতাপের সহিত মহিমাময় বংশের গৌরব-রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে দেবীর নামক স্থানে মোগলের সহিত রাজপুতের যুদ্ধ হয়। মোগলসৈন্য ঐ স্থানে প্রবেশ করিলে, সাহসী রাজপুতেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়, বহুক্ষণ রাজপুতগণ ঐ স্থানে গিরিশ্রেষ্ঠের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেয়। পরিশেষে মোগলের পরাজয় হয়। দেবীরের যুদ্ধস্থলে রাজপুতের

বিজয়পতাকা অনন্তগগনে উড্ডীন হইয়া, রাজস্থানে অনন্ত মহিমাব
বিকাশ করে ।

রাণা অমরসিংহের পিতৃব্য সাহসী কথের পরাক্রমে এই যুদ্ধে
রাজপুতদিগেব জয়লাভ হয় । এই বীরপুরুষের সম্মানগণ অতঃপর
কথাবত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । সাহসী কথের বীরে বীরভূমি এক সময়ে
এইরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছিল বাহুবলদৃষ্ট মোগলেরা এক সময়ে এই
বীরপুরুষেব বীরত্বগরিমায় পরাজিত হইয়া, রাজপুতের সহিত সন্ধিবন্ধনে
অগ্রসর হইয়াছিল ।

বীরবল ।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন,
ভারতের জনপদেব পব জনপদ যখন অকবরেব অধীন হইতে থাকে,
মোগলেব বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, তখন এক জন
ভাট মধুবকণ্ঠে মধুব সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনাব তীরবর্তী কালী
নগব হইতে দিল্লীতে সম্রাট সমীপে উপনীত হইলেন । সুকণ্ঠ ভাটের
মনোহব সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর সম্রাট পরিতুষ্ট হইলেন । ক্রমে দিল্লীতে
এই ভাটের কবিত্বশক্তি পবিস্ফুট হইতে লাগিল । ভাট গীতিকবিতা
রচনা করিয়া, ক্রমে দিল্লীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন । তাঁহার
সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তাঁহাব মোহিনী কবিত্বশক্তিতে, দিল্লীর অধিবাসিগণ
সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল । সম্রাট এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতনায়কের
সঙ্গীতমহিমার অসম্মান করিলেন না । তিনি আগন্তুক ভাটকে “কবিরায়”
উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন ।

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া, দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সম্রাট তাঁহাকে “বাজা” উপাধি দিলেন। এই অবধি ভাটের পূর্বতন নাম পরিবর্তিত হইল। অভিনব বাজা এই অবধি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন জনপদে বাস করিতেন। তাঁহার পূর্বতন নাম মহেশ দাস। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দাস নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই সময়ে কাজড়াব অধিপতি জয়চাঁদ কোন অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট তাঁহার রাজ্য, রাজা বীরবলকে দিতে অনুমতি কবিলেন। জয়চাঁদের তেজস্বী পুত্র অকবরের নিকটে অবনতি স্বীকাঁব কবিলেন না। তিনি পিতৃ-রাজ্য বক্ষা কবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহাব চেষ্টা ফলবতী হইল না। অকবরের আদেশে পঞ্জাবের শাসনকর্তা হুসেনকুলি খাঁ কাজড়া আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যাহা হউক, রাজা বীরবল ঐ রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কলিঙ্গের নিকটে এক জায়গীৰ প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট এই সময়ে তাঁহাকে সহস্র সৈন্তের অধিনায়ক করেন।

ভাট মহেশ দাস এখন “বাজা” উপাধি পবিগ্রহ কবিয়া, সহস্রপবিমিত সৈন্তের অধিনায়ক হইলেন; যিনি এক সময়ে চাৰ্ণদলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাহাব উপজীবিকার বিষয় ছিল, তিনি এখন সহস্রপতি হইয়া দুরূহ বাজকীয় কার্য্যে আত্মক্ষমতাব পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা বীরবল প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গে থাকিতেন। যখন অকবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, সমরনৈপুণ্যেব পরিচয় দেন। কোন স্থানে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্য সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের প্রতি সমর্পিত হইত। বীরবল কর্তব্যপালনে অনলস ছিলেন। সাহসে, ক্ষমতায় ও

তেজস্বিতায় তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন । কথিত আছে, তাঁহার কথায় অকবরের ধর্ম্মত পরিবর্ত্তিত হয় । অকবর হিন্দুধর্ম্মের অনেক ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান্ হয়েন ।

১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবে । এজন্তে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা কবেন । রাজা বীরবল ঐ সাহায্যকারী সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে প্রেরিত হয়েন । যুদ্ধে অকবরের সৈনিকদলের পরাজয় হয় । আফগানেরা পার্শ্বত্যাগ প্রদেশের চারি দিক্ হইতে সম্রাটের সৈন্ত আক্রমণ করিয়াছিল । ইহাতে সৈনিকগণ শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়ে । বীরবল ও জৈন খাঁ অতি কষ্টে পশ্চাৎ হটয়া, আব এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন । আফগানেবা রাত্রিকালে আবার ঐ শিবির আক্রমণ করে । সম্রাটেব অনেক সৈন্ত এজন্তে হুর্গম গিরিশঙ্কটে প্রবিষ্ট হয় । আফগানেরা অনেককে নিহত করে ; এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত হয়েন ।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে অকবর যাব পব নাই শোকাভূব হইয়াছিলেন । তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়াতে অকবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইয়াছিল । কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে, পাছে অকবর একেবাবে জ্ঞানশূন্য হয়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ অকবরকে নিকটে প্রকাশ করিয়াছিল যে, বীরবল নিহত হয়েন নাই । তিনি সন্ধ্যাসিবেশে কাঙ্গড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন । অকবর ঐ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন । কিন্তু শেষে ঐ কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । পরে বীরবল কলিঙ্গরে বাস করিতেছেন বলিয়া, আব একবার জনরব উঠে । এ জনরবেও অকবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বীরবল জীবিত আছেন । অকবর কলিঙ্গবেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন । রাজা বীরবল সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহাতে পরিস্ফুট হইতেছে ।

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল । কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের

অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার উপার্জিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পবিগ্রহপূর্বক সংসারের বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে বিদায় হয়েন। বীরবল ফতেপুরসিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থলে তাঁহার আবাসস্থল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অসাধারণ সাহস ।

ঊনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অসীম কালের পরিবর্তনশীলতা দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রিটিশ-শাসন বন্ধমূল হইতেছে। ব্রিটিশ কোম্পানী ধীরে ধীরে বণিকবৃত্তি ছাড়িয়া ভারতসাম্রাজ্যের রাজনীতির পর্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল্ মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ভারতের শাসনদণ্ডের পরিচালনা কবিতেন। তাঁহার শাসনে পিণ্ডারী দস্যুদিগের অধঃপতন হইয়াছে, নেপালের পার্বত্যপ্রদেশে ব্রিটিশ সিংহের বিজয়িনী শক্তির বিকাশ হইবাছে, মারাঠাদিগের পরাক্রম থর্ব হইয়া আসিয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, সর্বত্র ইংরেজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারি দিকে আমোদের শ্রোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি নানাবেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অখারোহী সৈন্য যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপূর্ব বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া,

গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজধর্ম্মের পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । হরকুলসম্বৃত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয়ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ।

কিন্তু এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না । যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটাব অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজ্যের প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটায় শান্তিস্থ অব্যাহত রাখিতে পারিল না । কিছুকাল পরে রাজ্য নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল । কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল । জলিম সিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন । রাজ্যশাসনের অনেক ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল । এখন এই বরীয়ানু অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসম্ভাব জন্মিল । পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুনিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল । এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন । গুরুতর আত্মবিগ্রহে হরবতী নরশোণিতে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল ।

একদা প্রভাতসময়ে জলিমসিংহের সৈন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর তটদেশে দিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে । তটভূমি অতি উচ্চ, সমুদ্রত পর্ব্বতের ত্রায় লম্বভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে । ঐ উন্নত তটভূমি দিয়া, প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া, ধীরে ধীরে যাইতেছে । অকস্মাৎ ইহাদের গতিরোধ হইল । নদীর তটভূমির অদূরবর্তী প্রান্তরের একটি উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে গুলিব পর গুলি আসিয়া, অগ্রবর্তী সৈনিকদলে পতিত হইতে লাগিল । গুলিবৃষ্টির বিরাম নাই । গুলি আসিয়া অগ্রবর্তী সৈন্যের অনেককে আহত করিল, অনেককে সেই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল । সৈনিকদল বিশ্বয়বিফারিত নেত্রে মৃত্তিকাস্তূপের দিকে

দেখিল, দুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি মৃত্তিকাস্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি পুরিয়া দিতেছে, অপরটি অব্যর্থ সন্ধানে গুলি বুট করিয়া, অস্বাভাবিক নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটি কামান, অপর দিকে কেবল দুইটি মাত্র বীরপুরুষ। বীরদ্বয়গলের পরাক্রমে এতগুলি সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে, এতগুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া নদীতটে দণ্ডায়মান বহিয়াছে। এই বীরদ্বয়গল মহারাও^{*} কিশোরী সিংহের প্রভুভক্ত সৈন্ত—পুণ্ড্রভূমি হরবতীব হরকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়। এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয়বীরদ্বয় আপনাদের প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে বহুসংখ্য সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীরদ্বয়গলের তেজস্বিতার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের শিখরদেশে দাঁড়াইল, অসীমসাহসে, গম্ভীরভাবে আপনাদের তেজস্বিতার সমুচিত সম্মানের জন্তে বিপক্ষদিগকে অভিভাদন করিল। বিপক্ষ সৈনিকদল হইতে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীরদ্বয়গলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়দ্বয় আহত হইয়াও, শত্রুসংহারে নিরন্তর থাকিল না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষদল সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈনিকদলের অধিনায়কগণ অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের জন্তে ইহাদিগকে জীবিত বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈনিকদল আদেশ পালন করিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈনিকদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই জন মাত্র সৈন্ত আক্রমণকারী বীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরদ্বয়গল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি

ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল । তাহারা এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না । অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের উপরে উভয়ে পড়িয়া গেল । আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না । তেজস্বী বীরস্বয় ধীবভাবে আত্মবিসর্জন করিয়া, অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল । ঊনবিংশ শতাব্দীতে হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল, এবং এইরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া, আপনাদেব জন্মভূমি বীরত্ব কীর্ত্তিতে গৌবান্ধিত করিয়াছিল ।

মহারাক্ষের মহাশক্তি ।

মোগলসাম্রাজ্য যখন উন্নতিচরম সীমায় উপনীত হয়, আশুরঙ্গজেবেব কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, সর্বত্র লোকের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়া উঠে, স্বাধীনতাব প্রধান উপাসক, তেজস্বিতাব অদ্বিতীয় অবলম্বন সাহসেব একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অহুগত হইলেন, তখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমশৈলমালাপবিত্রত ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি ধীবে ধীবে সকলেব হৃদয়ে গভীর বিশ্বাসের উৎপত্তি করে । ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট ইহাব বিক্রমে কল্পিত হইলেন, ক্রমে ইহা একই উৎসাহ ও তেজস্বিতার শ্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত, সমগ্র জনপদ ভাসাইয়া দেয় । এই মহাশক্তি হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তী ভবানীভক্ত শিবাজী ।

শিবাজী বীরত্বের প্রদীপ্ত মূর্ত্তি স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র । যখন শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্ব্বতন বীরত্ববৈভব ধীরে ধীরে সময়ের অনন্ত শ্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল ; যাহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া, অনন্ত

কীর্তিসম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্ভানগণ পরাধীনতানিগড়ে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পুরের আমুগত্য স্বীকারই যেন, আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে-
ছিলেন ; যে তেজস্বিতায় পৃথ্বীরাজ তিবোবী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমবসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভৈববরবে বিধর্মী শত্রুব সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, শেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ দীর্ঘকাল প্রবলপবাক্রম, সহায়সম্পন্ন শত্রুর সাহিত সংগ্রাম করিয়া, বিজয়লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল। অনৈক্যপ্রযুক্ত বীৰ্য্যবন্ত রাজপুত্রেরা ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং মুসলমানের অধীন হইয়া, আপনাদের শোচনীয় অধঃপতনের ফল ভোগ কবিতেছিলেন। মহাপরাক্রম শিবাজী এই অনৈক্য দূর করেন, এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার স্বরূপাত পূর্বক দক্ষিণপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তুলেন। ইহাব মহামন্ত্রে অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুব পদানত হইয়া পড়ে।

ভারতমানচিত্রের দক্ষিণপশ্চিম অংশে শৈলমালাপরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশেব উত্তরে সাতপুরা পাহাড় গভীরভাবে অবস্থিত করিতেছে, পশ্চিমে অকুল সমুদ্র তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়া, জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্বে ববদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল পার্কত্যাভূতাগ অবস্থিত বহিয়াছে। ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। উহার পরিমাণফল ১,০০,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত। উহার অভ্যন্তরে ছরাবোহ সহ্যাদ্রি উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিষর্গ বৃক্ষশ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ সুশোভিত। যেন পর্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখিয়াছে। না দেখিলে ঐ অনন্ত ভাণ্ডারের অপূর্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়

না। প্রকৃতির এই মনোহর প্রদেশে অনন্ত জগতের এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভূখণ্ডে শিবাজীর জন্ম হয় ।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথের অনেক স্থলে মুসলমান-দিগের আধিপত্য ছিল। বিজাপুরের মুসলমান অধিপতিগণ সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামক একজন মহারাষ্ট্রবাসী, ক্ষত্রিয় যুবক বিজাপুরের রাজসরকারে চাকরি করিতেন। ক্রমে বিষয়কর্মে শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে শাহজী বিজাপুরের অধিপতির গণনীয় কৰ্ম্ম-চারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার বীরত্বে অনেক স্থানে বিজাপুর-ভূপতির বিজয়শ্রী লাভ হয়। শাহজী জিজাবাই নামে একটি মহারাষ্ট্র-রমণীব পাণিগ্রহণ কবিয়াছিলেন। জিজাবাইয়ের গর্ভে, শাহজীর দুইটি পুত্র জন্মে ; প্রথমের নাম শাস্ত্রজী, দ্বিতীয়ের নাম শিবাজী।

শিবাজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে মে মাসে পুণাব পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনারী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নাম অনুসারে জিবাবাই পুত্রের নাম শিবাজী রাখেন। শিবাজী মাতার সহিত শিউনারী দুর্গে অবস্থিতি করেন। শিবাজীব জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে শাহজী তুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্ররমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার দাবপবিগ্রহ করাতে জিজাবাইয়ের সহিত শাহজীর বিবোধ উপস্থিত হয়। এজন্যে শিবাজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতাব দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী, দাদোজী, কোণ্ডদেব নামক একজন দূর্বদর্শী, বুদ্ধ ভ্রাতৃগণকে শিবাজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুণার জাই-গীরেব তত্ত্বাবধান জন্যে নিযুক্ত করেন। দাদোজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও বাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজাবাইয়ের জন্য পুণাতে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পুণার ঐ নূতন বাড়ীতে দাদোজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে শিবাজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত না। লেখা-

পড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতে তাহাদের সবিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল । শিবাজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না । কিন্তু তিনি তীরনিক্ষেপে, তরবারী প্রয়োগে, বড়শাসঞ্চালনে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন । তাঁহার স্বদেশীয়গণ সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল । শিবাজী এ বিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন । তাঁহার অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাঁহার গুণ গান করিত । দাদোজী শিবাজীকে আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আত্মায়ুক্ত কবিত্তে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল । শিবাজী হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে কার্য্যে নিষ্ঠাবান ছিলেন । তিনি মনোযোগেব সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন । বামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায তাঁহার সুখানুভব হইত । বাল্যকাল হইতে কণকতার প্রতি তাঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ছিল । হিন্দুধর্ম্মেব উপব এইরূপ অচল ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে কার্য্যে এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবাজী হিন্দু নামেব গৌরব রক্ষা কবিত্তে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন । তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই । শত্রুব আকুটিপাতে, বিপদেব ঘোবতব অভিঘাতে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই । শিবাজী জীবনেব শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ভীক-হৃদয়ে ও অবিচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন ।

বামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবাজীর হৃদয়ে তেজস্বিতার সঞ্চার হইয়াছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল । শিবাজী মোগলশাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মানু মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন । তাঁহার সঙ্কল্প ও চেষ্টা বিফল হয় নাই । যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণাপথে

শিবাজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতাভক্ত বীরপ্রবরের অপূর্ণ বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল । হিন্দুব কীর্ত্তিতে বহু দিনের পর আবার হিন্দুব পবিত্র ভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছিল ।

শিবাজী মাওয়াল অথবা মাবাল নামক পার্শ্বত্যা স্থানের অধিবাসী মাওয়ালী বা মাবলাদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । ইহারা দেখিতে স্ত্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল । শিবাজী ইহাদের উপর নির্ভর কবিয়া, অনেক স্থানে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন । তিনি প্রায়ই কহিতেন, “আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত কবিয়া স্বাধীন রাজা হইব ।” তরুণবয়স্ক বাবপুকষেব এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই । শিবাজী মুসলমানদিগকে পবাত্ত কবিয়া, স্বাধীন হিন্দুভূপতিব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

মৌল বৎসর বয়সে শিবাজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, অশ্বাবোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সর্বদা পৰ্ব্বতে পৰ্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন । এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্শ্বত্যা পথগুলি তাঁহাব পবিচিত হইয়া উঠিল । মহাবাষ্ট্রে অনেকগুলি গিবিদুর্গ ছিল । শিবাজী কোশল-ক্রমে ঐ গিরিদুর্গের অনেক গুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন । দুর্গগুলি বিজাপুরের অধিপতিব অধিকৃত ছিল । শিবাজী উহা অধিকার করাতে বিজাপুরের বাজাব সহিত তাঁহার বিবোধ উপস্থিত হয় । আফজল্ খাঁ বিজাপুরেব সৈন্তের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহাব বিরুদ্ধে যাত্রা করেন । পথিমধ্যে তিনি হিন্দুতীর্থের অবমাননা এবং হিন্দু দেবালয়ভঙ্গ কবিত্তে সঙ্কচিত হয়েন নাই । শিবাজী এই সময়ে রাজগড়ে অবস্থিত করিতেছিলেন । তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থের অবমাননায় মর্শ্বাহত হইয়া, আফজল্ খাঁর দমন জন্ত সৈন্তসংহত পূর্বক রাজগড়ে মাহুদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া প্রতাপগড়ে যাত্রা করেন । তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ

ব্যঘাত ঘটিল না । স্নসময় উপস্থিত হইল । স্নসময়ে শিবাজী বিজাপুরের সৈন্তের সম্মুখে প্রাধান্ত স্থাপন কবিত্তে কোশলজাল বিস্তার করিলেন ।

জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্ৰদেশে সৈন্ত লইয়া অগ্রসব হওয়া যে কত দুব কষ্টকর, আফজল্‌খাঁ তাহা অবগত ছিলেন । এই বিষয় ভাবিয়া, তিনি শিবাজীকে কোশলক্রমে হস্তগত করিবার জন্তে কালবিলম্ব না করিয়া, গোপীনাথ পন্ত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে পাঠাইয়া দিলেন । দূত দুর্গের নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবাজী দুর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন । গোপীনাথ ধীরতাব সহিত শিবাজীকে কহিলেন,—“শাহজীর সহিত আফজল্‌খাঁর সবিশেষ বন্ধুত্ব আছে । আফজল, বন্ধুর পুত্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন । তিনি আপনাব সহিত শত্রুতা না কবিয়া আপনাকে একটি জায়গীরের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন ।” শিবাজী সৌজন্য ও বিনয়ব সহিত আফজল্‌খাঁর প্রেবিত দূতকে বলিলেন,—“একটি জায়গীর পাউল্লেট আ'ম সন্তুষ্ট হইব ; আমি বিজাপুর-ভূপতির একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র ।” দূত শিবাজীর এইরূপ নম্রতা দেখিয়া, সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । অনন্তর শিবাজী দূতের আবাস জন্ত যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । কিন্তু তাঁহাব আদেশে দূতের সহচরগণ কিছু দূবে অল্প স্থানে অবস্থিতি কবিত্তে লাগিল । একদা গভীর নিশীথে শিবাজী গোপীনাথের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিয়া কহিলেন, “আমি হিন্দু-জাতির পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান বক্ষার জন্তে সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি । ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র দেব-মন্দিরের অবমাননাকারীদিগকে শাস্তি দিতে, এবং স্বধর্ম্মবিরোধী শত্রুগণের ক্ষমতার গতিরোধ করিতে আমাব শাতিশয় আগ্রহ আছে । আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র কার্য্য-সাধনে ত্রী হইয়াছি । আপনি ব্রাহ্মণ ; সুতরাং আপনার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য । আমার

আশা আছে যে, স্বদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরমস্থখে কালাতিপাত করিতে পারিব। শিবাজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া, গোপীনাথকে একখানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোপীনাথ এই তরুণবয়স্ক হিন্দুবীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেব ভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন। আর তাঁহার মুখ হইতে শিবাজীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বহির্গত হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবাজীর কার্য্য-সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন শিবাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। গোপীনাথ শিবাজীর সাহস, স্বদেশভক্তি ও বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চির সহচরের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

অনন্তর শিবাজী কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নানাবিধ উপহাব দ্রব্যসহ গোপীনাথের সহিত আফজল্‌খাঁর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণাজী বিজাপুরের সেনাপতির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—শিবাজী তাঁহার সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বৃত আছেন। বিজাপুর ভূপতিব বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার ইচ্ছা নাই। আফজল্‌খাঁ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি গোপীনাথের পরামর্শে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উত্তম হইলেন। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটি স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া, স্থিতি করিয়া বাথিলেন। তিনি ঐ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া আফজল্‌খাঁর আসিবার পথ পবিষ্কার করাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী স্থানের জঙ্গল পূর্বেই অগ্নি বহিল। শিবাজী ঐ জঙ্গলে আপনার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সৈন্য উহার কিছুই জানিতে পারিল না। পনের শত সৈন্য আফজল্‌খাঁর সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু গোপীনাথের পরামর্শে ঐ সকল সৈন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দূরে অবস্থিত করিতে লাগিল। আফজল্‌খাঁ কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র অনুচর লইয়া পাকীতে শিবাজীর নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত

হইলেন। পরদিন শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। আফজল্‌খাঁর পরিচ্ছদ মোটা মসলিনের ছিল। পার্শ্বদেশে কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। এদিকে শিবাজী আপনার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্তে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ লৌহবর্ষে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ঐ বর্ষে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ * সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। অপবে না জানিতে পারে এজন্তে তিনি বর্ষের উপর পরিত্রস্ত কার্পাসবস্ত্র পবিধান করিয়াছিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া, শিবাজী ধীরে ধীরে হুর্গ হইতে নামিয়া, যথোচিত নম্রতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফজল খাঁর সমীপবর্তী হইলেন। আফজল খাঁর ছায়া তাঁহার সৃঙ্গেও একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথাবীতি অভিবাদনের পর, শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অকস্মাৎ আফজল্‌খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ আফজল্‌খাঁ “ঘোবন্‌র বিশ্বাসঘাতকতা” বলিয়া চীৎকাব করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গন সময়ে শিবাজী আফজল্‌খাঁর উদবে ব্যাঘ্রনখ প্রবেশিত করিয়াছিলেন। যাতনায়, অধীর হইয়া, আফজল্‌খাঁ শিবাজীকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবাজীর কার্পাস বস্ত্রের নিম্নে লৌহবর্ষ থাকাতে ঐ আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য নিমেষ মধ্যে ঘটিল। নিমেষ মধ্যে শিবাজী অস্ত্রচালনা করিয়া, আফজল্‌খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল্‌খাঁর অনুচর ইহা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিল না। সে অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহস সহকাবে প্রভুহস্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু ক্রিয়াকালমধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসবে পান্ধীবাহকেবা আফজল্‌খাঁকে লইয়া, পলাইতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের ঐ উদ্যম

* বৃশ্চিক—বৃশ্চিকসদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ—ব্যাঘ্রনখাকার অস্ত্র।

সফল হইল না। শিবাজীর কয়েকজন সৈনিক হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, আফজল্ খাঁর শিরশ্ছেদ করিল। এদিকে ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্র মাওয়ালীগণ জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, একেবারে চারিদিক হইতে বিজাপুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপর্য্যগণ ইহাদেব পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। শিবাজী বিজয়ী হইলেন। মহারাষ্ট্রচক্রে তাঁহাব অপবিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে বহুসৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

যাঁহারা সবলহৃদয়, জীবনের প্রতিকার্য্যে যাঁহাবা আপনাদের সরলতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাবা এই কার্য্যে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া, শিবাজীকে ধিক্কাব দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাবা হৃদ্যন্ত শত্রুকে পরাজিত কবিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বক্ষায় উগ্ধত হইয়া থাকেন, স্বদেশ-দ্রোহী মध्ये স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপনে যাঁহাদের প্রয়াস হয়, তাহারা অজ্ঞভাবে এ বিষয়েব বিচার কবিবেন। মুসলমানের চাতুবীবলে ভাবতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। যখন মহাবীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থে বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, দৃশ্যতীর তীরে সমাগত হইলেন, তখন সাহাবদ্দীন গৌরী তাহার আলোক-সাধাবণ তেজস্বিতা ও প্রভূত সৈন্য দেখিয়া, স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সাহাবদ্দীন চাতুবী অবলম্বন কবিয়া রাত্রিকালে প্রতিদ্বন্দ্বীব অজ্ঞাতসারে, হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে, সহসা পৃথ্বীরাজের পতন হইত না, সহসা ভারতের স্বাধীনতাৰ অন্তর্ধান ঘটিত না। যাঁহারা এইরূপ চাতুরী -- এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া, ভারতে আপনাদেব আধিপত্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে, যে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, ইহা শিবাজী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, চতুরের সহিত চাতুরী না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমানসাম্রাজ্য অধিকৃত করিয়া, হিন্দুরাজ্যের গৌরব করিতে পারিবেন না। যাঁহারা অপরের অজ্ঞাতসারে আপনাদের ছুরাকাজ্জা চরিতার্থ করিয়াছে, তাঁহাদের

নিকটে সরলভাবে পরিচয় দিলে কখনও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শিবাজী বালাকাল হইতে এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজী নিরস্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে, সহজে আফ্জল খাঁর আয়ত্ত হইতেন ; সহজে বিজাপুরেব সৈন্য তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া লইয়া যাইত ; অথবা আফ্জল খাঁর অসিবি আঘাতে তাঁহাব শিরশ্ছেদ হইত। এ স্থলে শিবাজীর চাতুরী শিক্ষাব ফল সৰ্ব্বাংশে কার্য্যকর হইয়াছিল। যাহাবা স্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপিত হইয়া, হুবন্ত ও চতুর শত্রুব অত্যাচাবের গতিবোধে উত্তত হয়েন, তাঁহাদের নিকটে শিবাজীর এই শিক্ষাবফল কখনও অনাদৃত হইবে না।

সম্ভাদ্রিব পশ্চিমে সমুদ্রে পর্য্যন্ত ভূখণ্ড কোকণ নামে পরিচিত। বিজাপুরেব সৈন্তের পরাজয়ের পর কোকণপ্রদেশের অধিকাংশ শিবাজীর হস্তগত হয়। ইহাব পর শিবাজী কোকণেব পান্হালা দুর্গ অধিকার করিতে উত্তত হয়েন। এই দুর্গ বিজাপুরেব অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী পান্হালা দুর্গ অধিকারেও অপূৰ্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি আপনাব কতিপয় প্রধান সেনানায়কের সহিত পবানর্শ কবিয়া, ছলপূৰ্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ কবেন। ইহাতে সেনানায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই য়েন, আট শত সৈন্তেব সহিত শিবাজীর চাক্রি পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হয়েন। দুর্গাধ্যক্ষ ইহাদের কৌশল বুঝিতে পাবিলেন না। শিবাজীর সহিত ইহাদের অসম্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ইহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এ দিকে শিবাজী অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীবেব সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীবেব সম্মুখে ছিল। শিবাজীব যে সকল সর্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে তাঁহারা ঐ সকল বৃক্ষ অবলম্বনপূৰ্ব্বক বহির্ভাগ হইতে শিবাজী ও তাঁহাব অনুচরদিগকে দুর্গেব অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃপুনঃ জয়লাভে শিবাজীর এতদূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষেরা আসিয়া, তাঁহার দল পরিপূষ্ট করিতে লাগিল। বলবৃদ্ধির সহিত শিবাজী অধিকতর দুর্লভ কার্য্য সাধনে প্ররুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অস্বারোহী সৈন্য মুসলমান ভূপতির অধিকৃত নানা জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাদের উত্তম সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজাপুরের নগরপ্রাচীরেব সম্মুখে গিয়া, বিলুপ্তনে প্ররুত হইল।

বিজাপুর-ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলেন, বশ্যতাস্বীকারের জন্তে শিবাজীর নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত শিবাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবাজী ধীর-গম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন,—“দূত ! আমার উপর তোমার প্রভুব এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইব ? শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।” দূত চলিয়া গেল। বিজাপুরেব অধিপতি শিবাজীব এই উদ্ধত ভাবের জন্তে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। ইহাব পূর্বে শিবাজী যখন তাঁহান বিরুদ্ধে সমুখিত হয়েন, তখন তিনি শাহজীকে কারারুদ্ধ করিয়া কহিয়াছিলেন,—“তোমাব পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগারের দ্বাব গাঁথিয়া তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।” পিতার কাবারোধেব সংবাদে শিবাজী কিছু শঙ্কিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্তব্যবিমুখ হয়েন নাই। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ জহাঁব নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। সুসম্ভবতঃ শাহজহাঁব কথায় বিজাপুর বাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিমুক্ত হইয়া, শাহজী, রায়গড়ে আপনাব এই দুর্দৃষ্টেব মূলে—তনয়েব নিকটে উপস্থিত হয়েন। শিবাজী, পিতাব সমুচিত সম্মান করিতে উদাসীন ছিলেন না। তিনি পিতাকে গদীতে বসাইয়া, তাঁহার পাছুকা গ্রহণ পূর্বক সামান্য ভৃত্যের শ্রায় তদীয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। মহাবীর শিবাজী কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিযুক্ত হইলে, শিবাজী পুনর্ব্বার আধিপত্যবিস্তারে উদ্বৃত্ত হয়েন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্যে বহুসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজীর কৌশলে বিজাপুর-ভূপতিব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার সেনাপতি আফ্‌জল্ খাঁ নিহত হয়েন। এবার একজন বণদক্ষ আবিষিনী সর্দার শিবাজীব বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বিজাপুরের সৈন্য শিবাজীকে পান্‌হালা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এবারেও শিবাজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে আবিষিনী সর্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। শেষে ঐ সর্দার আপনার অমুচরগণ কর্তৃক নিহত হইলেন।

যখন আওরঙ্গজেব পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্যে আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবাজীর নিকটে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সর্দার পাঠাইয়া, তাঁহাব সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী আওরঙ্গজেবের ন্যায়-বহিভূত কার্যের অমুমোদন করেন নাই। তিনি আওরঙ্গজেবের গর্হিত কার্যের কথা শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত দূতকে বিদায় দেন এবং দূত আওরঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা ও বিরাগের সহিত কুকুরের লাজুলে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি কবেন। এই অবধি শিবাজীর উপর আওরঙ্গজেবের প্রগাঢ় বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই অবধি আওরঙ্গজেব শিবাজীকে “পার্কত্য মুষিক” বলিয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে উদ্বৃত্ত হয়েন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এদিকে শিবাজীর সহিত বিজাপুররাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবাজী সমগ্র কোকণ প্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বরোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতি সৈন্য হইয়াছিল।

বিজাপুররাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবাজী মোগলরাজ্য আক্রমণ

করিতে উদ্ভত হইলেন । তাঁহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীখরের অধিকাব বিলুপ্ত করিয়া, পুণায় ফিরিয়া আসিলেন । শায়েস্তা খাঁ এই সময়ে দক্ষিণপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন । সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্যে তাঁহাব প্রতি আদেশ দিলেন । এই আদেশ অনুসারে শায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য সহ আবাজ্জাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া, পুণায় উপস্থিত হইলেন । শিবাজী মোগল সৈন্যের আগমনসংবাদ শুনিয়া, রাযগড় পবিত্যাগপূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । শায়েস্তা খাঁ শিবাজীব কৌশলের কথা জানিতেন । এজন্যে সাবধানে আপনাব আবাসস্থল সুরক্ষিত রাখিলেন । তাঁহাব অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহাবাহী পুণায় প্রবেশ করিতে পারিত না । কিন্তু মোগল শাসনকর্ত্তার এইরূপ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না । চতুর শিবাজীব সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইল ।

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোব অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে । পুণাব পথ ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীর অন্ধকাবে মিশাইয়া গিয়াছে । কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহযাত্রী বাত্রির নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া, ধীরে ধীরে পুণাব অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । সাহসী শিবাজী এই সুযোগে, নির্দিষ্ট স্থানে সেনানিবাস কবিয়া, কেবল পঁচিশ জন অনুচবেব সহিত সেই বিবাহযাত্রীর দলে মিশিলেন । ববযাত্রীব দল আমোদ কবিতে কবিতে পুণায় প্রবেশ করিল, শিবাজীও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, পুণায় উপনীত হইয়া একেবারে আপনার বাসভবনে পহুছিলেন । এই গুহে শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন । তাঁহাব পবিবারের কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে জাগাইয়া দিল । শায়েস্তা খাঁ শয়নস্থলের গবাক্স দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন । এই সময়ে আক্রমণকারিগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল । বাহা হউক, তিনি কোন রূপে

পলাইয়া বন্ধু পাইলেন । কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অমুচরগণ নিহত হইল । শিবাজী জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, মশালেব আলোকে বাইবার পথ আলোকিত করিয়া, পুনর্বার সিংহগড়ে ফিবিয়া গেলেন ।

সমগ্র মহাবাষ্ট্রে মহাবীর শিবাজীর এই কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত হইল । সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশের মহাবীরেব এই বীরত্বে মোহিত হইয়া, তাঁহার গুণ গান কবিতা লাগিল । বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, বহু বৎসর অতীত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই । মহাবাহুবীরেব আজ পর্য্যন্ত আফ্লাদেব সহিত শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়া থাকে ।

পবদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বাবোহী সিংহগড়ের অভিমুখে গমন কবিল । শিবাজী ইহাদিগকে দুর্গেব নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন । ইহাবা মহাবিক্রমে রণডঙ্কাধ্বনিব সহিত নিক্ষেপিত তরবারিব আফালন করিতে কবিতা দুর্গেব সমীপবর্ত্তী হইল । তখন শিবাজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত কবিলেন । ইহাবা তোপের নিকটে স্থিতি থাকিতে পারিল না, সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল । শিবাজীর একজন সেনাপতি পশ্চাৎবর্ত্ত হইয়া, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন । এই প্রথম বার মোগল সৈন্য শিবাজীর সৈন্যকর্ত্তক পরাভূত ও তাড়িত হইল । শিবাজী বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আশ্রয়প্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন ।

ইহার পর শিবাজী অশ্বাবোহী সৈন্যসহ, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরাত নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন । তিনি জলপথে ও আশ্রিত্যস্থাপনে যত্নবান ছিলেন । তাঁহার অনেকগুলি রণতরী ছিল । ঐ সকল রণতরীদ্বারা মোগল সম্রাটের রণতরী অধিকৃত হইল ।

সুরাত নগর লুণ্ঠনের পর শিবাজী শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু

হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে শিবাজী সিংহগড়ে গিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত জনপদের শাসনপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্মে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ে শিবাজী “রাজা” উপাধি পরিগ্রহপূর্বক নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগলেব মহাপ্রতাপের মধ্যে ভাবতের বীরশ্রেষ্ঠ স্বাধীন বাজাব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কাযাত্রিগণ স্রবত বন্দরে জাহাজে উঠিত। এজন্য মুসলমানগণের মধ্যে স্রবত একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ পবিত্র স্থান বিলুপ্ত হইয়া শিবাজীব ‘রাজা’ উপাধি গ্রহণসংবাদে আওবঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলেব খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজী ইহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রীকে জয়সিংহের নিকটে পাঠাইলেন। জয়সিংহেব সহিত দূতের অনেক কথা হইল। দূত বিদায় লইয়া, শিবাজীর নিকটে আসিলেন। শিবাজী বীবধর্ম্মেব পক্ষপাতী ছিলেন; স্রবত কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যন্ত অহুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার পবিচয় দিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য একজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারীকে পাঠাইলেন। শিবাজী শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলে জয়সিংহ অগ্রসব হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপনার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত ও দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট্ উহাব অমুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবাজী মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; পরবর্তী বৎসর সম্রাট্-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, আপনার পুত্র শান্তাজী, পাঁচ শত

অখারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্তের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন ।

শিবাজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন । দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল । কিন্তু আওরঙ্গজেব দুর্ন্যতিপ্রযুক্ত এই পরাক্রান্ত হিন্দুভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না । তিনি শিবাজীকে প্রজালোকের সমক্ষে অপদস্থ কবিত্তে উত্তত হইলেন ।

শিবাজী সম্রাটের সভাপূহে সমাগত হইলে, আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিগণের আসনে বসাইয়া দিলেন । শিবাজী ইহাতে মর্মান্বিত হইয়া সভাপূহ পবিত্যাগ কবিলেন । কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না । সম্রাট তাঁহার বাসগৃহে প্রহরী বাধিতে নগরের কোতোয়ালকে বলিয়া দিলেন । এ দিকে চতুৰ মহাবাহুপতি, দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সঙ্ঘ হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমতি চাহিলেন । সঙ্গেব লোক চলিয়া গেলে শিবাজী সহায়বিহীন, স্তূতরাং আপনার আশ্রয় হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট, তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন । ইহাব পব শিবাজী পীড়াব ভাগ করিয়া, শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন । অনন্তব পীড়াব কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিয়া, ঝুড়িতে মিষ্টান্ন রাখিয়া, ফকীর সন্ন্যাসীদিগকে ঐ মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন । এইরূপে তাঁহার আবাসগৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির করিতে লাগিল । যখন প্রহরীদিগের সংস্কার হইল যে, কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন শিবাজী এক ঝুড়িতে নিজে চড়িয়া, এবং আর একটিতে তাঁহার পুত্র শম্ভাজীকে চড়াইয়া, আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । নগরের উপকণ্ঠে অস্থ সজ্জিত ছিল । শিবাজী সেই অস্থে আরোহণপূর্বক আপনার পশ্চাত্তাগে শম্ভাজীকে রাখিয়া মুখ্যদুপনীত হইলেন । এই স্থানে তিনি কতিপয় বন্ধুর নিকটে শম্ভাজীকে রাখিয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে

কবিতে দক্ষিণাপথে উপনীত হইলেন । ইহাব পর তাঁহার বন্ধুগণও শম্ভাজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন ।

এই সময়ে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল । পাছে শিবাজী বিজাপুরবাজের সহিত মিলিত হইলেন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে জাইগাব দিয়া তাঁহাব ‘রাজা’ উপাধি দৃঢ়তর কবিলেন । ইহাব পর শিবাজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাব বাজাদিগের সহিত যুদ্ধ কবিয়া, তাঁহাদের নিকট কবগ্রহণ করেন ।

কিছু দিনের জন্যে যুদ্ধেব বিবাম হইলে, শিবাজী স্বকীয় বাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান কবেন । তিনি বাজস্বসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণেব হস্তে দিলেন ; কৃষকদিগেব উপব দৌরাভ্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পাবে, তজ্জন্ত স্ত্রনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাঁহাব নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন শস্যেব পাঁচ ভাগেব তিনভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে যাইত । শিবাজী আপনাব কর্ম্মচারী দ্বাবা বাজস্বসংগ্রহ করিতেন । এতদ্ব্যতীত তিনি সৈনিকদিগকে বাজকোষ হইতে বেতন দিবাব নিয়ম কবেন । তাঁহার পদাতি সৈন্তেব অধিকাংশই মাওয়ালীজাতীয় । তববাবি, চাল ও বন্দুক ইহাদেব প্রধান অস্ত্র । অখাবোহী সৈন্ত বরুগিবদাব ও শিলেদার, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ।

হিন্দুদিগেব মতে শবৎকালই দ্বিগ্নিজয়যাত্রাব সময় । প্রতাপশালী শিবাজী ঐ সময়ে দুর্গতিনাশিনী ভবানীব পূজা কবিয়া, দ্বিগ্নিজয়ে বহির্গত হইতেন । তিনি শত্রুদিগেব অধুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো, অথবা স্ত্রীলোকদিগেব উপব হস্তক্ষেপ করিতেন না । এইরূপে পরাক্রান্ত মোগলের শাসন সময়ে মহাবাহুবাজ্য স্থাপিত হয়, এবং এইরূপে মহাবাহুবীয়গণ সাধারণের নিকটে একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে ।

আওরঙ্গজেব বাহিবে সৌজন্ত দেখাইয়া, শিবাজীকে আর এক বার

হস্তগত কবিতা চেষ্টা কবিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবাজী আওরঙ্গজেবের কোশলজালে আবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্বের আয় দক্ষিণাপথেব নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার কবিতা লাগিলেন। সুতবাং মোগল সম্রাটকে এখন বাধ্য হইয়া, শিবাজীব সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জন দিয়া, মোগলের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের আয় বীরধর্মবক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয়-পতাকা স্থাপিত হইল; শিবাজী ইহাব পব পনব হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্য লইয়া, আব একবাব সুবাত নগরে উপনীত হইলেন। নগর বিলুপ্ত হইল। কেহই তেজস্বী মহাবাহুপতিব বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবাজী অবধে সুবাতা সম্পত্তি সংগ্রহপূর্বক স্ববাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবাজী যখন সুরাত হইতে ফিবিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক একজন মোগলসেনাপতি পাঁচ হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্য লইয়া, তাঁহাব পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন। শিবাজী দায়ুদ খাঁকে আক্রমণ-পূর্বক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত কবেন। এদিকে তাঁহাব সেনাপতি প্রতাপ বাও খান্দেব প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে কবিসংগ্রহ কবিতা থাকেন। শিবাজীব এইরূপ আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া, আওরঙ্গজেব তাঁহাব বিরুদ্ধে মহাবৎ খাঁকে চিশ হাজাব সৈন্যসহ দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবাজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন বিমুখ হয়েন নাই। তিনি মরোপস্ত ও প্রতাপ বাও, আপনাব এই দুই জন প্রধান সেনাপতিকে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতিদ্বয়ের আগমন সংবাদ শুনিয়া মহাবৎ খাঁ ইখলাস খাঁকে বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে

পাতিত হয় । ২২ জন সেনানায়ক নিহত হয়েন । কয়েক জন প্রধান সেনাপতি আহত হইয়া বন্দি স্বীকার করেন ।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ যুদ্ধ । এই যুদ্ধে শিবাজীর সৈন্য বিজয়লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত হয় । তাগাদেব বিজয়িনী শক্তির বিষয় চাবিদিকে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে । শিবাজী মহা-পরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সাধাবণের নিকটে সম্মানিত হয়েন । তাঁহাব প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহাব সময়চাতুরীতে লোকে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে অসাধাবণ বীরপুরুষ বলিয়া, মনে কবিতে থাকে । মোগল সম্রাট আওবঙ্গজেব এই পরাক্রান্ত শত্রুর অপূৰ্ণ প্রভাবে স্তম্ভিত হয়েন । এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন, শিবাজী তাঁহাদের সহিত কোনরূপ অসহ্যবাহাব কবেন নাই । তিনি বন্দীদিগকে প্রভূত সম্মানেব সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষত স্থান ভাল হইলে, প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন । ভাবতের অধ্বিতীয় বীরপুরুষ বীরধর্ম্মেব অবমাননা করেন নাই । আহত বন্দিগণকে রায়গড়ে কখনও কোনরূপ অশ্রুবিধা ভোগ কবিতে হয় নাই । শিবাজীর আদেশে ইহাদেব যথোচিত শুশ্রূষা হইয়াছিল । পতিত শত্রুব প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবাজী বীরোচিত মহত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন । এই মহত্ব ও উদারতা চিবকাল তাঁহাকে ইতিহাসের ববণীয় করিয়া রাখিবে ।

শিবাজী পূর্বেই “রাজা” উপাধিগ্রহণপূৰ্ণক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন । এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেব সহিত শাস্ত্রেব নিয়মানুসাবে বাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে পবামর্শ করেন । এই সময়ে গাগাভট্টনামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারানসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন । অভিষেককার্য্যসম্পাদনের ভার ইহার প্রতি সমর্পিত হয় । মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৫৯৬ শকেব জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী প্রাতঃস্মবণীয় তিথির

মধ্যে পরিগণিত । এই তিথিতে ছবারোহ শৈলশিখরবর্তী রায়গড়ে মহারাজ শিবাজী স্বাধীন ভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । শাস্ত্রপারদর্শী গাঙ্গাভট্ট এই তিথিতে শিবাজীকে যথাশাস্ত্র বাজ্যাভিষিক্ত করেন । ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে ধর্মসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাযজ্ঞেব অঙ্কুর্তানে, মহোন্নাসের তরঙ্গে, রায়গড়ে অপূর্ণ দৃশ্যেব আবির্ভাব হয় । বহু দিনের পব স্বাধীনতাভক্ত হিন্দুবীরগণের জয়ধ্বনিতে রায়গড় পবিপূর্ণ হইয়া উঠে । বীৰপ্রব ব শিবাজী বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই দিনের স্মরণার্থে একটি অঙ্কেব প্রতিষ্ঠা কবেন এবং রাজ্যসম্পর্কীয় উপাধিসমূহ পাবন্ত ভাষাব পবিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষায় অভিহিত করিতে আদেশ দেন । শিবাজীব প্রবর্ত্তিত অঙ্গ শিবশক নামে কোলাপুবে প্রচলিত বহিয়াছে । রাজ্যাভিষেককালে বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েক জন রাজদূত রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন । একজন ইংবেজদূত বোম্বাই হইতে উপনীত হইলেন । এই দূত ইংবেজ কোম্পানীব প্রতিনিধি হইয়া শিবাজীব সহিত সন্ধিবন্ধন কবেন । এইরূপে শিবাজীব অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয় । এইরূপে ক্ষত্রিয় ভূপতি আত্মপ্রাধান্তের মহিমায় লোকসমাজে চিবপ্রসিদ্ধি লাভ করেন ।

শিবাজী বাজপদবী গ্রহণপূর্বক যথানিয়মে বাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । নর্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাবতবর্ষ তাঁহাব অধীন হইয়াছিল । তিনি এই বিস্তৃত রাজ্যাশাসনে কখনও ওঁদাশ্র প্রকাশ করেন নাই । যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধিকারে তাঁহাব যেক্লপ ক্ষমতা ও কোশল প্রকাশিত হয়, তিনি অধিকৃত বাজ্যেব শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা ও কোশলেব পবিচয় দেন । শিবাজী ইহাব পর, নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন । এই সকল যুদ্ধেও তাঁহাব অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছিল । তাঁহার সৈন্য এক সময়ে নর্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সক্ষম হইত হইত । যখন মোগল সেনানী

দিলের খাঁ বিজাপুরের অধিপতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজাপুররাজ শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবাজী সাহায্যদানে অসম্মত হয়েন নাই। তাঁহার সমরচাতুরীতে দিলের খাঁ এমন ব্যতিবস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে অগত্যা বিজাপুর পরিত্যাগ কবিতে হয়। বিজাপুর-রাজ এজন্তে ভূসম্পত্তি দিয়া, শিবাজীর নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে নানাস্থানে নানাবিষয়ে অসামান্য সাহস অপবিমেয় ক্ষমতা ও অবিচলিত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হয়েন। তাঁহার হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি বায়গড়ে গমন কবিলেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্বর আবির্ভাব হইল। এই জ্বরের আর বিবাম হইল না। শিবাজী জ্বাবন্তেব সপ্তম দিবসে ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল ৫৩ বৎসব বয়সে দেহত্যাগ কবিলেন।

এইরূপে অসাধারণ বীরপুরুষেব অসামান্য ঘটনাপূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষেব সমস্ত কার্য্যই লোকাত্তীতভাবে পরিপূর্ণ। ভাবতের অদ্বিতীয় সনাত্ত ও তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্যেব বোধে সমর্থ হয়েন নাই। যখন তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমবপটুতা, তাঁহার সাহস এবং রাজ্যশাসনেব কথা মনে হয়, তখন তৎপ্রতি অপবিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতিব সঞ্চাব হইয়া থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসাবে নিঃসহায় ও নিববলস্ব হইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চাব হয় নাই। তিনি অপূৰ্ণ ক্ষমতায় ও অধ্যবসায়ে আপনার গুরুতব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

শিবাজী স্বজাতিব পূৰ্ব্বতন গোববেব উদ্ধাবকর্তা। বহু শতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইতেছিল, যে জাতি স্বাধীনতায় বিসর্জন দিয়া, পরাধীনতা স্বীকাৰই পুরুষার্থ বলিয়া মনে কবিতেছিল, শিবাজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতিপথে আনয়ন করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতিব হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ

প্রসাবিত করিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতা ভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতিই সময়ে তাঁহার ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুবাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে - নিপীড়নেব ভয়াবহ কালে হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে আর কোন হিন্দুবীরকর্তৃক একুপ পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয় নাই।

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবাজী সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যও ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন কবে। ফলতঃ, সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায়, তৎ-সমকালে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে “পার্বত্য মুষিক” বলিয়া ঘৃণা কবিতেন। কিন্তু এই পার্বত্য মুষিকেব ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট এতদূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা তিনি উহাব প্রাধান্তস্বীকাৰে বাধ্য হইলেন। আওরঙ্গজেব শিবাজীব মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কহিয়াছিলেন - ‘শিবাজী এক জন প্রধান সেনাপতি ছিল ; যখন আমি ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট কবিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন বাজ্য স্থাপন কবে। আমার সৈন্য উনিশ বৎসর কাল, তাহাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিয়াছিল, তথাপি তাহাব বাজ্যেব কোন অবনতি হয় নাই।’ আওরঙ্গজেবের কথাতেই শিবাজীব ক্ষমতাব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিবাজী শত্রুব অপকারী ছিলেন। কিন্তু যাহাব পরাজিত ও বন্দীভূত হইত, তাহাদেব প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অধীন কর্মচারীর সহিত কোনরূপ অসহ্যবহার কবিতেন না। গো ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষার জন্তে তাঁহার অধ্যবসায় সর্বদা পরিশ্রুত হইত। তিনি যেকুপ পিতৃভক্ত ও মাতৃসেবক, সেইরূপ গুরুশ্রদ্ধাপর ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার গুরুব নাম রামদাস স্বামী। তিনি গুরুর নামে স্বকীয় রাজ্যের উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন নাই।

শুরুর আদেশানুসারে তিনি বৰ্ণাশ্রমধৰ্ম্মরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন । পরমান্বনিষ্ঠ সাধকের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল । মহারাষ্ট্রের অন্তৰ্গত দেহনামক স্থানে তুকারাম নামে একজন বণিগ্জাতীয় সাধু ছিলেন । ইহাব প্রতি শিবাজীব সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল । নানারূপ বিঘ্নবিপত্তিব মধ্যেও শিবাজী ইহাব কীৰ্ত্তন শুনিতে গমন করিতেন । দাদোজী কোণ্ডদেব :মৃত্যুকালে শিবাজীকে স্বধৰ্ম্মরক্ষণ ও রাজ্যপালন বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, শিবাজী সেই উপদেশ পালনে কখনও অমনোযোগী হয়েন নাই । তিনি নারীজাতীৰ যথোচিত সম্মান বক্ষা করিতেন । তাঁহার একজন সেনাপতি কোন জনপদ অধিকাবপূৰ্ব্বক একটি রূপবতী কামিনীকে তৎসকাশে প্রেৰণ কবেন । শিবাজী তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন কবিয়া, সম্মানসহকাৰে যথাস্থানে পঠাইয়া দেন । এইরূপ সদয়বাবহাবে মহাবাহুব্রবাসিগণ তাঁহার অহুবক্ত থাকিত ; মিতাচাব তাঁহার একটি গুণ ছিল । অসাধাবণ ক্ষমতায় অপবিমিত সম্পত্তিব অধিকাবী হইলেও তিনি কখনও সৌখীনতাৰ পৰিচয় দেন নাই । তাঁহার নিকটে ভোগবিলাসেৰ আদৰ ছিল না । তিনি সামান্য আহাবপানে পবিতুষ্ট থাকিতেন ।

শিবাজী দক্ষিণাপথে যে বাজ্য স্থাপন করেন, তাহাব দৈৰ্ঘ্য চাবিশত মাইল, বিস্তাব এক শত কুড়ি মাইল । তাজোবেও তাঁহার আধিপত্য ছিল । নৰ্মদা হইতে তাজোব পর্য্যন্ত, কোকণ হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবাজীৰ সাহায্য প্রার্থনা করিতেন । অনেকে কব দিয়া, তাঁহার সন্তোষ সাধনে ব্যাপ্ত থাকিতেন । সমগ্র দক্ষিণাপথে তাঁহার অপবিসীম প্রভুত্ব ছিল । দক্ষতায় একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি তৎসমকালীন বীৰপুরুষদিগকে অতিক্রম কবিয়াছিলেন । কেহই তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, কেহই তাঁহার ক্ষমতা-

রোধে সাহস পাইত না । তিনি পবাক্রান্ত মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বাংশে আত্মপ্রাধাণ্য রক্ষা করিতেছিলেন । তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না কবিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না । এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসেব বহির্ভূত কার্য্য করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন ।

শিবাজী খর্ব্বকায় ছিলেন । তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীৰত্বব্যঞ্জক ছিল । দেহেব পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বাহু-মুগ্ধলেব দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত । তাঁহার অনুবক্ত স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে দেবতাব অবতার বলিয়া থাকেন । তিনি আপনার তরবাবিব নাম “ভবানী” বাখিয়াছিলেন । ঐ তরবারি সাতাবাব রাজার অধিকারে বহিয়াছে । সাতাবাব বাজ-সংসারে শিবাজীর ভবানীব পূজা হইয়া থাকে ।

শিবাজীর মহানুভাবতা ।

বীৰপ্রবন শিবাজী বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । তাঁহার নামে একটা শব্দ প্রবর্তিত হইয়াছে । তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেছে । তাঁহার নামে দক্ষিণাপথেব শৈলমালাশোভিত, প্রশস্ত ভূখণ্ডে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কৰ্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে । মোগল সাম্রাজ্যের চরমোৎকর্ষ-সময়ে বীৰপুরুষ এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন । মোগলের পতাকার পার্শ্বে শিবাজীর জয়পতাকা উড্ডীন হইয়া, আত্মগৌরবের পরিচয় দিতেছে । শিবাজী বিভিন্ন স্থানে দুর্গ স্থাপনপূর্ব্বক স্বকীয় অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছেন । যুদ্ধকুশল হস্তীর রাও তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন । প্রসিদ্ধ মাওয়ালী সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার অধিকারবৃদ্ধির জন্তে সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে ।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শিবাজী অপত্যনির্কিশেষে প্রজাপালন

করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাবোধে জননী জিজ্ঞাবাইর সেবা করিতেন। তিনি প্রিয়তমা প্রণয়িনী সহবাইর প্রতি অপরিসম্য অমুরাগ দেখাইতেন। তাঁহার বাজপদ গ্রহণের পর তদীয় জননী ও প্রণয়িনী, উভয়েই একে একে দেহত্যাগ কবেন। মহারাজ শিবাজী ইহাদের বিযোগশোকে কাতর হইলেও বাজধৰ্ম্মেব পালনে ঔদাস্ত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাব স্ননিয়মে, তাঁহার উদার ব্যবহাবে তাঁহার ধৰ্ম্মানুবাগে প্রজালোকে পবম সুখে কালাযাপন কবিয়াছে; তিনি বিভিন্ন জনপদ অধিকাব কবিয়াছেন, কিন্তু শবণাগত বা বন্দীকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীব প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাব সৈনিকদল মহাবিক্রমে যুদ্ধযাত্রা কবিয়াছে; কিন্তু গন্তব্য পথেব কোন স্থানে গো, কৃষক, নারীজাতি বা বিভিন্ন জাতির ধৰ্ম্ম-মন্দির আক্রমণ করে নাই। ভিন্ন ভিন্ন ছুৰ্গে তাঁহাব জয়পতাকা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শবণাগত ছুৰ্গবাসিগণ কোনরূপে নিপীড়িত বা নিষুহীত হয় নাই। বীৰশ্রেষ্ঠ শিবাজী এইরূপে বীৰধৰ্ম্মেব গোবর রক্ষা কবিয়াছেন, এইরূপে নৃপাতিজনোচিত উদাব ভাবেব পবিচয় দিয়াছেন, এইরূপে মহীয়সী কীৰ্ত্তি স্থাপন কবিয়া লোকসমাজের বরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাক্কোজী পৈতৃক সম্পত্তিলোলুপ হইয়া, সৈন্তসংগ্রহ কবিলেও, মহারাজ শিবাজী ভ্রাতৃধৰ্ম্মে বিসৰ্জন দেন নাই। ব্যাক্কোজী স্বকীয় মন্ত্ৰীব পরামৰ্শে যখন শিবাজীব সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন শিবাজী সৎপবামৰ্শ দিয়া, তাঁহার বিষম্ভাব দূব কবিতে চেষ্টা কবিয়াছেন।

রাজস্থানেব ঞ্চায় দক্ষিণাপথেও বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। শিবাজীর সময়ে এইরূপ একটি নারী আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বীরপ্রবর শিবাজী ইহাব মহীয়সী বীরত্বকীৰ্ত্তির কখনও অবমাননা করেন নাই।

শিবাজী রাজদণ্ড ধারণ করিয়া, দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য

যতাবে উদ্ভূত হইলেন। এই সময়ে বল্লারী বাজ্যে মলবাই দেসাইন-নারী' কটি বিধবা আধিপত্য করিতেন। শিবাজী বল্লারী দুর্গ অধিকার কবিতেন। উদ্ভূত হইলে, মলবাই আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্যে অন্তঃপরিগ্রহ করিলেন। অবিলম্বে দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত হইল। মহারাষ্ট্রপতির আক্রমণে বাধা দিবার নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে সৈনিকগণ সন্নিবেশিত রহিল। উপযুক্ত সেনাপতিগণ ইহাদেব পরিচালন ভার গ্রহণ কবিলেন। মলবাই স্বয়ং সমগ্র সামরিক কার্যেব তত্ত্বাধান কবিতেন লাগিলেন। ভাবতের সৰ্বপ্রধান বীরপুরুষ তাঁহাব দুর্গ আক্রমণ কবিয়াছেন; সৰ্বপ্রধান বীরপুরুষের বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহাকে পবাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসব হইয়াছে, ইহাতে বীরাজনা বিচলিত হইলেন না। তিনি আত্মক্ষমতায় বিসর্জন না দিয়া, অসিহস্তে আক্রমণকারীকে সম্মুখীন হইলেন। মহারাষ্ট্রসৈন্য প্রবলবেগে তাঁহাব সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল। বীরাজনা অকুতোভয়ে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিয়া, আত্মবক্ষা কবিতেন লাগিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাজেব যুদ্ধকুশল সৈন্যেব সম্মুখে তিনি দীর্ঘকাল আপনাব সৈনিকদলের শৃঙ্খলা বক্ষা কবিতেন পাবিলেন না। বীরনারী দুর্গের বহির্ভাগে থাকিয়া, যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিলেন। অবিলম্বে তাঁহাব আদেশে সৈনিকদল দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে শিবাজীর সৈন্যও দুর্গ আক্রমণ করিল। তাহাবা দুর্গের পূর্বোভাগে কামান স্থাপন পূর্বক মুহুমুহঃ গোলাবৃষ্টি কবিতেন লাগিল। কিন্তু মলবাই ইহাতে ভীত হইলেন না, তিনি যথোচিত সাহসসহকায়ে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাতাশ দিন অতীত হইল। সাতাশ দিন, শিবাজীর সৈন্য, দুর্গ অববোধ করিয়া রহিল। এই দীর্ঘকালরে মধ্যে মলবাই কখনও সন্ত্রাসে অভিভূত ও আত্মপরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত হইলেন নাই। তাঁহাব সাহস অন্তর্হিত হয় নাই; তেজস্বিতার বিলোপ ঘটে নাই, আত্মগৌরব-রক্ষার বাসনা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া, মনেই বিলীন হইয়া যায় নাই। তিনি একরূপ নৈপুণ্যের সহিত সৈন্য-

পরিচালনা করিতেছিলেন, একরূপ ধীরতার সহিত যুদ্ধের আদেশ দিতে-
ছিলেন, একরূপ বিচক্ষণতার সহিত দুর্গস্থিত সৈনিকদের শৃঙ্খলা অব্যাহত
রাখিতেছিলেন যে, সপ্তবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপতি তাঁহার ক্ষমতা-
নাশে সমর্থ হইবেন নাই। সপ্তবিংশতিবসে বীরাদ্ভার অদৃষ্টচক্র নিম্নাভিমুখে
আবর্তিত হইল। ঐ দিন দুর্গের একাংশ ভগ্ন হওয়াতে দুর্গ রক্ষার আর
কোন উপায় রহিল না। আক্রমণকারী সৈনিকগণ ভগ্ন স্থান দিয়া দুর্গ-
প্রবেশের অগ্রসর হইল। বীরাদ্ভার দুর্গরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া,
মহারাষ্ট্রপতির হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন।

শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। বল্লারী দুর্গে তাঁহার জয়পতাকা
উড়িতে লাগিল। বিধবা বীরনারী সপ্তবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর
তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ কবিলেন। কিন্তু বীরপুরুষ এই বীরাদ্ভার
বীরত্বের গৌরবরক্ষায় উদাসীন রহিলেন না। তিনি মলবাইকে যথোচিত
সম্মানের সহিত গ্রহণ কবিলেন। বল্লাবী দুর্গে আর মহাবাঈপতির জয়-
পতাকা পবিদৃষ্ট হইল না। উহার স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। শিবাজী
মলবাইর হস্তে দুর্গ প্রত্যর্পণ কবিলেন। বীরাদ্ভার স্বকীয় বীরত্বে বীরশ্রেষ্ঠ
মহারাষ্ট্ররাজকে পরিতোষিত করিয়া, পূর্বের জায়, স্বাধীন ভাবে শাসন
দণ্ডের পরিচালনা করিতে লাগিলেন।



প্রণ্টার—শ্রীমহাশয় চট্টোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা ।

